যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপ সংগ্রহ ।

BRIEF ACCOUNT

OF THE

JEWS,

COMPREHENDING THE PERIOD

FROM THE CREATION, TO THE DISPERSION OF THE TEN TRIBES OF ISRAEL.

BOOKS FIRST AND SECOND.

ABRIDGED BY H. CARRE TUCKER, B.C.S.

[TRANSLATED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK SOCIETY.]

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK SOCIETY,
AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1845.

সূচীপত্র।

প্রথম পুস্তক।

দ্বিতীয় পুস্তক।

যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপ সংগ্রহ।

প্রথম পুস্তক।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টির বিবরণ।

আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

পৃথিবী বস্তুহীন ও প্রাণিশূন্য ছিল এবং অন্ধকার গভীর জলের উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ব্যাপ্ত ছিলেন।

প্রথম দিবসে দীপ্তি হউক ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিলে দীপ্তি হইল; দ্বিতীয় দিবসে তিনি শূন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম আকাশ রাখিলেন; তৃতীয় দিবসে তিনি জল রাশিহইতে স্থলকে পৃথক করিয়া, স্থলের নাম পৃথিবী ও জল রাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; অপর তিনি আজ্ঞা করিলেন, পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ ওষধি ও নানা জাতীয় সবীজ ফলদায়ক উৎপন্ন হউক। চতুর্থ দিবসে ঈশ্বর মহাজ্যোতির্গণ অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ যাহারা আকাশে দীপ্তি দেন, তাহাদের সৃষ্টি করিলেন; এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে দিবারাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে এবং তাহাদের চক্রবৎ ভ্রমণে দিবস ও মাস ও ঋতু

ও বৎসরের চিহ্নের নিমিত্তে নিযুক্ত করিলেন। পঞ্চম দিবসে সকল জীবহীন বস্তু সৃষ্ট হইলে পর, ঈশ্বর জীবৎ বস্তুর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং জল মধ্যে নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য ও নানা জাতীয় উরোগামি জলজন্তু ও আকাশের পক্ষিগণকে সৃষ্টি করিয়া, এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও।

ষষ্ঠ দিবসে, তিনি পৃথিবীতে গ্রাম্য ও বন্য পশু ও উরোগামী প্রভৃতি নানা প্রকার জাতীয় জন্তুবর্গ উৎপন্ন হইতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ দিবসে পরমেশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। মনুষ্য শেষে সৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরকে জানিয়া প্রেম করিতে কোন জন্তুর ক্ষমতা ছিল না; এবং তাহার হিতার্থে পশু সকলের সৃষ্টি হইল। এই প্রকারে বস্তু সকলের সৃষ্টি উত্তমরূপে হইলে পর, পরমেশ্বর সপ্তম দিবসে বিশ্রামপূর্ব্বক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন। পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টমানুষকে এদন্ নামক বাগানের কর্ম্ম ও তাহার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই বাগানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন কর, কিন্তু সদসৎ জ্ঞান দায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা ভোজন করিবা সেই দিনে নিতান্ত মরিবা। পরমেশ্বর আদম নামক প্রথম মানুষের নিকটে পশু সকলকে আনাইলে পর, তিনি প্রত্যেক জন্তুর স্বস্বগুণ ও স্বভাবানুসারে নাম রাখিল, কিন্তু এই

সকল পশুদের মধ্যে কেহই আদমের উপযুক্ত সহকারী হইল না, তজ্জন্যে সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা কৃপাবলোকন পূর্ব্বক উপকার করিতে মনস্থ করিলেন, এবং আদম ঘোর নিদ্রিত হইলে, তাহার এক পঞ্জর লইয়া তদ্দ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহাকে আদমের নিকটে আনিয়া দিলেন। ইহাতে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে বিবাহরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, আদম আহ্লাদে বলিতে লাগিল, এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, এবং এ স্ত্রী নরহইতে জন্মিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহার নাম নারী রাখিতে হইবে, এবং মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে।

দ্বিতীয়।

আদম এবং হবার পতন বৃত্তান্ত।

খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে।

আমাদের আদি পিতা মাতা কতকাল পর্য্যন্ত নির্দ্দোষী হইয়া এদন্ নামক বাগানে সুখভোগ করিয়াছিল তাহা আমরা জানি নাই, কিন্তু লেখা আছে, শয়তান্ সর্পের বেশ ধারণ করিয়া ছলক্রমে হবার কুপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওগো এই বাগানের এই বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন ইহা কি সত্য? তাহাতে নারী সর্পকে কহিল আমরা এই বাগানের তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে

পারি, কেবল বাগানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল বিষয়েই ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, এবং স্পর্শও করিও না, তাহা করিলেই মরিবা। পরে যখন শয়তান্ জানিল, যে তাহার কুপরামর্শেতে হবার মনে সন্দেহ ও ভ্রম জন্মিয়াছে, তখন অহঙ্কারপূর্ব্বক ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী বলিয়া তাঁহার নিন্দা করত কহিল, তোমরা অবশ্য মরিবা না, বরং যে দিনে তাহা খাইবা সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রকাশ হইলে, ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ বিষয়ে জ্ঞান পাইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন। তখন হবা সে প্রবঞ্চকের নিকটহইতে পলায়ন না করিয়া, বরং তাহার কথা শ্রবণ করিয়া প্রবঞ্চিত হইল; এই কেবল দুঃখের বিষয়, ইহাতে সে নারী ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া, তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপন স্বামিকে দিলে, সেও ভোজন করিল; এইরূপে তাহারা শয়তানের কুবাক্যে মনোযোগ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল। এই অপরাধেতে আমাদের আদি পিতা মাতার সুখদায়ক দশা নষ্ট হইল, এবং তাহাদের যে পূর্ব্বে নির্দোষের অবস্থা ছিল, তাহাহইতে পতিত হইল, ও তাহারা আপনাদের উলঙ্গতা বোধ করিয়া বটপত্র সিঙ্গাইয়া পরিধান করিল। তাহার পরে তাহারা বাগানে ঈশ্বরের রব শুনিয়া ও তাহাতে ভীত হইয়া, বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল; যে রব পূর্ব্বে তাহাদের আনন্দজনক ছিল, সে রবে এখন কেবল ত্রাস জন্মিল। তখন প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি

কোথায়? তাহাতে সে কহিল আমি বাগানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া,আপনি লুকাইয়া আছি। তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ ইহা তোমাকে কে বুঝাইয়া দিল, যে বৃক্ষের ফল তোমাকে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছি তুমি কি তাহা ভোজন করিয়াছ? পরমেশ্বর যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আদম লঙ্ঘন করিয়াছিল যদ্যাপি তাহা অস্বীকার করিতে সক্ষম ছিল না, তথাপি সে কঠিনমনা হইয়া ও অধমরূপে আপনার সৃষ্টি কর্ত্তাকে দোষ দিয়া কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি তাহা খাইলাম, এই প্রকারে হবাও সর্পকে দোষী করিয়া বলিল, সর্পের প্রবঞ্চনাতে আমি খাইলাম। পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের অপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবা,এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা, এবং আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা। তাহার পরে পরমেশ্বর সে দুই জন অপরাধিদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিয়া এমন দৃঢ় শাপ দিলেন, যাহার ফল তাহাদের বংশ অদ্যাপিও ভোগ করিতেছে। পরে তিনি নারীকে কহিলেন আমি তোমার প্রসব বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তুমি অতি কষ্টেতে সন্তান প্রসব করিবা, এবং স্বামির অধিনী হইবা, ইহাতে সে তোমার উপরে

কর্ত্তৃত্ব করিবে। অনন্তর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি স্ত্রীর কথা শুনিয়া সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াছ, এই নিমিত্তে ভূমি অভিশপ্ত হইল, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি ভোজন করিবা; এবং তাহাতে সেয়াল কাঁটা ও নানা কণ্টক বৃক্ষ জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা, এবং যে মৃত্তিকাহইতে জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা, কেননা তুমি মৃত্তিকা পুনশ্চ মৃত্তিকাতেই লীন হইবা। অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর মনুষ্যকে এদনের বাগানহইতে দূর করিয়া, তাহার উৎপাদক মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয়।

হাবিলের মৃত্যু ও জল প্লাবনের বৃত্তান্ত।

অনন্তর আদম ও হবার দুই পুত্র জন্মিল, জ্যেষ্ঠের নাম কৈন ও কনিষ্ঠের নাম হাবিল, কিন্তু পাপের ফল ইহাদের মধ্যে শীঘ্র প্রকাশ হইল, কেননা এক দিবসে সেই দুই ভ্রাতা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে, তিনি হাবিলের নৈবেদ্যকে গ্রাহ্য করিলেন, কেননা সে বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈশ্বরের আজ্ঞাতে মনোযোগ করিয়া বলিদান করিয়াছিল, তজ্জন্যে কৈন বড় বিরক্ত হইলে, পরমেশ্বর দয়া পূর্ব্বক অনুযোগ করিয়া

তাহাকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলা, যদি সৎকর্ম্ম কর তবে কি গ্রাহ্য হইবা না, আর যদি অসৎ কর্ম্ম কর, তবে পাপ দ্বারে থাকে; কিন্তু কৈন ঈশ্বরের কথা তুচ্ছ করিয়া কিঞ্চিৎ দিবস পরে আপনার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। অনন্তর পরমেশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভ্রাতা কোথায়? তাহাতে সে গর্ব্ব করিয়া উত্তর করিল আমি জানি না, আমি কি আপনার ভ্রাতার রক্ষক? কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সকলকেই দেখিতে পান। কৈনকে ইহা জানাইবার নিমিত্তে কহিলেন, তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করিতেছে। সুতরাং তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিলে পর, বহু শস্য উৎপন্ন হইবে না। এবং জগতের শেষ পর্য্যন্ত সকল হত্যাকারিদের উপযুক্ত শাস্তি দেখাইবার নিমিত্তে এক চিহ্নস্বরূপ হইয়া, যাবজ্জীবন পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইবা। কৈন এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিবামাত্রে প্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিয়া নদ নামক দেশে বাস করিল। পরে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে হাবিলের পরিবর্ত্তে শেথ নামক আদমের অন্য এক পুত্র জন্মিল, তৎকালে মনুষ্যের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অসদাচারযুক্ত আদমহইতে মনুষ্য সকল জন্মিবাতে, তাহাদের নানা অত্যাচার ও অন্তঃকরণের কল্পনা সর্ব্বদা দুষ্ট, ইহা পরমেশ্বর জানিয়া, তাহাদিগকে ও যে সকল জীবজন্তু তাহাদের হিতার্থে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগকেও বিনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। তন্মধ্যে নোহ নামক এক ব্যক্তি পরমেশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র ছিল, তজ্জন্যে পরমে-

শ্বর পৃথিবী ও তৎস্থ সকল জীব জন্তুকে জল প্লাবনে নষ্ট করিবার মানসে, তাহা নোহকে জানাইয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি এক খান বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া এবং সপরিবার ও সর্ব্ব প্রকার পশু পক্ষির এক ২ যোড়া লইয়া তাহাতে আরোহণ কর, তাহাতে রক্ষা পাইবা। নোহ ১২০ বৎসরে সে বৃহৎজাহাজ নির্ম্মাণ করিল, ইত্তিমধ্যে সে লোক সকলকে আপনাদের শঙ্কা বিষয়ে চেতনা দিয়া তাহাদিগকে আগামী বিপদহইতে পলায়ন করিতে ও পাপ বিষয়ে খেদ, ও পরমেশ্বরের নিকটে মন পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা দিল, ইহাতেও তাহার কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া আরও দুরাচার করিতে লাগিল। পরমেশ্বর দয়াশীল হইয়া ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাও সহিলেন, অবশেষে সংহারের দিবস উপস্থিত হইলে পর, নোহ ও তাহার স্ত্রী ও তিন পুত্র এবং পুত্র বধূগণ ঐ বৃহৎ জাহাজে আরোহণ করিলে পর, মহাসমুদ্রের সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং আকাশস্থ মেঘদ্বার সকল মুক্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীতে ৪০ দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাতে ভূস্থল সকল মগ্ন করিয়া ঐ জল উচ্চতম পর্ব্বতের উপরে ১৫ হাত পরিমাণে রহিল, তখন ভূচর তাবৎ প্রাণী, বিশেষতঃ পক্ষী এবং গ্রাম্য ও, বন্য পশু ও উরোগামী জন্তু, ও মনুষ্য প্রভৃতি তাবৎ প্রাণী বিনষ্ট হইল। নোহ ও বৃহৎ জাহাজে আরূঢ় তাহার সঙ্গি মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি ব্যতিরেকে আর কোন প্রাণী রক্ষা পাইল না; এবং পরমেশ্বরের দয়া ও আশীর্ব্বাদে সে জলের উপরে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া রহিল।

এই জলপ্লাবন সৃষ্টির পরে ১৬৫৬ বৎসর এবং যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ২৩৪৮ বৎসর হইল।
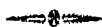
চতুর্থ।

নোহ ও বাবিল নামক গড়ের বৃত্তান্ত।

এই রূপে পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে ১৫০ দিন পর্য্যন্ত জল থাকিল। পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গী জাহাজ স্থিত পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া প্রবল বায়ু বহাইলেন, তাহাতে জল নিবৃত্ত হইল। পরে ক্রমে২ জল বহিয়া ১৫০ দিনে হ্রাস পাইল; এবং সপ্তম মাসের সপ্ত দশ দিনে আর্ম্মিনীয়া দেশস্থ অরারট নামক পর্ব্বতের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। ইহাতে সেখানে জাহাজ দশ মাস রহিলে পর, জল বহিয়া অল্পতর হইল কি না, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে নোহ বড় ব্যাকুল হইয়া জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটি ডাঁড়কাককে উড়াইয়া দিল; কিন্তু সে পক্ষী ফিরে আইল না। সপ্তম দিবস পরে নোহ এক কপোতকে উড়াইয়া দিল, তাহাতে সে পাদার্পণ করিবার স্থান না পাইয়া জাহাজে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিল। অপর আর এক সপ্তাহ বিলম্বে, নোহ জাহাজ হইতে সেই কপোতকে উড়াইয়া দিল, তাহাতে সে চঞ্চুদ্বারা জিত বৃক্ষের এক পত্র ছিঁড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে ফিরে আইল; এবং নোহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিল; কেননা তাহাতে পৃথিবীর যে জল হ্রাস হইয়াছে এবং ঈশ্বরের যে ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে এই পত্রই

তাহার এক চিহ্নস্বরূপ হইল; বোধ হয়, তদবধি এ পর্য্যন্ত লোক পরম্পরাতে জিত-বৃক্ষের পত্র মিলনের চিহ্ন স্বরূপ হইয়া আসিতেছে। নোহ আর সপ্ত দিবস বিলম্ব করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে নামিল, এবং স্ব২ জাতীয় প্রত্যেক পশু ওপক্ষী ও উরোগামী, ও তাবৎ ভূচর ও খেচর জন্তু নির্গত হইল। তদনন্তর নোহ প্রেম ও কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক পরমেশ্বরের দয়া স্বীকার করণার্থে, তাঁহার উদ্দেশে এক যজ্ঞ বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে হোম করিল। পরমেশ্বর তাহার প্রেম ও বিশ্বাস ও সত্য সেবাতে সন্তুষ্ট হইয়া, এবং তাহার বলিদান গ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, মনুষ্যদের দোষে পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিব না, যদ্যপি বাল্যকালাবধিই মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম, সেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিব না, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে তাবৎ বপনের ও ছেদনের সময়, গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না। পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু-বংশ হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর; পৃথিবীর তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূচর উরোগামী জন্তু, ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইবে, এই সকলই তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিৎ ওষধির ন্যায় এই সকল তোমাদিগকে দিলাম।

ঈশ্বর আরও কহিলেন আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করি, তাহার এই এক চিহ্ন থাকিবে, আমি মেঘে আপন ধনুঃস্থাপন করি, তাহা পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে, যে সময়ে আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, এবং সেই মেঘে ধনু দৃষ্ট হইবে, তৎকালে তোমাদেরও প্রত্যেক প্রকার প্রাণির সহিত আমার এই যে নিয়ম হইল, তাহা আমার স্মরণ হইলে, তাবৎ প্রাণি বিনাশের জন্যে আর জল প্লাবন হইবে না। ২০০ শত বৎসরের মধ্যে নোহের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহারা পূর্ব্বদিগে ভ্রমণ করিতে ২ শিনিয়র দেশের এক প্রান্তর পাইয়া সেই স্থানে বসতি করিল। পরে তাহারা কহিল আইস আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগণস্পর্শী এক উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহাতে আমাদের সুখ্যাতি হইবে; এবং কখন আমরা তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইব না। অপর তাহাদের এই মন্ত্রণা সুকঠিন হইলেও, তাহা সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়া তাহারা গৃহ গাঁথিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার সৃষ্টি কর্ত্তার শত্রু হইয়া উঠে, তাহাকে ধিক্, সে সময় তাহারা সকলেই এক প্রকার ভাষা কহিত, কিন্তু পরমেশ্বর পরাক্রমদ্বারা তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাইলে, তাহাদের ভাষা ভিন্ন ২ হইল, তাহাতে তাহারা আর পরস্পর কথা বুঝিতে পারিল না। ইহাতে এমন কলহ হইল; যে কর্ম্ম তাহারা করিতে আরম্ভ করিল তাহা সাঙ্গ করিতে পারিল না, এই নিমিত্তে সেই নগরের নাম বাবিল অর্থাৎ ভেদ থাকিল। এইরূপ ভাষা বিভিন্ন হওয়াতে

তাহাদের জাতিও বিভিন্ন হইল, পরে প্রত্যেক জাতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হওনার্থে স্ব২ নিরূপিত দেশে গিয়া বসতি করিতে লাগিল।

পঞ্চম।

অব্রাহমের বিবরণ।

বাবিল নগরে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক লোকদের ভাষা ভিন্ন হইলে, প্রায় ১৫০ বৎসর পরে, সাম বংশজাত তেরানামক এক ব্যক্তি কল্দীয়দের ঊরনামক নগরহইতে প্রস্থান করিয়া হারণ নগরে উত্তরিয়া সেইস্থানে বাস করিল। তদনন্তর পরমেশ্বর তেরার পুত্র অব্রামকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি আপন দেশ ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল, আমি তোমাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। তাহাতে তুমি বিখ্যাত ও মঙ্গলদাতা হইবা, তোমাহইতে পৃথিবীর তাবৎ বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। তখন অব্রাম পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সারী নাম্নী ভার্য্যাকে, ও তার ভ্রাতৃপুত্র লোটকে সঙ্গে লইয়া, কৈনান দেশে যাত্রা করিল, সেই দেশে ভ্রমণ করিতে২ পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, তৎকালে কৈনান দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অব্রাম মিসর দেশে গমন করিল, এবং পাছে সেই দেশের লোক তাহার পত্নীর রূপ দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া ইব্রামকে বধ করণ পূর্ব্বক তাহার

স্ত্রীকে হরণ করে, এই ভয়ে তাহার ভার্য্যাকে কহিল, আমি বিনয় করি তুমি আমার ভগিনী এই কথা লোকদের নিকটে কহিও। তৎপরে মিসর দেশের রাজা ফিরোণ এই কথাতে প্রবঞ্চিত হইয়া সারীকে আপনার স্ত্রী করিতে আপনার নিকটে আনাইলেন। কিন্তু মহারাজ পরমেশ্বর কর্তৃক নিবারিত হইয়া অব্রামকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আমার প্রতি কেন এমন অন্যায় করিলা; তাহার পরে রাজা তাহাকে ও তাহার ভার্য্যাকে নির্ব্বিঘ্নে বিদায় করিল। তদনন্তর অব্রাম কৈনান দেশে ফিরে আইলে পর, সে স্থানে তাহার ও লোটের পশুপাল সকলের নিমিত্তে উপযুক্ত চরিবার স্থান না থাকাতে, উভয়ের পশু পালকদের পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। তাহাতে অব্রাম তাহার ভ্রাতৃপুত্র হইতে পৃথক হওয়া ভাল বুঝিয়া ও দানশীলতা প্রযুক্ত, লোটকে আপনার নিমিত্তে ভূমি বাচিয়া লইতে আজ্ঞা করিয়া কহিল, আমি তোমাকে বিনয় করি, তুমি আমার জ্ঞাতি, তোমাতে ও আমাতে এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিরোধ না হউক, তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? অতএব তোমাকে বিনতি করি তুমি আমাহইতে পৃথক হও; হয় তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই, কিম্বা তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই, তখন লোট দেখিল যে যর্দ্দন নদীর প্রান্তর উর্ব্বরা ও তাহার নানা স্থানে উত্তম জল ছিল, তজ্জন্যে তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া এবং সিদম নিবাসী লোক অতি দুষ্ট ও দুরাচারী তাহা বিবেচনা না করিয়া, সে নগরে গিয়া বসতি করিল। এইরূপে অব্রাম

হইতে লোট পৃথক হইলে পর, পরমেশ্বর অব্রামকে কহিলেন, তুমি এই স্থানহইতে চক্ষু তুলিয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে দেখ, তুমি যত দূর দেখিতে পাইবা, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি চিরকালের নিমিত্তে তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব, এবং পৃথিবীর ধূলির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব। তখন অব্রাম তাম্বু তুলিয়া মম্রি নামক দেশের প্রান্তরে গিয়া বাস করিল, এবং সেখানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞ বেদি নির্ম্মাণ করিল, অব্রামহইতে লোট পৃথক হওনের কিছু দিন পরে, চারিজন রাজা আপন ২ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিদম নগরকে আক্রমণ করিল, এবং লোকদের ধন সম্পত্তি লুট করিয়া তাহাদিগকে ও লোটকে পরাজয় করিয়া দাস করিল। তদনন্তর অব্রাম এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ৩১৮ ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া সে লুটকারি রাজাদের পশ্চাৎ গেল, এবং পরমেশ্বরের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি থাকাতে, সে তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে সিদমহইতে লুটিত লোক ও সম্পত্তি সকল কাড়িয়া লইল। সে সময়ে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের যাজক মল্কীষেদক নামে, সালমের রাজা রুটী ও দ্রাক্ষারস লইয়া অব্রামকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, আকাশের ও পৃথিবীর স্বামী সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর অব্রামের মঙ্গল করুন। তখন সিদমের রাজা অব্রামকে যে সমস্ত ধন রক্ষা করিয়াছিল তাহা লইতে আজ্ঞা দিল; কিন্তু অব্রাম নির্লোভী হইয়া উত্তর করিল, আমি অব্রামকে ধনবান করিয়াছি পাছে এমত কথা বল, এই জন্যে আমার সহকারী

লোক আপনার প্রাপ্তব্য ভাগ লইবেক, আমি এক বিন্দুমাত্র লইব না।

ষষ্ঠ।

ইস্মায়েলের জন্ম ও সিদম নগর বিনাশের বিবরণ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১৯১০ অবধি ১৮৯২ পর্য্যন্ত।

এই ঘটনার পরে পরমেশ্বর অব্রামকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া এই বাক্য কহিলেন, হে অব্রাম ভয় করিও না. আমি তোমার ঢাল ও মহাপুরস্কার স্বরূপ, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার, তবে গণিয়া বল, এইরূপে তোমার বংশ বৃদ্ধি হইবে। আর তোমার সন্তানগণ ৪০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত দেশে থাকিয়া দাস্য কর্ম্ম করত ক্লেশ ভোগ করিবে, কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে, আমি তাহাদের দণ্ড করিব। পরে তাহারা যথেষ্ট ধন লইয়া সে দেশহইতে নির্গত হইবে। অপর অব্রাম পরমেশ্বরের কথায় বিশ্বাস করিলে. সেই বিশ্বাস পুণ্যার্থে গণিত হইল। তদনন্তর সারী বন্ধ্যা হইয়া ও তিনি এবং তাঁহার স্বামির বৃদ্ধ বয়স প্রাপ্ত হওন প্রযুক্ত আপনার সন্তান হওনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া স্বামিকে কহিল, বিনতি করি তুমি মিসরীয় হাগর নাম্নী আমার দাসীতে উপগত হও, তাহাতে আমি ইহাহইতে সন্তান পাইতে পারিব, তখন অব্রাম সারীর বাক্যেতে স্বীকৃত হইল। পরে হাগর আপনকর্ত্তা হইতে মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হওয়াতে গর্ব্ব করিয়া নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল, তাহাতে সারী হাগরের প্রতি

কঠিন ব্যবহার করিলে, সে তাহার নিকট হইতে প্রান্তরে পলায়ন করিল। সেখানে পরমেশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহার বশীভূতা হও, কেননা তুমি এক পুত্র প্রসব করিবা যিনি বহুবংশের আদি পুরুষ হইবে. হাগার সে বাক্য গ্রাহ্য করিয়া অব্রামের তাম্বুতে ফিরিয়া গিয়া এক পুত্র প্রসব করিল. এবং অব্রাম তাহার নাম ইস্মায়েল রাখিল। অব্রামের ৯৯ বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার পূর্ব্বাঙ্গীকার পুনঃপ্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিয়ম করণার্থে ত্বক্‌ছেদের বিধি স্থাপন করিলেন। তদবধি অব্রামের পরিবর্ত্তে অব্রাহম অর্থাৎ বহু লোকের পিতা এই নাম রাখিলেন, এবং তাহার স্ত্রী সারীর পরিবর্ত্তে সারা নাম অর্থাৎ রাজ্ঞী রাখিয়া বলিলেন, সে ইস্‌হাক নামক এক পুত্র প্রসব করিয়া রাজাদের ও বহুবংশের পিতামহী হইবে, আর পরমেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, ইস্মায়েল, আমার আশীর্ব্বাদেতে যাহাদের হইতে বহুবংশ নির্গত হইবে; এমন দ্বাদশ জনের পিতা হইবে। তখন অব্রাহম পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে কোনমতে সন্দিগ্ধচিত্ত না হইয়া, বরং বিশ্বাস করণ পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। পরে এক দিন উত্তাপ সময়ে অব্রাহম আপন তাম্বু দ্বারে বসিয়াছিল, তাহাতে সে চক্ষু তুলিয়া তিন জন দূতকে মনুষ্যবেশে আসিতে দেখিল, এবং দেখিবামাত্র সাক্ষাৎ করিতে বেগে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, হে প্রভো

নিবেদন করি, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, তবে এই দাসের স্থানহইতে যাইবেন না, বিনয় করি অল্প জল আনিয়া দি, পাদ প্রক্ষালন করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দি, পরে গমন করিবেন। তখন তাহারা কহিল যাহা বলিতেছ তাহাই কর. আহার করিলে পরে, সে ব্যক্তিরা তথাহইতে উঠিয়া সিদমের দিগে প্রস্থান করিলে, অব্রাহম পথ দেখাইতে তাহাদের সঙ্গে২ চলিল, পরে পরমেশ্বর কহিলেন আমি যাহা করিতে উদ্যত হই, তাহা কি অব্রাহমহইতে লুকাইব? অব্রাহমহইতে মহান ও বলবান এক জাতি উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকে জানি, সে আপন ভাবি সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে পরমেশ্বরের পথে চলিতে এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিবে, তাহাতে অব্রাহমের বিষয়ে পরমেশ্বরের উক্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইবে. পরমেশ্বর আরও কহিলেন, সিদমের ও আমোরার মহাধ্বনি উঠিতেছে, তাহাদের পাপ অতি গুরুতর, এই জন্যে আমি নীচে দেখিতে গিয়া আমার নিকটে আগত ধ্বনি অনুসারে তাহারা পাপ সর্ব্বোতোভাবে করিয়াছে কি না তাহা জানিব। পরে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দুই জন গমন করিলে, অব্রাহম পরমেশ্বরের নিকটে গিয়া কহিল, তুমি কি পাপিদের সহিত ধার্ম্মিকদিগকেও সংহার করিবা, এই প্রকার কর্ম্ম তোমাহইতে দূরে থাকুক, সমস্ত পৃথিবীর বিচার কর্ত্তা কি ন্যায় করিবেন না? যদি সে নগরে দশ জন পাওয়া যায় তবে কি আপনি তাহাদিগকে নষ্ট করিবেন? ইহাতে তিনি কহিলেন, দশ জনও পাইলে তাহা নষ্ট

করিব না। তখন পরমেশ্বর অব্রাহমের সহিত এইরূপ কথোপকথন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং অব্রাহমেও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অপর সন্ধ্যাকালে দুই স্বর্গীয় দূত সিদম নগরে উপস্থিত হইলে, নগরদ্বারে উপবিষ্ট লোট তাহাদিগকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, হে আমার প্রভুগণ আমি বিনয় করি, অদ্য রাত্রিতে আমার গৃহে আসিয়া বাস করুন; সে দূতগণ প্রথমে তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইল না, কিন্তু অবশেষে তাহার আহ্বান গ্রাহ্য করিলে, লোট তাহাদিগকে নিজ বাটীতে আনিয়া অতিথি সেবা করিল; কিন্তু তাহাদের শয়নের পূর্ব্বে, সিদম নগরীয় দুরাচার লোক লোটের গৃহ বেষ্টন করিয়া কহিল, যে কএক জন অতিথি তোমার গৃহে আসিয়াছে তাহাদিগকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। তখন লোট বাহিরে আসিয়া অতি বিনয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে এমন কুব্যবহার হইতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা ঐ কথা না শুনিয়া তাহাকে দণ্ড প্রদানার্থে ভয় দেখাইয়া, তাহার গৃহদ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল, তখন সে দুই দূত হস্তদ্বারা আপনাদের নিকটে গৃহেতে লোটকে টানিয়া লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, এবং দ্বারের নিকটস্থ লোককে অন্ধ করিলেন। তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে২ পরিশ্রান্ত হইল, পরে দূতগণ লোটকে কহিল সিদমকে ও তৎস্থ দুরাচারিগণকে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত আছি, অতএব সপরিবার ও বন্ধুবান্ধব একত্র করিয়া এস্থানহইতে শীঘ্র পলায়ন কর, নতুবা এই দুষ্ট নগরের দণ্ডেতে তোমরা বিনষ্ট হইবা।

তখন লোট বাহিরে গিয়া তাহার জামাতাদিগকে এই কথা জানাইল, কিন্তু জামাতা সকল উপহাসকারির ন্যায় তাহাকে বোধ করিল। অপর প্রভাত হইলে, দূতগণ লোটকে সত্বর হইয়া কহিলেন, উঠ আপনার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে লইয়া যাও, নতুবা নগরের দণ্ডেতে বিনষ্ট হইবা, তথাপি সে বিলম্ব করিলে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহারা তাহার স্ত্রী ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া কহিলেন, প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিও না, এবং এই সকল প্রান্তরের মধ্যেও থাকিও না, পর্ব্বতে পলায়ন কর, নতুবা বিনষ্ট হইবা। লোট রক্ষা পাইবামাত্রে পরমেশ্বর সিদমের ও অমোরার উপরে গন্ধক অগ্নিবৃষ্টি করিয়া, সেই সমুদায় নগর ও প্রান্তর ও তন্নিবাসি লোক ও সেই ভূমিতে জাত তাবৎ বস্তুকে বিনষ্ট করিলেন। এই সময়ে লোটের স্ত্রী দূতের বাক্য অমান্য পূর্ব্বক পশ্চাৎদিগকে দৃষ্টি করাতে সে লবণ স্তম্ভ হইল।

সপ্তম।

ইস্‌হাকের জন্ম ও অব্রাহম দ্বারা বলিদান উৎসর্গ করণ এবং ইস্‌হাকের বিবাহের বিবরণ।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ১৮৯৬ বৎসরের পূর্ব্বে।

পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে সারা এক পুত্র প্রসব করিলে, তাহার পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিয়া ইস্‌হাক নাম রাখিল। যে দিনে বালক স্তনপান ত্যাগ করিল, সেই দিনেই অব্রাহম মহাভোজ

প্রস্তুত করিল, তাহাতে হাগরের পুত্র ইস্মায়েল ইস্হাকের প্রতি পরিহাস করিতেছে, ইহা দেখিয়া সারা ইব্রাহীমকে কহিল, তুমি এই দাসীকে ও ইহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও, এ দাসীর পুত্র আমার পুত্র ইস্হাকের সহিত উত্তরাধিকারী হইবে না। কিন্তু অব্রাহম এই কথাতে অতি দুঃখিত হইলে, ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন সারা যাহা তোমাকে কহিতেছে তাহার সে বাক্যেতে মনোযোগ কর, কেননা ইস্হাকহইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে, এবং এই দাসী পুত্র তোমার বংশ, এই জন্যে তাহাহইতেও এক জাতি উৎপন্ন করিব। অতএব অব্রাহম রুটী ও জল পূর্ণ কূপা লইয়া হাগরের স্কন্ধে রাখিয়া ও বালক দিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পরে কূপাস্থ জল শেষ হইলে, তাহার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তাহাতে হাগর ঐ বালকের প্রাণ রক্ষার্থে কোন উপায় না দেখিয়া এক ঝোপের নীচে তাহাকে রাখিয়া তাহার সম্মুখহইতে দূরে গিয়া রোদন করিতে বসিল। কিন্তু দেখ মনুষ্যের সঙ্কটকালে ঈশ্বরের কৃপার সময় উপস্থিত হয়, এবং মনুষ্যের উপকার বৃথা হইলে, পরমেশ্বর উপকার করেন। তখন ঈশ্বরের দূত হাগরকে ডাকিয়া কহিল, ভয় করিও না, তুমি উঠিয়া বালককে রক্ষা কর, কেননা তাহাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন হইবে, এবং সে সময় তাহাকে সজল একটী কূপ দেখাইলেন; এইরূপে রক্ষা ও পরমেশ্বরের নিকটে আশ্রয় পাইয়া তাহারা প্রান্তরে বাস করিল। অপর ইস্মায়েল ক্রমে ২

বড় হইয়া ধনুর্দ্ধর হইল। তৎপরে ইস্‌হাক্‌ বড় হইলে পরমেশ্বর পরীক্ষার্থে ইব্রাহীমকে কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে অর্থাৎ যে অদ্বিতীয় পুত্র ইস্‌হাককে তুমি ভাল বাসিতেছ তাহাকে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং আমি তথাকার যে পর্ব্বত বলিব, সেই পর্ব্বতের উপরে তাহাকে বলিদান করিয়া হোম কর। অব্রাহম পরমেশ্বরের বুদ্ধিও যথার্থ দয়া ও পরাক্রমেতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক ছিল না, অতএব প্রত্যূষে উঠিয়া তাহার পুত্র ইস্‌হাককে ও যজ্ঞ কাষ্ঠ লইয়া পরমেশ্বর কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। পরে তৃতীয় দিবসে অব্রাহম চক্ষু তুলিয়া অতি দূরহইতে সে স্থান দেখিল, তখন সে যজ্ঞ কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্‌হাকের স্কন্ধে দিয়া হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লইলেন। পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেলেন, অপর ইস্‌হাক আপন পিতা অব্রাহমকে ডাকিয়া কহিল, হে পিতঃ, তাহাতে সে উত্তর করিল হে আমার পুত্র আমি উপস্থিত আছি, তখন সে জিজ্ঞাসিল অগ্নি ও কাষ্ঠ দেখ, কিন্তু হোমের মেষ শাবক কোথায়? তাহাতে ইব্রাহীম কহিল হে আমার পুত্র ঈশ্বর আপনি হোমার্থে মেষ শাবক যোগাইবেন। অপর ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, অব্রাহম সেখানে এক যজ্ঞ বেদি করিয়া তদুপরে কাষ্ঠ সাজাইয়া ইস্‌হাক পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি রাখিল। পরে অব্রাহম হস্ত বিস্তার করিয়া পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিল, এমন সময়ে আকাশহইতে পরমেশ্বরের দূত হে অব্রাহম২ বলিয়া ডাকিলে, সে

কহিল আমি উপস্থিত আছি; তাহাতে তিনি কহিলেন তুমি ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত তুলিয়া তাহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভয় আছে ইহা এখন বুঝিলাম, যেহেতুক তুমি আমাকে আপনার একমাত্র পুত্রকে দিতেও অসম্মত হইলা না। তখন অব্রাহম চক্ষু তুলিয়া চাহিলে, আপন পশ্চাৎ দিকে ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ দেখিল, তাহাতে অব্রাহম গিয়া সেই মেষকে লইয়া আপন পুত্রের পরি-বর্ত্তে হোমার্থে তাহাকে উৎসর্গ করিল। অপর পরমেশ্ব-রের দূত আকাশহইতে অব্রাহমকে ডাকিয়া কহিলেন। পরমেশ্বর কহিতেছেন তুমি আমাকে আপনার এক মাত্র পুত্রকে দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রের বালুকার ন্যায় তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহারা শত্রুগণের নগর অধিকার করিবে। এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশদ্বারা আশীর্ব্বাদ পাইবে, কেননা তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ। তদনন্তর অব্রাহম ও ইস্‌হাক গৃহে ফিরিয়া আইলে, সারা মরিল, অব্রাহম তাহার স্ত্রীর নিমিত্তে বিলাপ করিতে২ মক্‌পেলা স্থানস্থিত গুহা কিনিয়া, তাহাতে আপনার ভার্য্যাকে কবর দিল। এই প্রকারে সে কবর ঈশ্বরদ্বারা অঙ্গীকৃত কৈনান দেশের মধ্যে প্রথম সত্বাধি-কার স্থির হইল। অব্রাহম বহুসংখ্য বয়স্‌ প্রযুক্ত তা-হার পুত্র ইস্‌হাকের উত্তম বিবাহের বিষয়ে অতি চেষ্টা

করিতে লাগিল। মানুষের সুখ কি দুঃখ সহকারিণী ভার্য্যার আচরণে হয়, তাহা সে উত্তম রূপে জ্ঞাত হইয়া এমত ধৈর্য্যশীল ও বিশ্বস্তা কন্যাকে অন্বেষণ করিল, যাহার গুণদ্বারা ঈশ্বর তাহার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, কিন্তু এমন কন্যা কৈনান দেশে পাওয়া ভার, অব্রাহম তাহা নিশ্চয় জানিয়া মিসপটামিয়া দেশ নিবাসি আপনার জ্ঞাতিবর্গ যাহারা সত্যরূপে ঈশ্বরের সেবা করিত, তাহাদের নিকটে আপনার গৃহের সর্ব্বাধ্যক্ষ ইলীসরকে প্রেরণ করিল। তদনন্তর সে অব্রাহমের ভ্রাতা নাহরের বাসস্থানে উত্তরিলে, পরমেশ্বরের নিকটে বিনতি পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিল, হে পরমেশ্বর এই নগরের কন্যাগণের মধ্যহইতে কোন কন্যা আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জল পান করায়, যে কন্যাকে আপন দাস ইস্‌হাকের জন্যে নিযুক্ত করিয়াছ সে সেই হউক। একথা কহিতে২ নাহরের পৌত্রী রিবকা সে কূপে নামিয়া কলস পূরিয়া উঠিয়া আসিতেছে। এমন সময়ে ইলীসর তাহাকে কহিল আমি বিনয় করি তোমার কলসহইতে কিঞ্চিৎ জলপান করিতে দেও, সে স্বীকৃত হইয়া হঠাৎ জল তুলিয়া তাহাকে ও তাহার উষ্ট্রদিগকে পান করাইল, তাহাতে সে জ্ঞাত হইল, এই রিবকা কন্যাকে ঈশ্বর ইস্‌হাকের নিমিত্তে নিযুক্ত করিলেন। তজ্জন্যে সে কহিল নিবেদন করি তুমি কাহার কন্যা তাহা আমাকে বল, আর জিজ্ঞাসিল যাত্রিদের নিমিত্তে কি তোমার পিতার বাটীতে স্থান আছে? তাহাতে সে কন্যা উত্তর করিল নাহরের ঔরস জাত যে বিথূয়েল তাহার কন্যা আমি,

সে আরও কহিল উষ্ট্রদের নিমিত্তে পোয়লি ও কলাই যথেষ্ট আছে, এবং রাত্রি যাপনার্থে স্থানও আছে। অপর সে কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপনার গৃহে সে কথা জানাইলে, তাহার ভ্রাতা লাবন বাহির হইয়া সে যাত্রিকে গৃহ মধ্যে আনিল। ইলীসর তাহার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিল, এবং উষ্ট্রদিগের সাজ খুলিয়া তাহাদিগকে পোয়লি ও কলাই দিয়া কহিল, বক্তব্য কথা না বলিয়া এবং মনিবের কর্ম্ম না সাঙ্গ করিয়া, আমি ভোজন করিব না। তৎপরে ঘটনানুসারে সে তাহাদিগকে সকল কথা জ্ঞাত করিল, তখন পরমেশ্বর হইতে এই ঘটনা হইল, বিথোএল ও লাবন তাহা দেখিয়া রিবকাকে ইস্‌হাককে দান করিতে স্বীকার করিল। পর দিবসে সে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস ইলীসর প্রত্যূষে উঠিয়া রিবকাকে লইয়া তাহার জ্ঞাতি সকল স্বীকৃত হইলে, আপনার কর্ত্তার গৃহে যাত্রা করিল, সেখানে পৌছিলে রিবকা ইস্‌হাকের ভার্য্যা হইয়া তাহাকে মাতৃশোক নিবারণার্থে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, অব্রাহম তাহার পুত্রের বিবাহের ৩৫ বৎসর পরে ১৭৫ বৎসর বয়স হইয়া, পরলোকে গমন করিল, এবং মাকফিলা স্থানস্থ গুহাতে সারার নিকটে তাহার কবর হইল।

অষ্টম।

এষৌ ও যাকূবের বিবরণ।

রিবকা বিবাহের ২০ বৎসর পরে জমজ পুত্র প্রসব করিল, তাহাদের বিষয়ে ঈশ্বরের এই ভবিষ্যদ্বাক্য ছিল

যে তাহারা দুই জন ভিন্ন২ জাতীয় আদি পুরুষ হইলে, কনিষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, সে জ্যেষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ লোমশ ছিল, এই জন্যে তাহার নাম এষৌ রাখিল, কনিষ্ঠের নাম যাকূব অর্থাৎ পদাপহারক। সেই দুই বালক বড় হইলে তাহাদের স্বভাব ও চরিত্রের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইল; এষৌ মৃগয়াতে নিপুণ হইল, কিন্তু যাকূব অতিমৃদু এবং তাম্বুবাসী হইল। অতএব ইস্হাক এষৌকে ভাল বাসিত, কিন্তু রিবকা যাকূবকে ভাল বাসিত। এক দিবস এষৌ ক্ষেত্রহইতে আসিয়া ক্লান্ত হইল, তৎকালে যাকূব ব্যঞ্জন পাক করিতেছিল, তাহাতে সে কহিল নিবেদন করি এই ব্যঞ্জন দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত কর, তখন যাকূব কহিল, আমার কাছে আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় না করিলে দিব না, এষৌ উত্তর করিল দেখ এখন আমি মৃতকল্প জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি ফল? এই রূপে এষৌ জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কিঞ্চিৎ মসূরের দাইলের জন্যে যাকূবের নিকটে তাহা বিক্রয় করিল। অনন্তর ইস্হাক বৃদ্ধ হইলে, চক্ষু নিস্তেজ হওন প্রযুক্ত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না, সে এষৌকে ডাকিয়া কহিল, ক্ষেত্রে যাইয়া আমার জন্যে মৃগ মাংস আন, তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ইস্হাক যে২ কথা কহিল, তাহা রিবকা শুনিয়া আপন পুত্র যাকূবকে কহিল, তুমি এখন পালে গিয়া তথাহইতে দুইটা উত্তম ছাগ বৎস আন, তাহাতে যাকূব ক্ষেত্রহইতে ছাগ বৎস মাতার নিকটে আনিলে, তাহার পিতা যে রূপ

ভাল বাসে. তাহার মাতা সেই রূপ সুস্বাদু করিয়া রন্ধন করিল, তখন সে এষৌর উত্তম বস্ত্র লইয়া যাকূবকে পরিধান করাইল, এবং ছাগের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্তে ও গলদেশে জড়াইয়া দিল. তৎপরে সুস্বাদু খাদ্য যাকূবের হস্তে দিয়া আপনার পিতার নিকটে এষৌর পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রেরণ করিল। তখন যাকূব আপন পিতার নিকটে গিয়া কহিল, হে পিতঃ. তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি উপস্থিত আছি, হে বৎস তুমি কে? যাকূব আপন পিতাকে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ তুমি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছ, আমি তাহা করিলাম; এখন নিবেদন করি তুমি উঠিয়া বসিয়া মৃগ মাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। তাহাতে ইস্‌হাক যাকূবকে কহিল, হে পুত্র আমার নিকটে আইস তুমি আমার এষৌপুত্র নিশ্চয় কি না তোমাকে স্পর্শ করিয়া দেখিব, তখন যাকূব ইস্‌হাক্ পিতার নিকটে গেলে, সে তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, এস্বর যাকূবের বটে কিন্তু এহস্ত এষৌর, অতএব সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। যাকূব আপন পিতা ইস্‌হাকের সাক্ষাৎ হইতে বাহির হইবামাত্রে, তাহার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়াহইতে আসিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া, পিতার নিকটে আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, মৃগ মাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। তখন ইস্‌হাক অতিশয় কম্পিত হইয়া কহিল, তোমার আগমনের পূর্ব্বে যে লোক আমার নিকটে মৃগমাংস আনিলে, আমি তাহা ভোজন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ

দিলাম সে কে? সেই আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। তখন এষৌ পিতার এমন কথা শুনিয়া অতিশয় বিলাপ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে রোদন করিতে লাগিল, এবং কহিল হে পিতঃ আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কি কেবল এক আশীর্ব্বাদ? হে পিতঃ বিনতি করি আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর, এষৌ ইহা কহিয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক এই কথা কহিল, তুমি খড়্গ ব্যবসায় দ্বারা কাল যাপন করিবা, ও আপন ভ্রাতার অধীন হইবা, কিন্তু যখন তোমার প্রভুত্ব হইবে, তখন আপন গ্রীবাহইতে তাহার জোয়ালি ভাঙ্গিবা। এই রূপে যাকুব আপন পিতাহইতে আশীর্ব্বাদ পাইল, এই জন্যে এষৌ ঈর্ষা করিয়া মনে ২ ভাবিল, পিতার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী, তাহার মৃত্যুর পরে আপন ভ্রাতাকে বধ করিব, কিন্তু এষৌর এমন কথা রিবকার কর্ণগোচর হইলে, সে ইস্‌হাককে কহিল, যদি এষৌর তুল্য যাকুব কৈনান দেশের কন্যাদের মধ্যহইতে কোন কন্যাকে বিবাহ করে, তবে আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইবে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে মিসপতেমীয়াদেশ নিবাসী আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যহইতে এক কন্যা বিবাহ করিতে প্রেরণ করুন। ইস্‌হাক্ ইহাতে স্বীকৃত হইল, এবং যাকুবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে বহুগোষ্ঠী করণার্থে ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন, এবং অব্রাহমের প্রতি দত্ত-আশীর্ব্বাদ তোমাতে ও তোমার বংশেতে সফল করুন, তাহাতে ঈশ্বর অব্রাহমকে

যে দেশ দিয়াছেন, ও যে স্থানের এখন তুমি বিদেশী, সেই দেশ তোমার অধিকার হইবে। পরে যাকূব তাহার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইয়া যাত্রা করিল; এবং সূর্য্য-অস্তগত হইলে সে এক স্থানে উত্তরিয়া রাত্রিবাস করিল। তখন সে তথাকার একখান প্রস্তর বালিশ করিয়া সেই স্থানে শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা গেলে সে স্বপ্নে এক সোপান দেখিল, তাহার মূল পৃথিবীস্থিত ও অগ্রভাগ গগণস্পর্শী, এবং তাহার দ্বারা ঈশ্বরের দূতগণ নামিতেছে ও উঠিতেছে, এবং পরমেশ্বর তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, আমি পরমেশ্বর তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রা-হমের ও ইসহাকের ঈশ্বর, তুমি যে দেশে শয়ন করিতেছ সেই দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বং-শকে দিব, তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলীর ন্যায় অসংখ্য হইবে, এবং তুমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিগেই বৃদ্ধি পাইবা, এবং তোমাহইতে ও তোমার বংশহইতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ পাইবে, এবং যে২ স্থানে যাইবা সেই২ স্থানে আমি তোমার সহায় হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কিন্তু তো-মার কাছে যাহা২ কহিয়াছি তাহা সফল করিব। যাকূব ঈশ্বরের নিকটে রক্ষা পাইয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া হারাণ দেশে যাত্রা করিল। তথায় লাবন তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনায় গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি দাস্য কর্ম্মের কি বেতন লই-বা তাহা বল। যাকূব লাবনের কনিষ্ঠ কন্যা রাহেলকে ভাল

বাসিত, এই জন্যে সে উত্তর করিল তোমার কন্যা রাহে-লের জন্যে আমি সাতবৎসর তোমার দাস্য কর্ম্ম করিব। লাবন এই কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীকৃত হইলে যাকুব সাত বৎসর দাস্য কর্ম্ম করিল। রাহেলের প্রতি তাহার এমত অনুরাগ ছিল যে ৭ বৎসর ও তাহার অল্প দিন বোধ হইল, কিন্তু আপন পিতাকে পূর্ব্বে যে রূপ প্রবঞ্চনা করিয়াছিল, সে প্রবঞ্চনার ফল এখন সে ভোগ করিতে লাগিল, কেননা লাবন তাহাকে বহুদিন দাস্য কর্ম্ম করাইবার মানসে রাহেলের পরিবর্ত্তে আপন জ্যেষ্ঠ কন্যা লেয়াকে লইয়া তাহার নিকটে আনিয়া দিল। কিন্তু প্রভাত হইলে যাকুব সে প্রবঞ্চনা জ্ঞাত হইয়া লাবনকে তিরস্কার করিতে লাগিল, তখন লাবন কহিল, যদি আরও সাত বৎসর আমার দাস্য কর্ম্ম কর, তবে রাহেলকেও তোমাকে দান করিব। পরে যাকুব রাহেলের সঙ্গে প্রেম বিচ্ছেদ ভয়ে তাহার পিতৃনিয়ম স্বীকার করিল, ঐ ৭ বৎসরের মধ্যে লেয়ার গর্ব্ভে যাকুবের ছয় পুত্র জন্মিল, কিন্তু রাহেলের একটি সন্তানও জন্মিল না, অবশেষে পরমেশ্বর রাহেলের প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে এক পুত্র প্রদান করিলেন যাহার নাম যূষফ রাখিল। অনন্তর যাকুব স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থে লাবনের নিকটে বিদায় চাহিল; কিন্তু যাকুব যত দিন পর্য্যন্ত পশুপাল রক্ষা করিয়াছে ততোদিন পর্য্যন্ত লাবন ঈশ্বর হইতে অনেক ২ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই ভাবিয়া সে যাকুবকে থাকিতে বিনতি করিয়া পশুপালের এক অঙ্গ দিতে স্বীকার করিল। পরে যাকুব পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদেতে এমন

উন্নতি পাইল, যে লাবন তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। তাহাতে যাকূব লাবনের মুখ ভঙ্গ ও কুব্যবহার দেখিয়া লাবন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষ্যী হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া তাহার সহিত বাস করাতে অনিষ্ট বোধ করিল। পরে এক দিবস লাবন গৃহ হইতে বাহিরে গেলে, সে গোপনে আপন পরিবার ও পশুপাল সঙ্গে করিয়া পলায়ন করিল। ইতোমধ্যে লাবন পশ্চাৎ২ গিয়া তাহাকে ধরিল, কিন্তু পরমেশ্বর কর্তৃক নিষেধিত হইয়া যাকূবের কোন হানি করিতে পারিল না; তাহাতে লাবন আপন কন্যাদের নিকটহইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। এষৌ যাকূবের সংবাদ পাইয়া ৪০০ লোক সমভিব্যাহারে ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল। যাকূব তাহা শুনিয়া আশঙ্কায় ভাবিতে লাগিল, আমার ভ্রাতা এষৌও আমাকে নষ্ট করিতে আসিতেছে, তজ্জন্যে পরমেশ্বরের নিকটে আশ্রয় লইয়া এই প্রার্থনা করিল, হে সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বর আমাকে এই আগামি শঙ্কাহইতে উদ্ধার করুন। অপর ভ্রাতার জন্যে উপঢৌকন প্রস্তুত করিয়া আপন পরিবারকে অগ্রে প্রেরণ করিল। তখন যাকূব তথায় একাকী থাকিলে এক পুরুষ প্রভাত অবধি তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিল; কিন্তু তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না, ইহা দেখিয়া তিনি যাকূবের উরুর সন্ধিস্থানে আঘাত করিলে, তাহাতে যাকূবের উরুর সন্ধিস্থান ভগ্ন হইল। পরে সে পুরুষ কহিল আমাকে ছাড় কেননা প্রভাত হইল, তখন যাকূব কহিল তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না, পুনশ্চ

সে পুরুষ কহিল তুমি যাকূব নামে আর বিখ্যাত হইবা না, কিন্তু যিশরায়েল অর্থাৎ ঈশ্বরজয়ী নামে বিখ্যাত হইবা, কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও মানুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় করিলা। প্রভাত হইলে যাকূব চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া ৪০০ লোকের সহিত এষৌকে আসিতে দেখিল, তদনন্তর কি ঘটনা উপস্থিত হইবেক তাহা না জানিয়া তাহার স্ত্রী পুত্রাদিগকে শ্রেণী বদ্ধ করণ পূর্ব্বক ভ্রাতার নিকটে গিয়া তাহাকে সাত বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরমেশ্বরের কৃপায় এষৌ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাহার গলা ধরিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিল, তাহাতে তাহারা উভয়ে রোদন করিতে লাগিল। পরে এষৌ যাকূবকে রক্ষা করণার্থে তাহার সঙ্গে ২ যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু পরমেশ্বর যাকূবের সহায় হইলে সে তাহার ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষী হইল না। পরে সে দুইজন ভ্রাতা কুশলে পৃথক্ হইলে এষৌ ফিরিয়া গেল, এবং যাকূব সিকিম দেশস্থ শালেম নগরে যাত্রা করিল; কিন্তু অল্প দিন পরে ইস্হাকের বৃদ্ধ বয়েসে মৃত্যু হওয়াতে তাহার দুই পুত্র এষৌ ও যাকূব তাহাকে কবর দিল।

নবম।

যূষফের বৃত্তান্ত।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৭ ১৬ বৎসর।

যাকূবের দ্বাদশ জন পুত্র ছিল, অর্থাৎ লেয়ার গর্ভে

রুবেন শিমিয়োন ও লেবী ও যিহূদা ও ইষাখর ও সিবূলূনঃ রাহেলের গর্ব্ভজাত যূষফ ও বিনয়ামীনঃ বিল্‌-হার গর্ব্ভজাত দান ও নপ্তালীঃ এবং সিল্‌ফার গর্ব্ভজাত গাদ্‌ ও আশের, যূষফ যাকূবের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান হওন প্রযুক্ত যাকূব সকল পুত্রাপেক্ষা তাহাকে ভাল বাসিত, এবং তাহাকে নানা বর্ণের উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু পিতা সকল পুত্র অপেক্ষা যূষফকে অধিক ভাল বাসে, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ তদবধি তাহাকে ঘৃণা করাতে তাহার প্রতি প্রেমের কথা কহিতে পারিল না। অপর যূষফ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতা-দিগকে কহিল দেখ, আমরা ক্ষেত্রেতে আটি বান্ধিতে ছিলাম, তাহাতে আমার আটি উটিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তোমাদের আটি চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া আমার আটিকে প্রণাম করিল। ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল তুমি কি আমাদের উপরে নিতান্ত রাজত্ব করিবা, আমা-দের উপরে কি প্রভুত্ব করিবা? তাহাতে তাহারা ঐ স্বপ্ন ও কথা প্রযুক্ত তাহাকে আরো ঘৃণা করিল। পরে যূষফ আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে কহিল দেখ আমি আরো এক স্বপ্ন দেখিলাম, সূর্য্য ও চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণাম করিল। কিন্তু যূষফ আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে তাহা কহিলে, তাহার পিতা তাহাকে ধম্‌কাইয়া কহিল, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলা, আমি ও তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া কি তোমাকে প্রণাম করিব? তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি আরো ঈর্ষ্যা করিল, কিন্তু তাহার

পিতা সে কথা মনে রাখিল। অপর তাহার ভ্রাতৃগণ, কিঞ্চিদ্দূরে পশুপাল চরাইতেছিল, পিতা তাহাদিগকে দেখিতে যূষফকে প্রেরণ করিল, পরে তাহাদের নিকটে যাওনের সময়ে তাহারা দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া বধ করিতে মন্ত্রণা করিল, কিন্তু রুবেণ তাহা শুনিয়া তাহাদের হস্তহইতে বালককে রক্ষা করণার্থে কহিল, রক্তপাত না করিয়া উহাকে প্রান্তরে এক গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেও। অতএব তাহারা যূষফের গাত্রবস্ত্র অর্থাৎ নানা বর্ণের বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এক গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। তৎকালে ইস্মায়েলীয় বণিকেরা দৈবঘটনে সে পথ দিয়া মিসর্ দেশে গমন করিতেছিল। তাহাতে যূষফের নিষ্ঠুর ভ্রাতৃগণ সুযোগ পাইয়া গর্ত্তহইতে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ঐ বণিক্‌দের কাছে বিক্রয় করিল। পরে বণিকেরা যূষফকে মিসর দেশে লইয়া গিয়া পোটাফর নামে ফিরৌণের রক্ষক সেনাপতির নিকটে বিক্রয় করিল। ইতোমধ্যে তাহার ভ্রাতৃগণ যূষফের নানাবর্ণ বস্ত্র লইয়া ছাগ রক্তেতে ডুবাইলে পর আপনার পিতার নিকটে আনিয়া বঞ্চনাতে কহিল, এই রক্ত লিপ্ত বস্ত্র আমরা প্রান্তরে পাইয়াছি, এই তোমার পুত্রের বস্ত্র বটে কি না, তাহা দেখুন। যাকুব তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিয়া অনুমান পূর্ব্বক কহিল, কোন হিংসুক জন্তু আমার প্রিয় পুত্রকে খাইয়া ফেলিল, তজ্জন্যে সে আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া এমৎ ব্যাকুল চিত্ত হইল, যে সে কোন প্রবোধ মানিল না। সে সময় মিসরদেশে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে যূষফ কর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্ম সফল হইল। তাহার কর্ত্তা আপনি

ইহা দেখিয়া অনুগ্রহ করিয়া আপনার সেবাতে নিযুক্ত করিল। এবং আপনার বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে সকল সম্পত্তি সমর্পণ করিল। অতএব পোটাফর যূসফকে আপন বাটীর ও সকল সম্পত্তির অধ্যক্ষ করিলে, যূসফের জন্যে তদবধি সে মিসরীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হওয়াতে বাটীর ও ক্ষেত্রের তাবৎ সম্পদের প্রতি তাহার আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। তদনন্তর তাহার প্রভুর ভার্য্যা যূসফেতে আসক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে কুব্যবহার করিতে চাহিল। কিন্তু যূসফ অস্বীকার করিয় কহিল, দেখ এই বাটীতে আমি যাহা করি প্রভু তাহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না, তিনি আমার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, এই বাটীতে আমার তুল্য বড় কেহই নাই তুমি তাহার ভার্য্যা, এই নিমিত্তে কেবল তোমাব্যতিরেকে আমার প্রতি কিছুই বারণ নাই, অতএব কিরূপে এতবড় দুষ্টতা করিয়া ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিতে পারি? তজ্জন্যে সে দুষ্টা স্ত্রী পরমেশ্বরকে ভয় না করিয়াও স্ত্রীধর্ম্মের অমান্য করিয়া আপনার কুবাঞ্ছা সিদ্ধ না হওন প্রযুক্ত যূসফকে অতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল, এবং স্বামির নিকটে তাহার মিথ্যাপবাদ দিলে, সে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু সেই কারাগারেও যূসফের প্রতি পরমেশ্বরের সহায়তা ও কৃপা হওয়াতে, কারাগার রক্ষক তাহাকে অনুগ্রহ করিল, এবং কারাগারস্থিত তাবৎ বন্দি লোকের তত্ত্বাবধারণের ভার যূসফের হস্তে দিল। অপর মিসরের রাজার পান পাত্র বাহক ও মদক আপনাদের

প্রভুর কাছে অপরাধ করিলে, যে কারাগারে যূষফ ছিল, প্রভু সেই স্থানে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিল। তাহাতে সে দুই জন এক রাত্রিতে দুই প্রকার অর্থ বিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। তজ্জন্যে মনে২ ব্যাকুল হইয়াও যূসফের নিকটে গিয়া স্বপ্নের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা ককিল্‌। তখন সে পানপাত্র বাহককে কহিল, তিন দিনের মধ্যে ফিরৌণ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবে; এবং মদককে কহিল, তিন দিনের মধ্যে ফিরৌণ তোমাকে বৃক্ষের উপরে উদ্বন্ধনে মারিবে। পরে যূষফের কথানুসারে সেই রূপ ঘটিল। অনন্তর দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ফিরৌণ রাজা এক স্বপ্ন দেখিল, সে নীল নদীর কূলে দাঁড়াইয়া থাকিলে নদী হইতে ৭টা হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর গরু উঠিয়া চরিতে লাগিল। পরে তার ৭ টা কৃশ কুৎসিত গরু নদী হইতে উঠিয়া ঐ সপ্ত হৃষ্ট পুষ্ট গরুকে গ্রাস করিল। রাজা এক রাত্রিতে এই দুই স্বপ্ন দেখিয়া অনুমান করিতে লাগিল। ইহা কোন ক্লেশ জনক চিহ্নস্বরূপ হইতে পারে। তজ্জন্যে তাহার মন উদ্বিগ্ন হইলে লোক পাঠাইয়া তাবৎ মায়াবিদিগকে ও জ্ঞানিদিগকে ডাকিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ফিরৌণের স্বপ্নের অভিপ্রায় জানাইতে না পারাতে পানপাত্র বাহক যূষফকে স্মরণ করিয়া যে সকল কারাগারে ঘটিল তাহা রাজাকে জানাইল। তখন ফিরৌণ যূষফকে আনিতে লোক পাঠাইলে, সে উপস্থিত হইয়া রাজাকে স্বপ্নের অভিপ্রায় জানাইয়া কহিল, দেখ অগ্রে ক্রমাগত সপ্তবৎসর মিসর দেশে অতিশয় সুভিক্ষ হইবে, পশ্চাৎ সপ্ত বৎসর অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইবে, অতএব এই

কর্ম্ম করুন, যে সপ্ত বৎসর সুভিক্ষ হইবে সেই উত্তম বৎসরের শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করুন, এইরূপে ভাবি-দুর্ভিক্ষের সপ্তবৎসরে ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকিলে দুর্ভিক্ষেতে দেশের লোক নষ্ট হইবে না। তাহাতে ফিরৌণ সন্তুষ্ট হইয়া আপন মন্ত্রিদিগকে কহিল, ইহার তুল্য পুরুষ যাহাতে ঈশ্বরের মত বুদ্ধি আছে এমত আর কাহাকে পাইব? তখন ফিরৌণ যূষফকে কহিল, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য বিবেচক ও জ্ঞানী আর কে আছে, আমি তোমাকে আপন গৃহের অধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম, আমার সকল লোক তোমার কথার বশীভূত থাকিবে। তখন যূষফ ফিরৌণের নিকট-হইতে প্রস্থান করিয়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল। পরে সেই সুভিক্ষের সপ্ত বৎসর পৃথিবীতে প্রচুর রূপে শস্য জন্মিল সে সপ্তবৎসরে মিসর দেশে জাত সকল শস্য সমুদ্রের বালুকার ন্যায় সংগ্রহ করিয়া প্রতি নগরে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এবং যূষফের বাক্যানুসারে দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসর আরম্ভ হইল, তাহাতে অন্য সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ হইল। পরে সমস্ত মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে, প্রজাবর্গ ফিরৌণের নিকটে ভক্ষ্যের জন্যে প্রার্থনা করিল, তাহাতে সকল মিসরীয়দিগকে কহিল, তোমরা যূষফের নিকটে যাও, সে যাহা কহে তাহাই কর, এবং দেশের তাবৎ স্থানে অতি প্রবল দুর্ভিক্ষ হইলে, যূষফ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিসরীয়দিগকে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিল। এবং নানা দেশীয় লোকেরা মিসর দেশে যূষফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আইল। অপর

মিসর দেশে শস্য আছে, এই কথা শুনিয়া যাকূব আপন দশ জন পুত্রকে শস্য ক্রয় করিতে প্রেরণ করিল। কিন্তু যাকূব যূষফের সহোদর বিনয়ামীনকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পাঠাইল না, কেননা সে কহিল, পাছে ইহার কোন বিপদ্ ঘটে। তদনন্তর যূষফ আপনার ভ্রাতৃদিগকে দেখিয়া চিনিল, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া নিষ্ঠুর কথাতে সে কহিল, তোরা চোর, কিন্তু তাহারা কহিল তাহা নয়, আপনকার এই দাসেরা কৈনান দেশহইতে শস্য কিনিতে আসিয়াছে! তাহাতে যূষফ উত্তর করিল, তোদের এক জনকে পাঠাইয়া আপন ভ্রাতা বিন্য়ামীনকে আন, নচেৎ তোমাদিগকে তাহার আগমন পর্য্যন্ত বদ্ধ থাকিতে হইবে। পরে তোদের কথা সত্য বটে কি না তাহা পরীক্ষা করিলেই, জানা যাইবে। তদনন্তর যূষফের ভ্রাতৃগণ অতিশয় মনোদুঃখী হইয়া ও বিবেচনা করিয়া কহিল, যে নিষ্ঠুরাচরণ আমরা যূষফের প্রতি করিলাম, তাহার এই প্রতিফল ঈশ্বর দিলেন, আরো পরস্পর কহিল, আমরা আপনার ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি, কেননা আমাদের কাছে সে কাকূক্তি করিলে, আমরা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহার কথা শুনিলাম না; এই নিমিত্তে আমাদের এই বিপদ্ ঘটিল। তখন রূবেণ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ঐ যুবার পক্ষে পাপ করিও না, এই কথা আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই, তথাপি তোমরা তাহা মানিলা না, কিন্তু এখন তাহার রক্তের পরিশোধ লওয়া যাইতেছে। কিন্তু যূষফ যে তাহাদের কথোপ-

কখন বুঝিল ইহা তাহারা জানিতে পারিল না; কেননা যূষফ দ্বিবিধভাষিব্যক্তিদ্বারা তাহাদের সহিত কথা কহিল। পরে যূষফ মনের বেদনা সহিতে না পারিয়া তাহার নিকটহইতে স্থানান্তরে গিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া কহিল, তোমরা বরং যাও, কিন্তু কেবল শিমিয়োন বদ্ধ হইয়া থাকিবে। পরে যূষফ তাহাদের ছালা শস্যপূর্ণ করিয়া প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরিয়া দিতে গোপনে আজ্ঞা দিল। পরে তাহার ভ্রাতৃগণ স্বগৃহে উত্তরিয়া যাকূবকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিল, আমরা বিনয়ামীনকে মিসরদেশে লইয়া যাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, অতএব তাহাকে সেখানে যাইতে হইবেক; কেননা বিনয়ামীন যেপর্য্যন্ত মিসরদেশে না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত শিমিয়োন তথায় বদ্ধ থাকিবে। বৃদ্ধ যাকূব এই কথা শুনিয়া এবং তাহার প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত পৃথক্‌ভাব সহিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাকুলচিত্তে কহিল। দেখ, যূষফ নাই ও শিমিয়োন নাই, আরবার বিনয়ামীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ, এই সকলি কেবল আমার বিরুদ্ধে হইতেছে। আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাইবে না, কেননা তাহার সহোদরের মরণেতে সে একাকী জীবিত আছে, তোমরা যে পথে যাইতেছ তাহাতে যদি ইহার কোন আপদ্ ঘটে, তবে শোকেতে সে এই পাকাচুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা। অপর দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ থাকিলে পাছে তাহার পরিবার সকলের অনাহারে মরণ

হয়, এই জন্যে যাকূব অবশেষে বিনয়ামীনকে মিসরদেশে পাঠাইতে স্বীকার করিল। মিসরদেশে উত্তরিয়া তাহারা যূসফের সাক্ষাতে দাঁড়াইল। যূসফ তাহার ভ্রাতৃবর্গকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বৃদ্ধ পিতা ভাল আছেন, সে কি অদ্যাপি জীবিত আছে? তাহারা কহিল আমাদের পিতা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া ভাল আছে। তখন যূসফ আপন সহোদর বিনয়ামীনকে দেখিয়া কহিল, হে বৎস ঈশ্বর তোমাকে অনুগ্রহ করুন; এবং তাহাদের ভোজনের সময়ে বিনয়ামীনকে অন্য২ ভ্রাতা অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক আহার দিতে আজ্ঞা করিল, কেননা সে মনস্থ করিল, তাহারা আমার নানাবর্ণের বস্ত্র দেখিয়া আমাকে যেরূপে ঈর্ষা করিল, সেইরূপ বিনয়ামীনের পাঁচগুণ অধিক আহার দেখিয়া তাহাকেও দ্বেষ করে কি না, তাহা এখন দেখা যাইবে। পর দিবসে যূষফের ভ্রাতৃগণ শস্য লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল। কিন্তু যূষফের আজ্ঞানুসারে বিনয়ামীনের ছা লাতে তাহার রৌপ্য পানপাত্র রাখা গিয়াছিল। অনন্তর তাহারা বিস্তর দূরে না যাইতেই যূষফের গৃহাধ্যক্ষ তাহাদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া কহিল। তোমরা আমার প্রভুর রৌপ্য পানপাত্র কি জন্যে চুরি করিয়াছ? ইহা কহিয়া অন্বেষণ করিতে২ সেই পানপাত্র বিনয়ামীনের ছালাতে পাইল। পরে সেই পানপাত্র প্রাপ্ত হওয়াতে, তাহারা যূষফের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহার অগ্রে দণ্ডবৎ হইয়া কহিল। আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব, ও কি কথা কহিব,

ও কিরূপেবা আপনাদিগকে নির্দোষ করিব ? ঈশ্বর তোমার দাসদের দুষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন, দেখ আমরা, ও যাহার কাছে রূপার বাটী পাওয়া গিয়াছে সেএই সকলে প্রভুর দাস হইলাম। বিনয়ামীনের প্রতি তাহাদের কেমন স্নেহ তাহা বিলক্ষণরূপে জানিবার নিমিত্তে যূষফ কহিল, এমন কর্ম্ম আমাহইতে না হউক, যাহার কাছে বাটী পাওয়া গিয়াছে সে আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে পিতার নিকটে যাও। পরে যিহূদা নিকটে আসিয়া সুশ্রাব্য প্রিয় প্রস্তাব দ্বারা ভাবজনক উচ্চারণে যূষফকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিল। দেখ যদি আমাদের পিতার অতি প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীন পাওয়া না যায়, তবে শোকেতে পাকাচুলে আমাদের সে পিতা পরলোকে গমন করিবে। অতএব নিবেদন করি এই যুবার পরিবর্ত্তে প্রভুর নিকটে আমি দাস হইয়া থাকি, কিন্তু এই যুবাকে ভ্রাতাদের সহিত বিদায় করুন। বোধ হয় এমত আশ্চর্য্য দৃঢ় ভ্রাতৃপ্রেম জগতে কখনও পাওয়া যায় নাই। পরে যূষফ আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া আপন ভ্রাতাদের গোচরে আপ্ত বৃত্তান্ত প্রচারপূর্ব্বক মিষ্টবাক্যেতে কহিল, তোমরা যাহাকে মিসরদেশগামিদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলা, তোমাদের সেই ভ্রাতা আমি। কিন্তু এখন আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না, কেননা প্রাণ রক্ষার্থে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন, পরে যূষফ আপন ভ্রাতা বিনয়ামীনের গলা ধরিয়া রোদন করিল, এবং অন্য ভ্রাতাদিগকেও চুম্বন করিল, তখন তাহার

ভ্রাতৃগণ তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। তখন যূষফ আপন ভ্রাতৃগণকে শকট ও বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া মিসরদেশে তাহার পিতা ইস্রায়েলকে সপরিবারে আনিতে প্রেরণ করিল, কিন্তু সেই সাধুব্যক্তি পরমেশ্বরের মনোরথ না জানিয়া এবং তাহার আশীর্ব্বাদ না পাইয়া এমৎ ভারিকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল না। অতএব সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান উৎসর্গ করিলে, পরমেশ্বর কহিলেন, মিসরদেশে যাত্রা করিতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা সে স্থানে তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে। আর উপযুক্ত সময় হইলে, সেই বংশ নির্দ্দিষ্ট কৈনানদেশ অধিকার করিবে, যাকুব এই কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া আপন প্রিয়পুত্রকে দেখিতে যাত্রা করিল। যূষফ পথি মধ্যে আপন পিতার দর্শন পাইয়া তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল, অপর ফিরৌণ রাজার নিকটে লইয়া গেলে, রাজাজ্ঞানুসারে রাজসভাহইতে কিঞ্চিদ্দূরে যে গোসনদেশ ছিল, তাহাতে সে সপরিবারে বসতি করিয়া মেষপালকের কর্ম্ম করিতে লাগিল। সেই স্থানে মিসরীয় দেবপূজকহইতে পৃথক হইয়া তাহারা আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। তদনন্তর ইস্রায়েল তাহার প্রিয়পুত্র যূষফের সহিত ১৭ বৎসর বাস করিয়া পীড়িত হইল, তাহার মৃত্যুকাল সন্নিকট হইলে, সে আপন পুত্রকে ডাকিয়া পরমেশ্বর, যে তাহার বংশকে কৈনান দেশ দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা জানাইয়া বলিল, আমার মৃতদেহ লইয়া আমার পিতৃপুরুষ অব্রাহম ও ইস্‌হাকের নিকটে

কবর দেও। তৎপরে তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া আশী-র্ব্বাদ করিল; কিন্তু যিহূদাকে ডাকিয়া বিশেষরূপে আশী-র্ব্বাদ করিয়া কহিল। তোমার বংশহইতে প্রভুর অভি-ষিক্ত যাহাতে জগতের লোক সকল সান্ত্বনা পাইবে, এমত এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে। আরো কহিল, হে যিহূদা তোমার ভ্রাতৃগণ তোমাকে প্রশংসা করিবে, যদবধি শীলোর অর্থাৎ সান্ত্বনাকারির আগমন না হয় তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারা-ধ্যক্ষতা যাইবে না, এবং তাহার নিকটে লোকের আগমন হইবে। অপর যাকুব, ইফ্রয়িম ও মনাসি নামক যূষফের দুই পুত্রকে আপন পোষ্যপুত্র করিয়া, উত্তমরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, তোমরা পরাক্রমশালী বং-শের বীজপুরুষ হইলে, তোমাদের বংশ কৈনান দেশে ২ অংশ ভোগ করিবে। এইরূপে যাকুব আপন পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এবং তাহার মরণান্তে তাহার পূর্ব্বোক্ত বাক্যানুসারে কৈনান দেশে তাহার কবর হইল। তদনন্তর যূষফ আপন পি-তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া মিসরদেশে ফিরিয়া গেল। এবং সেখানে বহুকাল পর্য্যন্ত উচিতরূপে কাল যাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এবং মরণকালে তা-হার ভ্রাতৃগণকে আপন নিকট ডাকিয়া কহিল, এই স্থানহইতে কৈনান দেশে যাওন সময়ে তোমরা আমার অস্থি লইয়া যাইবা।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৬৩৬ বৎসর।

দশম।

আয়ূবের বৃত্তান্ত।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৫৫০ বৎসর।

তৎকালে আরাব দেশে উষ নামক এক স্থানে আয়ূব নামে সরল ও অকুটিল ও ঈশ্বর ভয়কারী ও কুক্রিয়া ত্যাগী এক জন ছিল। তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল, ও তাহার অনেক২ পশুপাল ছিল। ঐ আয়ূব আপনার পরিবারদিগকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সুআচরণ ও পরস্পর প্রেম করণার্থে সুশিক্ষা দিত। কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের প্রতি যে আয়ূবের ভক্তি তাহা নষ্ট করণার্থে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা করিল। আয়ূবের ধন সম্পত্তি সকল হরণ করিতে আজ্ঞা করুন, তাহাতে আয়ূব দুর্গ্রস্ত হইলে হঠাৎ পরমেশ্বরের নিন্দা করিবে, ইহা আপনি জানিবেন। কিন্তু স্বদাসের দৃঢ় ভক্তি ও সরলতা জানিয়া এবং যে জন ঈশ্বরেতে অনুগত হয়, তাহার প্রতি শয়তানের ঈর্ষ্যা অনুচিত, ও নিরর্থক, তাহাই প্রকাশ করণপূর্ব্বক শয়তানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্তে তাহাকে তাহার ইচ্ছানুসারে অনুমতি দিলেন। শয়তান এই আজ্ঞা পাইয়া আয়ূবকে বহুক্লেশ দিতে লাগিল, তজ্জন্যে অনুচরেরা পুনঃপুনঃ নানা স্থানহইতে আয়ূবের দুর্ঘটনার বিষয়ে সম্বাদ দিয়া কহিল। শত্রুগণ আসিয়া তোমার ধন সম্পত্তি সকল হরণ করিয়াছে, ও তোমার পশুপাল সকল বজ্রাঘাতে নষ্ট হইয়াছে, ও তোমার দাসদাসী সকল মরিয়া গিয়াছে, এবং যে গৃহেতে তোমার পুত্র কন্যাগণ

একত্র হইয়া ভোজন করিত, সে গৃহের পতনে তাহারাও সকল নষ্ট হইয়াছে। তখন আয়ূব উঠিয়া বস্ত্র ছিঁড়িয়া ও মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আমি মাতার গর্ব্ভহইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, ও উলঙ্গ মৃত্তিকাতে মিশ্রিত হইব; পরমেশ্বর দিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর লইয়াছেন, পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক। এই সকলেতেও আয়ূব পাপ করিল না, এবং ঈশ্বরের প্রতি দোষার্পণ করিল না। অতএব শয়তান মনে করিল, যে আপদে আয়ূবের ধৈর্য্য নষ্ট হইবে; কিন্তু তাহা না হইলে, সে আপদের দ্বারা তাহার দৃঢ়ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি আরো প্রকাশিত হইল। পরে সে হিংসুক পাপাত্মা ইহাতে নিরস্ত না হইয়া আয়ূবের শরীরে যন্ত্রণা দিতে পরমেশ্বরের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিল। শয়তান অনুমতি পাইয়া আয়ূবের আপাদমস্তক পর্য্যন্ত মহাজ্বালা-কারি বিস্ফোটক জন্মাইল। এইরূপ দুরবস্থাতে আয়ূব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ও গোময়ের উপর বসিয়া রহিল, এবং তাহার স্ত্রী ভর্ৎসনা করিতে২ সে সহিষ্ণুতা করিয়া কহিল। আমরা ঈশ্বরের হস্তহইতে কি সকলি মঙ্গল গ্রহণ করিব, কিছু অমঙ্গল গ্রহণ করিব না, কিন্তু এই সকল পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে আয়ূবের ভক্তি ও ধৈর্য্য আরো বৃদ্ধি পাইল। পরে আয়ূবের তিন জন বন্ধু সান্ত্বনা করিতে তাহার নিকটে আইল, কিন্তু তাহার দুর্দশা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এই ব্যক্তি কাল্পনিক হইয়া গোপনে কোন কুকর্ম্ম করিয়া থাকিবে, তজ্জন্যে তাহার এই ক্লেশ জন্মিল। আয়ূব এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় মনোদুঃখী

হইল, কিন্তু আপনার সরলতা ও সদাচরণ বিলক্ষণ রূপে, জানিয়া দুঃখ সাগরে মগ্ন হইলেও, আনন্দেতে বলিতে লাগিল। দেখ ঈশ্বর যাহাকে অনুযোগ করেন সেই জন ধন্য, এবং মানুষের আয়ু অতি অল্প ও মৃত্যুর পরে সে সজীব হইয়া পুনরুত্থান করিবে; আয়ুব এই সকল সুখজনক উপদেশ জানিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম ছিল। তাহার পর আয়ুব কহিল, কবরেতে দুষ্টগণক্লেশ দেয় না, ও শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায় ও বন্দিগণ নিরাপদে থাকে, ও উপদ্রবির রব আর শুনে না, এবং মহৎ কি ক্ষুদ্র সকলেই সেখানে থাকে, ও দাস প্রভু হইতে মুক্ত থাকে। আরো কহিল, আমার মুক্তিদাতা অমর হন, এবং শেষ দিনে পৃথিবীতে দাঁড়াইবেন, ইহা আমি জানি, যদ্যপি আমার চর্ম্ম গেলে আমার মাংস ক্ষয় পায়, তথাচ আমি শরীর বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব। কিন্তু তাহার বন্ধুগণ তাহার বিশ্বাস ও পুণ্য নিরর্থক করিতে চাহিলে, আয়ুব আপনার নির্দ্দোষতা প্রকাশ করণার্থে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, যে গত মাসে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিতেন, তৎকালে আমার যে রূপ অবস্থা ছিল, তাহা যদি এখন ঘটিত! তখন তাঁহার প্রদীপদ্বারা আমার মস্তক দীপ্তিমান্ ছিল। এবং তাঁহার আলোকদ্বারা অন্ধকারের পথ দিয়া গমন করিতাম, তৎকালে আমি উত্তম অবস্থাতে ছিলাম, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার বাস স্থানে অবস্থিতি করিত, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আমার নিকটে ছিলেন, ও আমার সন্তানগণ আমার চতুর্দ্দিগে ছিল। ও কর্ণ

আমার কথা শুনিয়া আশীর্ব্বাদ করিত, ও চক্ষুঃ আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রশংসা করিত, কারণ আমি চীৎকার-কারী দীনহীন ও পিতৃহীন ও উপকার হীনদিগকে উদ্ধার করিতাম, তাহাতে মুমূর্ষুর আশীর্ব্বাদ আমাতে ঘটিত, আমি বিধবাকে মনের আনন্দ জনক গান করাইতাম, আমি ধর্ম্ম পরিধান করিতাম, ও তাহা আমার বস্ত্র স্বরূপ ছিল, এবং ন্যায় করণ আমার রাজ বস্ত্র ও উষ্ণীষ্ স্বরূপ ছিল, আমি অন্ধদের চক্ষুঃ ও খঞ্জদের চরণস্বরূপ ও দরিদ্র-গণের পিতাস্বরূপ ছিলাম, এবং যাহার বিচার না জানিতাম তাহার অনুসন্ধান করিতাম, এবং দুষ্টদের কসের দন্ত ভগ্ন করিয়া কসের দন্তের মধ্যহইতে হৃত বস্তু সকল উদ্ধার করিতাম। আমি আপনার চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি, অতএব যুবতীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টি কেন করিব? পাপি লোকের কি বিনাশ হইবে না, ও দুষ্কৃত লোকদের কি ভয়া-নক শাস্তি হইবে না, ও তিনি কি আমার গতি দেখেন না? ও আমার পাদ বিক্ষেপ গণনা করেন না? আমি যদি লম্প-টতাচরণ করিয়া থাকি, ও আমার চরণ মিথ্যা দ্রুতগামী হইয়া থাকে, আমি যদি বিপথে চলিয়া থাকি, ও আমার অন্তঃকরণ যদি আপন চক্ষুর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে, ও আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে, তবে আমি বুনিলে, অন্যে ভোগ করুক, ও আমাহইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা বিনষ্ট হউক। এবং আমার মন যদি কখনো পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে, ও প্রতিবাসির দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকাইয়া থাকি, তবে আমার স্ত্রী অন্যের জন্যে যাঁতা পেষণ করুক, ও অন্য লোক

তাহাকে ভোগ করুক। কেননা এ অতি বড় অপরাধ ও বিচারকর্ত্তাদের কাছে দণ্ডনীয় দোষ। আমার দাস কি দাসী আক্ষাশ করিলে, আমি যদি তাহাদের বিচার করিতে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি, তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব? এবং তিনি তত্ত্ব করিলে কি উত্তর দিব? যিনি গর্ব্ভের মধ্যে আমার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই কি তাহাদের সৃষ্টি করেন নাই? ও এক ঈশ্বর কি আমাদিগকে গর্ব্ভে সৃষ্টি করেন নাই? আমি যদি দরিদ্রদের প্রার্থিত বস্তুর বাধক হইয়া থাকি, ও বিধবাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি না করিয়া থাকি, ও আমার খাদ্য যদি একা খাইয়া থাকি, এবং পিতৃহীন লোক যদি তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে, বরঞ্চ সে বাল্য কালাবধি পিতার নিকটের ন্যায় আমার নিকটে প্রতিপালিত হইত, এবং আমি মাতৃগর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি বিধবাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমি যদি বস্ত্রাভাবে কাহাকে মরিতে দেখিয়া থাকি, ও দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিলে তাহার কটিদেশ যদি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকে, ও আমার মেঁষের লোমেতে উত্তপ্ত না হইয়া থাকে, এবং বিচার স্থানে আপন পরাক্রম জানিয়া যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি; তবে আমার স্কন্ধের অস্থি ভগ্ন হউক, ও স্কন্ধের সন্ধিহইতে হস্ত খসিয়া পড়ুক তাহা হইলে আমার প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি অতি ভয়ানক হইত, তাঁহার শাসন আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। আমি যদি স্বর্ণে প্রত্যাশা করিয়া থাকি, ও তুমি আমার আশ্রয় এমত কথা যদি সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, এবং

আমার অতিশয় সম্পদ্ ও বহুসমৃদ্ধি হইয়াছে, ও আমি যদি দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকি; তবেও বিচারকারী কর্ত্তৃক আমার দণ্ডনীয় অপরাধ হইত, এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতাম। আমি শত্রুর বিপদে কি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি? ও তাহার দুর্ঘটনাতে আনন্দিত হইয়া থাকি বরঞ্চ তাহার প্রাণকে শাপ দিতে ইচ্ছা করিয়া আপন মুখকে পাপ করিতে দিলাম না, কিন্তু বিদেশীয় লোক যেন পথি মধ্যে না থাকে, পথিকদের জন্যে আমি আপন দ্বার মুক্ত রাখিতাম, আমার ভূমি যদি আমার প্রতিকুলে চীৎকার করে ও তাহার সীমন্ত যদি ক্রন্দন করে, ও আমি যদি বিনা বেতনে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকি, কিম্বা তাহার চাসকারির প্রাণ হরণ করিয়া থাকি; তবে আমার গোমের স্থানে কণ্টক ও যবের স্থানে বিসবৃক্ষ উৎপন্ন হউক। আয়ূবের প্রসঙ্গ সমাপ্ত।

পরে য়িলহূনামে এক জন যূবা পুরুষ সেই স্থানে তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক তাহাদের মধ্যে বসিল, এবং অন্য বিরোধকারিদিগকে বিনা কারণে আয়ূবকে অপরাধি করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে অনুযোগ করিল, এবং আয়ূবকে আপনার মিথ্যা দোষ মোচনার্থে ঈশ্বরের ন্যায়তা, ও দয়ার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল, এই জন্যে সে তাহাকে তিরস্কার করিল। ইতি মধ্যে পরমেশ্বর আপনি এক ঘূর্ণবায়ুহইতে স্বীয় অচিন্তনীয় প্রতাপ ও মহিমা ও পবিত্রতা প্রকাশ করিয়া আয়ূবকে অহঙ্কার করিতে

নিষেধ করিলেন, তাহাতে আয়ূব আপনার পাপ সকল স্বীকার করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে অধম ও নম্রশীল হইয়া আপনাকে মহা অপরাধী জ্ঞান করিল। তদনন্তর পরমেশ্বর আয়ূবকে নির্দ্দোষী করিয়া এবং বন্ধুদিগের মিথ্যাপবাদের দণ্ড করিয়া আয়ূবকে আজ্ঞা দিলেন, এখন তোমার বন্ধুদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করণার্থে বলি উৎসর্গ কর। আয়ূবকে দুঃখ দিবার জন্যে পরমেশ্বর শয়তানকে যে সকল অনুমতি দিয়াছিলেন, সেই সকল অনুমতি অনুসারে আরবার নিষেধ করিলেন, এবং আয়ূবকে পূর্ব্ব অপেক্ষা দুইগুণ সম্ভ্রম ও ধনসম্পত্তি ইত্যাদি দিলেন। পরে আয়ূবের সাত পুত্র তিন কন্যা পুনরায় জন্মিলে, পরমেশ্বর তাহার জীবনের শেষ ভাগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশীর্ব্বাদ করিলেন, আয়ূব তাহার পর ১৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া পৌত্র ও প্রপৌত্র চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিয়া অতিশয় বৃদ্ধাবস্থাতে কান্দনযুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিল।

একাদশ।

মিসরদেশে মূসার বিবরণ।

যূষফের মৃত্যুর ষাইট বৎসর পরে মিস্রীয় রাজ্যে সর্ব্ববিষয়ে নূতন রাজনিয়ম স্থাপন হইল। যূষফের উত্তম অধিকার ফল ও যশ অজ্ঞাত এমত এক জন রাজা ফিরৌণের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ইস্রায়েল লোককে রক্ষা না করিয়া তাহাদিগকে নিগ্রহ পূর্ব্বক নষ্ট করিতে চেষ্টা

করিল। ইস্রায়েল লোকদের বংশবৃদ্ধি ও বিক্রমের উন্নতি দেখিয়া, রাজা ঈর্ষ্যা ভাবে তাহাদের প্রতি কুব্যবহার করত, তাহাদের উপরে গুরুতর ভার স্থাপন করিয়া, তাহাদের নবকুমার জন্মিবামাত্রে সংহার করিতে আজ্ঞা করিল। তৎকালে লেবীবংশে মূসা জন্মিল; ও তাহার মাতা সে বালককে এক পেটরার মধ্যে রাখিয়া নীল নদীর তীরস্থ নলবনে ফেলিয়া দিল। কিঞ্চিৎকাল পরে দৈবঘটনে ফিরৌণ রাজার কুমারী সেস্থানে আসিয়া ঐ পেটরা খুলিয়া সেই সুন্দর বালককে দেখা পাইল। এবং সেই বালক রোদন করিলে, রাজকুমারী দয়ান্বিতা হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিল, তজ্জন্যে বালকের নিজ মাতাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি ঐ বালককে লইয়া দুগ্ধ পান করাও, সে আমার পোষ্য পুত্র হইবে। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মূসা ফিরৌণ রাজার দৌহিত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়া, ও মিস্রীয়দের নীতি শাস্ত্র বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া কার্য্যেতে ও বাক্যেতে অতি নিপুণ হইল। এক দিনে এক জন মিস্রীয় মূসার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন ইব্রীকে প্রহার করিতেছে, ইহা দেখিয়া, সে অতি ক্রোধে তাহাকে আঘাত করিল, তাহাতে মিস্রীয় প্রাণ ত্যাগ করিল। পরে ফিরৌণ এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া মূসাকে ধরিয়া সংহার করিতে অতিশয় চেষ্টা করিল। তজ্জন্যে মূসা মিদীয়ন দেশে পলায়ন করিল। সে দেশের যাজকের কন্যা সিপ্পোরাকে বিবাহ করিল। এবং মেষপালকের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইয়া সন্তোষ রূপে সেখানে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত রহিল। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৫৩১ বৎসর।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৪৯১ বৎসর।

অনন্তর মূসা এক দিনে হোরেব ও সীনয়ের অরণ্যে
পশুপাল চরাইতে গিয়াছিল, এবং সেখানে অতি প্রজ্ব
লিত ঝোপ দেখিলে, সেই ঝোপের মধ্যহইতে দৈববাণ
নির্গত হইয়া তাহাকে জানাইল, আমি মিসরে স্থি
আপন লোকদের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিলাম, ও তাহাদে
রোদন শুনিলাম, অতএব আমার লোককে মিস্রীয়দে
দাসত্বহইতে কুশলে মুক্ত করিতে ও এক উত্তম অঙ্গীকৃ
দেশে লইয়া যাইতে তোমাকে নিযুক্ত করিলাম। মূসা
শিষ্ট হইয়া আপনার অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা স্বীকা
পূর্ব্বক, এই গুরুতর কর্ম্মের ভার লইতে সাহস করিতে
পারিল না, কিন্তু পরমেশ্বর তাহাকে আজ্ঞা করিলে
সে যেথ্রোর নিকটে বিদায় লইয়া মিসর দেশে ফিরিয়া
গেল। তৎপরে তাহার সহোদর ভাই হারোণকে সঙ্গে
লইয়া ফিরৌণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল
ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিবার জন্যে ইস্রায়েল
বংশকে অরণ্যের মধ্যে যাইতে আজ্ঞা করুন। ফিরৌ
অহঙ্কারপূর্ব্বক তাহাদের কথা না শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি
নিন্দা করিয়া ইস্রায়েল বংশকে আরো দৃঢ়রূপে দুঃখ
দিতে লাগিল। তখন পরমেশ্বর কহিলেন, যেন তাবৎ
জাতীয় লোকের মধ্যে আমার মহিমা প্রকাশ পায়
তজ্জন্যে অহঙ্কারী ও দেবপূজক মিস্রীয় লোককে প্রহার
করণ পূর্ব্বক, আমি নিজ লোক ইস্রায়েলকে তাহাদের
হস্তহইতে উদ্ধার করিব, এবং অব্রাহম ও ইস্হাক ও

ঠাকুরের প্রতি আমার যে প্রতিজ্ঞা তদনুসারে নিজলোক ইস্রায়েলকে কিনান দেশে আনিব। ফিরৌণ রাজার মন প্রবল হইল, যেন সে ইস্রায়েল বংশকে ছাড়িল। দেখ তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহার ও মিস্রীয়দের প্রতি নানা প্রকার মহামারী প্রেরণ করিলেন। তাহাতে মিসর দেশের জল রক্ত হইল, এবং ভেক ও উকুন ও মাছি সেই দেশ আচ্ছন্ন করিল। মনুষ্য এবং পশু রোগেতে ও ক্ষত যুক্ত স্ফোটকের জ্বালাতে ব্যাকুল হইল। আর ক্ষেত্রেতে প্রাণী ও শস্যাদি যাহা২ ছিল, তাহা শিলাবৃষ্টি ও বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত দ্বারা বিনষ্ট হইল। আর শিলা-বৃষ্টিতে অবশিষ্ট যে সকল বৃক্ষ, তাহার পত্র অসংখ্য পঙ্গপাল আসিয়া খাইয়া ফেলিল। এবং তিন দিন পর্য্যন্ত অতিশয় ঘোরতর অন্ধকারেতে সমস্ত দেশ আবৃত হইল। এই সকল দুর্ঘটনা হইলেও, ফিরৌণ রাজার কঠিন মন ঈশ্বরের বশীভূত হইল না। তজ্জন্য পরমেশ্বর ফিরৌণ ও তাহার প্রজার উপরে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ও মহামারী প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন, যে তাহারা ভয় পাইয়া ইস্রায়েল বংশকে ছাড়িয়া দিবে। পরে ইস্রায়েল বংশের প্রত্যেক পরিবার এক২ নির্দ্দোষ মেষ শাবক বলিদান করিতে আদেশ পাইল। এবং পরমেশ্বর কহিলেন, সাবধান পূর্ব্বক তাহার কোন অস্থি না ভাঙ্গিয়া দ্বারের চৌকাঠে রক্তের ছিটা দেও। এবং ঐ মেষশাবকের মাংস তিক্তশাকের সহিত ভোজন করিও তাহার পর দ্রুত পর্য্যটকের ন্যায় কটিবন্ধ করিয়া এবং পাদুকা পরিধান ও যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত

আপন গৃহমধ্যে থাক। কেননা পরমেশ্বর কহিলেন অদ্য রাত্রিতে মিসর দেশের মধ্য দিয়া যাইয়া, মিসর দেশের মনুষ্য ও পশ্বাদির তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে প্রহার করিব, এবং মিস্রীয় তাবৎ দেবের দণ্ড করিব আমি পরমেশ্বর। অতএব তোমরা যে২ গৃহে থাক সেই২ গৃহে ঐ রক্তের চিহ্ন রাখিলে, যে সময়ে আমি মিসর দেশের দণ্ড করিব তৎকালে সেই রক্ত দেখিয়া তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব, এবং সেই দণ্ড তোমাদিগকে নষ্ট করিতে তোমাদের প্রতি ঘটিবে না। অনন্তর পরমেশ্বর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সিংহাসনস্থিত ফিরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি ও কারাগারস্থিত লোকদের প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত মিসর দেশস্থিত তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে ফিরৌণ রাত্রিতে উঠিল এবং তাহার দাসগণ ও মিস্রীয় লোকেরা মিসরেতে মহারোদন করিল, কেননা যে গৃহে এক জন মরে নাই, এমত গৃহই ছিল না। তখন অতিশয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাতে ফিরৌণ রাজার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে, তিনি রাত্রিকালে মূসাকে ও হারোণকে ডাকিয়া কহিলেন। তোমরা ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া তোমাদের ইচ্ছানুসারে গমন কর। এবং ইস্রায়েল বংশ যাহাতে শীঘ্র দেশহইতে যায় মিস্রীয়েরা এমত উদ্যোগ করিল, কেননা তাহারা কহিল আমরাও সকলে মৃতকল্প। এই হেতুক স্বর্ণ ও রৌপ্য ও অভরণাদি দিয়া ইস্রায়েল বংশকে ত্বরায় বিদায় করিল। পরদিবস প্রত্যূষে মূসা

যূষফের অস্থি সঙ্গে লইয়া যে প্রান্তরের মধ্যদিয়া কৈনান দেশে যাইবার পথ ছিল, সেই প্রান্তরে স্ত্রী ও বালক ছাড়া ইস্রায়েল বংশের ৪০০০০ লোক লইয়া গেল। মিসরদেশে অব্রাহমের প্রথমবার গমনের পর ৪৩০ বৎসর, ও সে দেশে যাকূবের সপরিবারে বসতি করণ সময়ের ২১৬ বৎসর পরে, ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ফিরৌণ রাজা, মূসা এবং ইস্রায়েল বংশকে সেখানে যাইতে দিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে। ইহাতে সে তাহাদিগের প্রত্যাগমন সময়ের অবিলম্বেই ক্রোধ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্তে পশ্চাদ্গমনের মনস্থ করিল। একারণ সে ৬০০ রথ ও প্রস্তুত বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া সুফ সাগরের তীর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সে সময়ে ইস্রায়েল্ বংশ ঐ সমুদ্রের তীরে পীহহীরোৎ নামক স্থানের নিকটে শিবির স্থাপন করিতেছিল, কিন্তু তাহার সমাগমে ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইস্রায়েল বংশীয় লোক নিতান্ত ভীত হইল, কেননা সেই দুরাত্মা রাজা তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আক্রমণ করিতে উপক্রম করাতে, এবং সম্মুখে সমুদ্র এবং উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত থাকাতে তাহারা শঙ্কাপ্রযুক্ত এক কালেই নিরাশ হইল। ইহাতে তাহাদের হিতার্থে কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে পরমেশ্বর যে২ আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং মিসরদেশহইতে প্রত্যাগমন কালাবধি কি আশ্চর্য্যরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তাহাদিগকে দিবসে মেঘস্তম্ভ রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা

সকলেই বিস্মৃত হইয়া গেল। তৎপরে তাহারা মূসাকে বেষ্টন করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। মিসরে কি কবর ছিল না? তন্নিমিত্ত কি আমাদিগকে প্রান্তরে মারিতে আনিলা? সেই বিপদের কালে মূসার দৃঢ়ভক্তি পরমেশ্বরের প্রতি প্রকাশ পাইল, তাহাদিগের এইরূপ তিরস্কারে মূসা অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিয়া সরলতা ও নম্রতা এবং সুবুদ্ধি পূর্ব্বক তাহাদিগকে এই বিষয়ে উত্তর দিলেন, ও পরমেশ্বর নিজ বাহুবল-দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, ইহা মূসা নিশ্চয় জানিয়া ফিরৌণ ও তাহার সৈন্য সমূহকে দেখিয়াও নির্ভয়ে ইস্রায়েল বংশকে কহিলেন, তোমরা স্থির হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর, মিসর দেশীয় লোকের সহিত তোমাদের যুদ্ধ করণের আবশ্যকতা নাই, কেবল স্থির হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ দেখিতে আরো পাইবা। আর কহিল, তোমরা ভয় করিও না স্থির হও। পরমেশ্বর অদ্য তোমাদিগকে কি প্রকারে উদ্ধার করেন তাহা দেখ। তোমরা অদ্য উপস্থিত মিসরীয়দিগকে দেখিতেছ বটে; কিন্তু আর কখন দেখিবা না। পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন, তোমরা স্থির হইয়া থাক। অপর পর-মেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ইস্রায়েল বংশকে অগ্রসর হইতে কহ। এবং তুমি আপন যষ্টি লইয়া আপন হস্ত সমু-দ্রের উপরে বিস্তার করিয়া তাহা দুই ভাগ কর, তাহাতে ইস্রায়েল বংশ সমুদ্রের মধ্য দিয়া শুষ্ক ভূমিতে চলিয়া যাইবে। এবং দেখ আমি মিসরীয়দের অন্তঃকরণ কঠিন করিলে, তাহারা তাহাদের পশ্চাৎ২ যাইবে, তাহাতে

আমি ফিরৌণের ও তাহার সকল সৈন্যের রথের ও অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলে পর, আমিই যে পরমেশ্বর ইহা মিসরীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

তখন ইস্রায়েল বংশের সৈন্যাগ্রে গমনকারি ঈশ্বরের দূত তাহাদের পশ্চাৎ২ আইল, ও মেঘস্তম্ভ তাহাদের সম্মুখহইতে যাইয়া তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইল। সে মেঘস্তম্ভ মিসরীয় লোকদের ও ইস্রায়েল বংশের উভয় শিবিরের মধ্যে থাকিল। তাহাতে সে তাহাদের প্রতি মেঘ ও অন্ধকার স্বরূপ হইল। কিন্তু রাত্রিতে ইস্রায়েল বংশকে আলোক করিল, এই নিমিত্তে সমস্ত রাত্রিতে এক দল অন্য দলের উপরে আসিতে পারিল না। পরে মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে, পরমেশ্বর সেই তাবৎ রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইয়া সমুদ্রকে ফিরাইলেন, ও সমুদ্রকে শুষ্ক করিলেন তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। ইহাতে ইস্রায়েল বংশ শুষ্ক পথ দিয়া সমুদ্রের মধ্যে গেল। এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল। পরে মিসরীয়েরা অর্থাৎ ফিরৌণের তাবৎ অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারূঢ় সকলে ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল। আর রাত্রির শেষ প্রহরে পরমেশ্বর অগ্নি ও মেঘস্তম্ভের মধ্য দিয়া মিসরীয়দের সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন। এবং তাহাদের রথের চাকা খুলিলে, তাহারা অতি কষ্টে রথ চালাইল। তাহাতে মিসরীয় লোকেরা কহিল, আইস আমরা ইস্রায়েল বংশহইতে পলায়ন করি, কেননা পরমেশ্বর মিসরীয়দের প্রতিকূলে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন তুমি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে মিসরীয় ও তাহাদের রথের ও অশ্বারূঢ়দের উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে। তখন মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে, প্রাতঃকাল হইবামাত্র সমুদ্র পূর্ব্ববৎ সমান হইতে লাগিল; তাহাতে মিসরীয়েরা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; তথাপি পরমেশ্বর তাহাদিগকে সমুদ্রের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন। ফলতঃ জল পরাবৃত্ত হইলে তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল। তাহাতে ফিরৌণের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকিল না। কিন্তু ইস্রায়েল বংশ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি শুষ্ক পথদিয়া গেল, এবং জল তাহাদের বামে ও দক্ষিণে প্রাচীর স্বরূপ হইল। এই রূপে সেই দিনে পরমেশ্বর মিসরীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে রক্ষা করিলেন। ও ইস্রায়েল বংশ মিসরীয় লোকদিগকে সমুদ্রের তীরে মৃত দেখিল। পরমেশ্বর মিসরীয়দের মধ্যে যে আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ইস্রায়েল বংশ দেখিল। তাহাতে লোকেরা পরমেশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া তাঁহাতে ও তাঁহার দাস মূসাতে বিশ্বাস করিল।

দ্বাদশ।

মূসা ও ইস্রায়েল বংশের প্রান্তরে গমনের বৃত্তান্ত।

পরে মূসা ও ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে

এই গীত গান করিয়া কহিল। আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান করি, তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন। এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরমেশ্বর আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন; তিনি আমার ঈশ্বর, অতএব আমি তাঁহার প্রশংসা করিব, এবং তিনি আমার পৈতৃক ঈশ্বর, এই জন্যে তাঁহার গুণানুবাদ করিব। যিহোবাঃ নামে যে পরমেশ্বর তিনিই যুদ্ধকর্ত্তা, তিনি ফিরৌণের রথ ও সৈন্যগণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাহার মনোনীত সেনাপতিগণ সুফসাগরে মগ্ন হইল, ও গভীর জল তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিলে, তাহারা প্রান্তরের ন্যায় তলাইয়া গেল; হে পরমেশ্বর তোমার দক্ষিণ হস্ত বলদ্বারা গৌরবান্বিত হইল। হে পরমেশ্বর তোমার দক্ষিণহস্ত শত্রুগণকে চূর্ণ করিল, তুমি আপনার বিপরীত গামি লোকদিগকে আপন উত্তম মহিমাতে নষ্ট করিলা, তোমার প্রেরিত ক্রোধ তাহাদিগকে নাড়ার ন্যায় ভক্ষণ করিল, এবং তোমার ক্রোধের নিশ্বাস দ্বারা জল রাশী-কৃত হইল, ও স্রোত সেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইল, ও সমুদ্রের মধ্যে গভীর জল কঠিন হইল, তাহাতে শত্রুগণ কহিল, আমরা বেগে গিয়া তাহাদিগকে ধরিব, এবং লুটিত বস্তু ভাগ করিয়া লইলে তাহাদ্বারা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, ও খড়্গ নিষ্কোষ করিলে, আমাদের হস্ত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু তুমি আপন নিশ্বাসদ্বারা হুঙ্কার করিলে, তাহারা সমুদ্র জলে আচ্ছন্ন হইল, ও গভীর জলেতে সীসার ন্যায় তলাইয়া গেল। হে পরমেশ্বর

দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং তোমার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত স্তবনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে? তুমি আপন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে, পৃথিবী শত্রুগণকে গ্রাস করিল। তুমি দয়াতে আপন লোকদিগকে মুক্ত করিয়া গমন করাই-তেছ, এবং আপন পরাক্রমেতে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ, ইহা শুনিয়া অন্য লো-কেরা ভীত হইবে, ও পিলেষ্টীয় লোকেরা উদ্বিগ্নতাতে মগ্ন হইবে, যাবৎ লোকেরা পার না হয়, তাবৎ ভয় ও আশঙ্কা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। হে পরমেশ্বর তোমার ক্রীত লোকেরা যাবৎ পার না হয়, তাবৎ তোমার বাহুবলদ্বারা তাহারা প্রস্তরের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিবে, হে পরমেশ্বর তুমি আপন নিবাসার্থে যে স্থান নির্ম্মাণ করিলা, ও তোমার হস্ত যে পবিত্র স্থান স্থাপন করিল, তাহার মধ্যে অর্থাৎ আপন অধিকারের পর্ব্বতে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া বাস করাইবা। পরমেশ্বর সর্ব্বদা রাজত্ব করিবেন। তৎপরে ইস্রায়েল বংশ প্রান্তর দিয়া সীনয় পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল। পরে তাহারা মারানামক একস্থানে উপস্থিত হইয়া তিক্ততা প্রযুক্ত মারার জল পান করিতে পারিল না। অতএব লোকেরা মূসার বিরুদ্ধে বচনা করিয়া কহিল, আমরা কি পান করিব? তাহাতে সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে, পর-মেশ্বর তাহাকে এক প্রকার কাষ্ঠ দেখাইলেন, তাহা লইয়া মূসা জলে নিক্ষেপ করিলে, জল মিষ্ট হইল। অপর লোকেরা এলীমহইতে যাত্রা করিয়া এলীম ও

সীনয় এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সীন নামক প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তখন তাহার খাদ্য দ্রব্যের অভাব হওয়াতে, এবং অন্য খাদ্য সামগ্রী পাইবার উপায় না থাকাতে, তাহারা মূসা ও হারোণের সহিত বচসা করিয়া কহিল। আমরা যখন মাংসের হাঁড়ির নিকটে বসিয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিতাম, হায় ২ তখন যদি আমরা মিসর দেশে পরমেশ্বরের হস্তে মরিতাম। তোমরা ক্ষুধাদ্বারা তাবৎ মণ্ডলীকে মারিতে আমাদিগকে প্রান্তরে বাহির করিয়া আনিলা। পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ইস্রা-য়েল বংশের বচসা শুনিলাম। তুমি তাহাদিগকে কহ, তো-মরা সায়ংকালে মাংস ভোজন করিবা, ও প্রাতঃকালে খাদ্য দ্রব্যে তৃপ্ত হইবা। তাহাতে আমি যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহা জ্ঞাত হইবা। পরে সন্ধ্যাকালে ভা-টুই পক্ষিগণ উপস্থিত হইয়া শিবির স্থান ব্যাপিল, এবং প্রাতঃকালে সৈন্যস্থলের চতুর্দ্দিগে নীহার পড়িল। পরে পতিত নীহার ঊর্দ্ধগত হইলে, প্রান্তরের উপরে ভূমিতে ক্ষুদ্র অথচ গোল নীহারের ন্যায় ক্ষুদ্র দ্রব্য পড়িয়া র-হিল। তাহাতে মূসা কহিল, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই দ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন, এখন তোমরা প্রত্যেক জন প্রতিদিনের আপন ২ ভোজনানুসারে তাহা সংগ্রহ কর, কিন্তু ষষ্ঠদিবসে তাহার দ্বিগুণ সংগ্রহ কর, কেননা সপ্তমদিবস পরমেশ্বরের পবিত্র বিশ্রামবার, সে দিবসে তোমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিবা না। এবং ইস্রা-য়েল বংশ এই খাদ্যের নাম মান্না রাখিল। সে মান্না ধন্যাকাকৃতি ও শুক্লবর্ণ, তাহার রস মধুমিশ্রিত পিষ্টকের

ন্যায় ছিল। এবং ইস্রায়েল বংশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ কেনান দেশের সীমান্তে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত, সেই মান্না ভোজন করিল। অপর ইস্রায়েল বংশের তাবৎ মণ্ডলী সীন প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া রিফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল, কিন্তু সেই স্থানে লোকদের পানার্থে জলাভাব ছিল, অতএব লোকেরা জলাভাবে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, বচসা করিয়া মূসাকে কহিল, তুমি আমা-দিগকে এবং আমাদের সন্তানগণকে ও পশুগণকে পিপা-সাদ্বারা মারিতে মিসরদেশহইতে কেন আনিলা? তা-হাতে মূসা কহিল, তোমরা আমার সহিত কেন বচসা কর, কেন বা পরমেশ্বরের পরীক্ষা লও? এবং মূসা পরমে-শ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমি এই লোক-দের নিমিত্তে কি করিব, তাহারা আমাকে প্রায় মারিতে উদ্যত হইতেছে? তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি যষ্টি হস্তে লইয়া ও লোকদের অগ্রে২ যাইয়া হোরেব পর্ব্বতস্থ শৈলে আঘাত করিও, তাহাতে সে শৈল হইতে লোকদের পানার্থে জল নির্গত হইবে। তখন মূসা ইস্রায়েল বংশের প্রাচীনদের দৃষ্টিতে সেই রূপ করিল। এবং সেই স্থানে ইস্রায়েল বংশের বিবাদ প্রযুক্ত এবং পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন কি না, ইহা কহিয়া পরমেশ্বরের পরীক্ষা লওন প্রযুক্ত, সেই স্থানের নাম মূসা মিরীবা অর্থাৎ বিবাদ রাখিল। ঐ সময়ে অমালেকীয় লোক রিফিদীমে আসিয়া ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিলে, মূসা যিহোশূয়কে কহিল, তুমি আমাদের মধ্যহইতে মনোনীত মনুষ্য লইয়া অমালেকীয় লোক-

দের সহিত যুদ্ধ করিতে যাও, আমি কল্য আপন হস্তে ঈশ্বরের যষ্টি লইয়া পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব। তখন যিহোশূয়, মূসার আজ্ঞানুসারে অমালেকীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করিলে, মূসা ও হারোণ, হূর পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিল। কিন্তু যে ২ সময়ে মূসা আপন হস্ত ঊর্দ্ধ করে, সেই২ সময়ে ইস্রায়েল বংশজয়ী হয়। অপর মূসার হস্ত ভারী হইলে, তাহারা এক পাথর আনিয়া তাহার নীচে রাখিল, তখন মূসা তাহার উপরে বসিল, তাহাতে সূর্য্য অস্ত হওন পর্য্যন্ত তাহার হস্ত স্থির থাকিল। অতএব যিহোশূয় অমালেক ও তাহার লোকদিগকে পরাস্ত করিল। আগামি লোককে এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া জানাইবার জন্যে এই সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, কেননা ইহাতে তাহারা বিশেষরূপে জানিবে, যে ইস্রায়েল বংশের রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং পরমেশ্বর; ও অমালেক রাজা তাহাদিগকে বিনাপরাধে আক্রমণ করিলে, সেও তাহার রাজ্যবাসি লোক সকল যাবৎ নিঃশেষে বিনষ্ট না হইল, তাবৎ পরমেশ্বরের ক্রোধ তাহাদের প্রতি শান্ত হয় নাই।

অনন্তর ঈশ্বর মূসার প্রতি ও আপন লোক ইস্রায়েল বংশের প্রতি এই ২ কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং মিসর দেশহইতে ইস্রায়েল বংশকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এই সকল কথা শুনিয়া মূসার শ্বশুর মিদীয়নের যাজক যিথ্রো, মূসা কর্তৃক আপন গৃহে প্রেরিত তাহার ভার্য্যা সিপ্পোরাকে ও তাহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইল। এই দুই পুত্রের একের নাম গোর্শাম, অর্থাৎ এই স্থানে

বিদেশী, কেননা তাহার পিতা কহিল, আমি এই দেশে বিদেশী হইলাম। এবং অন্যের নাম ইলীয়েসর অর্থাৎ ঈশ্বর আমার উপকারী, কেননা সে কহিল, আমার পিতার ঈশ্বর আমার উপকারী হইয়া ফিরৌণের খড়্গহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। পরে মূসার শ্বশুর যিথ্রো মূসার এই দুই পুত্র ও ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে অর্থাৎ ঈশ্বরের পর্ব্বতে যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে মূসার নিকটে আইল, এবং মূসাকে কহিল, আমি তোমার শ্বশুর যিথ্রো, ও তোমার ভার্য্যা ও তাহার সহিত তোমার দুই পুত্র আমরা তোমার নিকটে আইলাম। তখন মূসা আপন শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গিয়া তাহাকে প্রণাম ও চুম্বন করিল, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাহারা তাম্বুতে প্রবেশ করিল। পরে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের জন্যে ফিরৌণের প্রতি ও মিস্রীদের প্রতি কিং করিয়াছেন, এবং পথে তাহাদের প্রতি কিং ক্লেশ ঘটিয়াছে, ও পরমেশ্বর কি প্রকারে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এই সকল কথা মূসা আপন শ্বশুরকে জ্ঞাত করিল। তাহাতে পরমেশ্বর উহাদের মঙ্গল করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া যিথ্রো এই সকলের নিমিত্তে অতি আহ্লাদিত হইল। এবং সে কহিল যে পরমেশ্বর মিস্রীদের ও ফিরৌণের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং মিস্রীদের হস্তহইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি ধন্য। এবং পরমেশ্বর সকল দেবতাহইতে মহান্ ইহা এখন আমি জ্ঞাত হইলাম, কেননা তাহারা যে বিষয়ে গর্ব্ব করিল, সে বিষয়ে তিনি

তাহাদের উপরে জয়ী হইলেন। পরে যিথ্রো পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম ও নৈবেদ্য করিল, এবং হারোণ ও ইস্রায়েল বংশের প্রাচীন লোকেরা আসিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে মূসার শ্বশুরের সহিত ভোজন করিল। পর দিনে মূসা লোকদের বিচার করিতে বসিলে, লোকেরা প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পরে লোকদের বিষয়ে যাহা২ করিল মূসার শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিল, তুমি লোকদের সহিত কেমন ব্যবহার করিতেছ, তুমি একাকী কেন বৈস ও সকল লোক প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটে কেন দাঁড়ায়? তাহাতে মূসা আপন শ্বশুরকে কহিল, লোকেরা ঈশ্বরের বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আমার কাছে আইসে, ও তাহাদের কোন বিবাদ হইলে আমার কাছে আইসে, তাহাতে বাদির ও প্রতিবাদির বিষয়ে আমি বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও ব্যবস্থা সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করি। পরে মূসার শ্বশুর কহিল, তুমি যাহা কর সে ভাল নয়। তুমি ও তোমার সঙ্গিলোকেরা উভয়ই ক্ষীণ হইবা, কেননা একার্য্য তোমার ক্ষমতা হইতেও গুরুতর, তুমি একাকী ইহা করিতে পার না অতএব আমার কথায় মনোযোগ কর, আমি তোমাকে পরামর্শ দি, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, আর ঈশ্বরের সম্মুখে তুমি লোকদের পক্ষ হইয়া তাহাদের কথা ঈশ্বরের কাছে জানাও। এবং তুমি তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও, ও তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখাও। তদ্ভিন্ন তুমি সকলের মধ্য হইতে

কর্ম্মক্ষম মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভয়কারি ও সত্যবাদি ও লোভঘৃণাকারি লোকদিগকে মনোনীত করিয়া লও, এবং তাহাদের উপরে সহস্রপতি ও শত-পতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর। এবং তাহারা সর্ব্বকালে, লোকদের বিচার করিবে, কিন্তু কোন মহাবিচার হইলে, তোমার নিকটে আনিবে, ও ক্ষুদ্র বিচার সকল তাহারা করিবে; তাহাতে তাহারা তোমার সহিত ভার বহিলে, তোমার কর্ম্ম লঘু হইবে। তুমি এমত কর, এবং ঈশ্বর তোমাকে এমত করিতে আজ্ঞা দেন, তবে তুমি সহিতে পারিবা, এবং এই সকল লোকেরা ও কুশলে আপনাদের স্থানে গমন করিবে। তাহাতে মূসা শ্বশুরের বাক্যে মনোযোগ করিয়া তাহার বাক্যানুসারে সকল কর্ম্ম করিল।

ইস্রায়েল্‌ বংশ মিসরদেশহইতে যে দিনে যাত্রা করিল, তিন মাসের পর সেই দিনে সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইল। ইস্রায়েল বংশ সেই পর্ব্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। পরে মূসা ঈশ্বরের নিকটে আরোহণ করিলে, পরমেশ্বর পর্ব্বত হইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি যাকূবের সন্তানগণকে এই কথা কহ, ও ইস্রায়েল বংশকে ইহা জ্ঞাত কর। আমি মিস্রীয়-দের প্রতি যাহা করিলাম, এবং যেমন উৎক্রোশ পক্ষী পক্ষদ্বারা শাবকগণকে বহন করে, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিলাম তাহা তোমরা দেখিলা। এখন যদি তোমারা আমার কথা শুন ও আমার ব্যবস্থা পালন কর, তবে তাবৎ পৃথিবী আমার হইলেও তাহাতে

তোমারা সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ অধিকারী হইবা, এবং আমার নিমিত্তে যাজকদের এক বংশ ও পবিত্র জাতি হইবা, তখন মূসা আসিয়া তাহাদের প্রাচীনগণকে ডাকাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে এই সকল কথা তাহাদের সম্মুখে প্রস্তাব করিল, তাহাতে তাবৎ লোক এক সঙ্গে সকলেই স্বীকার করিয়া কহিল, পরমেশ্বর যে সকল কথা কহিলেন তাহা আমরা করিব। তখন মূসা পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের কথা নিবেদন করিলে, পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিকটে আসিয়া তোমার সহিত কথা কহিব, তাহা লোকেরা শুনিতে পাইয়া সর্ব্বদা তোমাতে প্রত্যয় করিবে; তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি লোকদের নিকটে যাইয়া অদ্য ও পর দিনে বস্ত্র ধৌত করাইয়া তাহাদিগকে অগ্রে পবিত্র কর, পরে তৃতীয় দিনের জন্যে তোমরা সকলে প্রস্তুত হও, কেননা তৃতীয় দিনে পরমেশ্বর সকল লোকের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের উপরে নামিবেন। পরে মূসা পর্ব্বত হইতে নামিয়া লোকদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিল; এবং তাহারা আপনাদের বস্ত্র ধৌত করিল। পরে তৃতীয় দিনে প্রাতঃকাল হইলে, মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ ও অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল, তাহাতে শিবিরের তাবৎ লোক কম্পান্বিত হইল, পরে মূসা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলে, তাহারা পর্ব্বতের তলে দাঁড়াইল, তখন সীনয় পর্ব্বত ধূমময় হইল, কেননা

পরমেশ্বর তাহার উপরে অগ্নিতে নামিলেন, এবং চুলার ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উটিল, তাহাতে সকল পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল। পরে ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন।

১। আমার সাক্ষেতে তোমার আর কোন দেবতা না থাকুক।

২। এবং তুমি আপনার নিমিত্তে কোন খোদিত প্রতিমার অর্থাৎ উপরিস্থ স্বর্গে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে স্থিত কোন বস্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিওনা, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবাও করিওনা; কেননা আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর জাজ্বল্যমান ঈশ্বর, এবং যে পিতৃ লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে, তৃতীয় চতুর্থপুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তানদের উপরে অধর্ম্মের প্রতিফল দাতা; কিন্তু যাহারা আমাতে প্রেম করে, ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী।

৩। তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না; কেননা যেকেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয় পরমেশ্বর তাহাকে নিরপরাধী করিয়া গণনা করেন না।

৪। এবং বিশ্রাম দিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর। কিন্তু সপ্তম দিনে আর্থাৎ তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রামদিনে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি দাস কি দাসী কি পশু কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না। কেননা পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর ও

সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন,এই নিমিত্তে পরমেশ্বর বিশ্রাম দিনকে বর দিয়া পবিত্র করিলেন।

৫। আর তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন; সেই দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে।

৬। নরহত্যা করিওনা।

৭। পরদার করিও না।

৮। চুরি করিও না।

৯। আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

১০। আপন প্রতিবাসির গৃহে লোভ করিও না; এবং আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে, কি দাসেতে, কি দাসীতে, কি গোরুতে, কি গাধাতে, কি তোমার প্রতিবাসি লোকের কোন বস্তুতে, লোভ করিও না।

তখন সকল লোক মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও তুরীর শব্দ ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল,এবং দেখিলে পর পৃথক হইয়া দূরে দাঁড়াইল; এবং মূসাকে কহিল, তুমি আমাদের সহিত কথা কহ, তাহা আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না কহুন, নতুবা আমরা মরিব। তাহাতে মূসা লোকদিগকে কহিল ভয় করিও না; তোমাদের সম্মুখে যেন ঈশ্বরের প্রতি ভয় থাকে, ও পাপ যেন না কর, এই জন্যে ঈশ্বর তোমাদের পরীক্ষা লইতে আইলেন। তখন লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বর ছিলেন, মূসা সেই ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিল।

ত্রয়োদশ।

ব্যবস্থার বিষয়।

অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল বংশকে আমার এই সকল ব্যবস্থা দেও। হে ইস্রায়েল বংশ শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর। তোমরা আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে প্রেম কর। এই দিনে আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা করি, সে সকলি তোমাদের মনে থাকুক। তোমরা আপন ২ সন্তান-গণকে যত্ন পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা দেও, এবং যে সময়ে তোমরা আপন গৃহে বসিয়া থাক, কিম্বা পথে গমন কর, কিম্বা শয়ন কর, কিম্বা গাত্রোত্থান কর, তৎকালে ঐ সমস্তের কথোপকথন কর। তৎকালে সাবধান হইয়া মিসরদেশ হইতে অর্থাৎ দাসত্বাগার হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনয়ন কারী যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁহার সেবাও কর ও তাঁহার নাম লইয়া দিব্য কর। তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ক্রোধ যেন তোমাদের প্রতিকূলে প্রজ্বলিত না হয়, ও দেশ হইতে তোমাদিগকে বিনষ্ট না করে, এই জন্যে তোমরা অন্য দেবগণের অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থিত লোকদের দেবতা-দের পশ্চাদ্গামী হইও না। মূসাতে যেমন আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না। তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের যে ২ আজ্ঞা দ্বারা যে ২ প্রমাণ বাক্য ও বিধি

আছে তাহা তোমরা যত্ন পূর্ব্বক পালন কর। এবং পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায় ও সৎআচরণ কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। অতএব তোমরা আমার সাক্ষাতে রূপাময়ী প্রতিমা করিও না, এবং আপনাদের নিমিত্তে স্বর্ণময়ী প্রতিমাও করিও না। যেজন কেবল পরমেশ্বর বিনা কোন দেবতার কাছে বলিদান করে সে ঘোরতর দণ্ড পাইবে। ও পরমেশ্বরের নামের নিন্দাকারী অবশ্য হত হইবে, সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, তাহাতে পরমেশ্বরের নামের নিন্দাকারী বিদেশীয় যেমন, দেশীয় লোকেরাও তদ্রূপ হত হইবে। তোমরা আপনাদের জন্যে কোন দেবতা কিম্বা খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না, ও কোন দণ্ডায়মান বিগ্রহ করিও না, ও তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইতে তোমাদের দেশে কোন খোদিত প্রস্তরের প্রতিমা স্থাপন করিও না, কেননা আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার সেবা কর ও তাঁহাতে আসক্ত হও, ও তাঁহার নামে দিব্য কর। কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, ও মহান্ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, এবং মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন না। কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে শাপদিলে সে বধ্য হইবে। তোমরা পক্ব কেশ প্রাচীনদের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবা, ও বৃদ্ধ লোকদিগকে সমাদর করিবা, ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিবা, আমিই পরমেশ্বর। আর কেহ যদি প্রহার

করিতে২ কোন মনুষ্যকে বধ করে, তবে সে বধ্য হইবে। ও অজ্ঞাতে বধকারী যে২ নগরে পলাইয়া রক্ষা পাইতে পারে, এমত আশ্রয় নগরে নিরূপণ করিবা। তাহাতে বধকারী বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে যেন না মরে, এই জন্যে প্রতিহন্তার হস্তহইতে তোমাদের সেই আশ্রয়নগর হইবে। এবং তোমরা যে২ নগর দিবা তাহার মধ্যে তোমাদের আশ্রয়ের নিমিত্তে ছয় নগর হইবে; এবং যে কেহ আপন প্রতিবাসির গাত্রে ক্ষতের চিহ্ন করে, তাহার কৃত কর্ম্মের ন্যায় তাহার প্রতি করা যাইবে। এবং যদি কোন আপত্তি ঘটে, তবে তাহার প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, ও চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে দন্ত, ও হস্তের পরিশোধে হস্ত, ও চরণের পরিশোধে চরণ, ও দাহনের পরিশোধে দাহন, ও ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, ও প্রহারের পরিশোধে প্রহার দণ্ড হইবে। আর কেহ আপন দাস কিম্বা দাসীর চক্ষুতে আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার চক্ষু নাশের জন্যে তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে। আর গরু কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে শৃঙ্গাঘাত করিলে, সে যদি মরে তবে ঐ গরু প্রস্তরদ্বারা হত হইবে। ঐ গরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিলে, যদি তাহার স্বামিকে ইহার প্রমাণ দত্ত হয়, এবং সে তাহাকে বন্ধন না করাতে কোন পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গরু হত হইবে এবং তাহার স্বামীও হত হইবে। তুমি মনে২ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না। আর তুমি প্রতিহিংসা করিও না, ও দ্বেষ করিও না, বরং প্রতি বাসীকে আত্ম

তুল্য প্রেম করিবা, আমিই পরমেশ্বর। যে কেহ পরের পশুকে বধ করে সে তাহাকে পরিশোধ করিবে, পশুর পরিবর্ত্তে পশু, আর যদি কেহ পরের ভার্য্যাতে ব্যভিচার করে তবে সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ে নিতান্ত হত হইবে। যদি কোন পুরুষ বিবাহিতা পরের স্ত্রীকে বলাৎকার করে, তবে সে বধ্য হইবে, কিন্তু যদি অনূঢ়াকে বলাৎকার করে, তবে সেই কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ রূপ্য শিকিল দিবে, এবং ঐ কন্যা তাহার পত্নী হইবে, এবং সে তাহাকে কখন ত্যাগ করিতে পারিবে না। কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিলে পর, যদি তাহার কোন দোষ প্রযুক্ত তাহার প্রতি অনুগ্রহ না করে, তবে সে তাহার জন্যে এক ত্যাগ পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারে, কিন্তু পুনর্ব্বার তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। আর কেহ, গরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ কিম্বা বিক্রয় করিলে, এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু ও এক মেষের পরিশোধে চারি মেষ তাহাকে দিতে হইবে, এবং চৌর্য্য হৃত পশু যদি চোরের হস্তে জিবীত পাওয়া যায়, তবে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। কিন্তু যদি পরিশোধ করণার্থে চোরের হস্তে কিছু না থাকে, তবে চৌর্য্য হেতুক সে বিক্রীত হইবে, আর কেহ যদি অন্যের শস্য ক্ষেত্র কিম্বা দ্রাক্ষা ক্ষেত্র গোরুকে খাওয়ায়, এবং আপন পশু ছাড়িয়া দিলে, সে যদি অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে জন তাহার পরিবর্ত্তে আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে। আর কেহ কণ্টক

বনে অগ্নি লাগাইলে, যদি কাহারো ধান্যরাশি কিম্বা বর্দ্ধমান শস্য কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দগ্ধকারী অবশ্য তাহার মূল্য দিবে। আর কেহ মুদ্রা কিম্বা কোন দ্রব্য আপন প্রতিবাসির স্থানে গচ্ছিত রাখিলে তাহা যদি তাহার গৃহ হইতে কেহ চুরি করে, এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। কিম্বা যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসির দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিতে সে বিচার কর্ত্তার সাক্ষাতে আনীত হইবে। তখন উভয়ের কথা বিচার কর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইলে, বিচার কর্ত্তা যাহাকে দোষী করিবেন, সে আপন প্রতিবাসিকে তাহার দ্বিগুণ দিবে। আর তোমরা চুরি করিও না, ও প্রবঞ্চনা করিও না, এবং পরস্পর মিথ্যা কথা কহিও না, আর তুমি আপন প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় করিও না, ও অপহরণ করিও না, এবং বেতন গ্রাহির বেতন রাত্রি অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না, আর তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা তৌল কিম্বা কাঠা বিষয়ে অন্যায় করিও না। প্রকৃত দাড়ি ও প্রকৃত বাটখারা ও প্রকৃত হিন্ তোমাদের হইবে, কেননা তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বর আমি। তুমি কাহারো মিথ্যা অপবাদ গ্রাহ্য করিও না, ও মিথ্যাসাক্ষী হইয়া দুষ্টের সহায়তা করিও না, তুমি দুষ্ট কর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চা-দ্বর্ত্তী হইও না, এবং অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না,। এবং মিথ্যা বিষয় হইতে দূরে থাক এবং নির্দোষকে ও ধার্ম্মিককে নষ্ট

করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না। তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ দ্বারা জ্ঞানিরা ও অন্ধ হয়, ও ধার্ম্মিকদের ও বাক্যের অন্যথা হয়। তোমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিও না। আর অন্যায় সাক্ষ্যদিতে যদি কোন মিথ্যাসাক্ষী কর্ণেজপ হইয়া কাহারো প্রতিকূল হয়, তাহাতে বিচার কর্ত্তারা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান লইলে, সে সাক্ষী যদি মিথ্যা হয়, ও আপন ভ্রাতার প্রতিকূলে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে, তবে সে আপন ভ্রাতার প্রতি যেমত করিতে কল্পনা করিয়াছিল তাহার প্রতিও তোমরা তদ্রূপ করিবা। তুমি বিদেশীয়কে ক্লেশ দিওনা, ও তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা তুমিও মিসরদেশে বিদেশী ছিলা। আর তুমি কোন বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিওনা, তাহাদিগকে কোনমতে ক্লেশদিলে তাহারা যদি আমার নিকটে প্রার্থনা করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের প্রার্থনা শুনিব। আর তুমি যদি আমার লোকদের মধ্যে তোমার প্রতিবাসি কোন দরিদ্রকে ঋণ দেও, তবে তাহার কাছে সুদ গ্রাহকের ন্যায় হইও না, ও তাহা হইতে সুদ লইও না, আর যদ্যপি তুমি আপন প্রতিবাসির বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহাকে ফিরিয়া দেও। কেননা তাহা তাহার আচ্ছাদন বস্ত্র ও তাহার গাত্র আচ্ছাদক হয়, সে কিসেতে শয়ন করিবে। এবং সে যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে আমি দয়ালুতা প্রযুক্ত তাহা শুনিব। আর বিচার কর্ত্তাকে নিন্দা করিও না, এবং লোকদের শাসন কর্ত্তাকে শাপ দিও

না। আর তোমরা আপন ২ ক্ষেত্রের শস্য কাটন সময়ে ক্ষেত্রের কোণে নিঃশেষে কাটিও না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও না, দরিদ্র ও বিদেশীয়দের জন্যে কিছু ২ ত্যাগ করিও, আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। তোমরা বেতন গ্রাহিদাসের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিও না। কিন্তু পরমেশ্বরকে ভয় কর। তোমরা বিচারে কাহারো মুখাপেক্ষা করিবা না, ক্ষুদ্রের কথা যেমন মহত্তের কথাও তেমনি শুনিবা। ও মনুষ্যের মুখ দেখিয়া ভয় করিও না, কেননা বিচার ঈশ্বরের হয়, তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে যদি কেহ দরিদ্র থাকে তবে তোমরা তাহার প্রতি অন্তঃকরণ কঠিন করিবা না, ও দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত বদ্ধ করিবা না। কিন্তু তাহার প্রতি অতিশয় হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার প্রয়োজনানুসারেই তাহাকে অবশ্যই প্রচুর ঋণ দিবা।

অতএব তোমরা তাহাকে অবশ্য দিবা, কিন্তু দানকরণ সময়ে অন্তঃকরণে দুঃখিত হইবা না, কেননা ঐ কর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সমস্ত কর্ম্মে এবং তোমারা যাহাতে২ হস্তার্পণ করিবা তাহাতে তোমাদের মঙ্গল করিবেন। কেননা তোমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব হইবে না, অতএব আমি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করি, তোমরা দরিদ্র ও দুঃখিভ্রাতাদের প্রতি অতিশয় হস্ত বিস্তার করিবা। প্রতিবাসির সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করিবা না। আর তোমরা শস্য মর্দ্দনকারি বলদের মুখ বন্ধন করিবা না

চতুর্দ্দশ

স্বর্ণময় বলদের বৃত্তান্ত।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৪৯১ বৎসর।

অনন্তর মূসা ৪০ দিবারাত্রি সিনাই নামক পর্ব্বতের উপরে বিলম্ব করিলে, লোকেরা তাহার অনাগমন বিষয় সহ্য করিতে না পারিয়া অতি আশ্চার্য্য কঠিন অন্তঃকরণের সহিত মূসা এবং পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে রচনা করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা একত্র হারো-ণের নিকটে গিয়া তাহাকে কহিল, উঠ, আমাদের অগ্রসর হইয়া যাইতে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা মিসরদেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল যে মূসা, তাহার কি দশা ঘটিল তাহা আমরা জানি না। হারোণ অনুচিতরূপে তাহা-দের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বর্ণ কুণ্ডল আ নিতে আজ্ঞা করিল, তাহাতে লোকেরা সে সকল আনিলে সে তাহা লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া মিসর দেশের সেবিত গোবৎসের ন্যায় এক বৎস নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল বংশ যে দেবতা মিসরদেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল সে এই। তাহাতে লোকেরা পরদিনে প্রত্যূষে উঠিয়া হোম বলি উৎসর্গ করিল, এবং মঙ্গলার্থে নৈবেদ্য আনিল. এবং লোকেরা ভোজন ও পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল। তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহি-লেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তুমি মিসর হইতে

যে লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিলা তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং আমি তাহাদিগকে যে পথের বিষয়ে আজ্ঞা দিলাম, তাহাহইতে তাহারা শীঘ্র বহি-ভূর্ত হইল, ফলতঃ তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিল, এবং তাহার কাছে বলিদান করিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল বংশ যে দেবতা মিসরদেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিল, সে এই। অপর পরমেশ্বর মূসাকে আরো কহিলেন, আমি এই লোকদিগকে দেখিলাম, দেখ ইহারা অতিশয় অসাধ্য। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, তাহাদের প্রতিকূলে ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব, কিন্তু তোমাকে বড় জাতির মূল করিব। তাহাতে মূসা আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে বিনয় করিয়া কহিল, হে পর-মেশ্বর তুমি যে আপন লোকদিগকে মহাপরাক্রম ও বাহুবলেতে মিসরদেশ হইতে বাহির করিলা, তা-হাদের প্রতিকূলে কেন ক্রোধ প্রজ্বলিত কর, তিনি অমঙ্গলের নিমিত্তে পর্ব্বতে তাহাদিগকে নষ্ট করিতেও পৃথিবী হইতে সংহার করিতে বাহির করিয়া আ-নিলেন এমত কথা মিস্রীয়েরা গল্প করিয়া কেন কহিবে, আপনি প্রচণ্ড ক্রোধহইতে ফিরুন্, ও আপন লোক-দের প্রতিকূলে এই দুর্গতির বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। এবং তুমি আপনার যে দাস ইব্রাহীম্ ও ইস্‌হাক্ ও ইস্রা-য়েলের সাক্ষাতে আপন নামে দিব্য করিয়া কহি-য়াছ, আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশ

বৃদ্ধি করিব, এবং যে সকল দেশের বিষয়ে কহিলাম, তাহা তোমার বংশকে দিব; তাহারা সর্ব্বদা তাহা অধিকার করিবে, তোমার সেই দাসগণকে স্মরণ কর। মূসার এইরূপ দৃঢ় প্রেম ও ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে আজ্ঞা করিলেন; আমি ইস্রায়েল বংশকে মারিব না, তখন মূসা সাক্ষীরূপ দুই প্রস্তর হস্তে লইয়া ফিরিয়া পর্ব্বত হইতে নামিল, এই ঈশ্বর দত্ত প্রস্তরের এই পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠে উভয় পৃষ্ঠেই ঈশ্বরের হস্তদ্বারা লিখিত ছিল। পরে মূসা শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, ঐ বাছুর ও লোকদের নৃত্য দেখিল, তাহাতে সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আপন হস্ত হইতে ঐ প্রস্তর ফেলিয়া দিয়া পর্ব্বতের তলে তাহা ভাঙ্গিল। এবং তাহাদের নির্ম্মিত বাছুর লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল, এবং তাহা ধূলির ন্যায় পেশন করিয়া জলে ছড়াইয়া ইস্রায়েল বংশকে পান করাইল, কেননা তাহাতে তাহারা অবশ্য জানিতে পারিবেক, যে আমরা ঈশ্বর বোধে অতি তুচ্ছ বস্তুর এত কাল সেবা করিয়াছিলাম, তখন হারোণকে ধমকাইলে পরে মূসা শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, পরমেশ্বরের পক্ষে কে আছে সে আমার নিকটে আসুক, তাহাতে লেবির সন্তানগণ তাহার নিকটে একত্র হইল। পরে মূসা তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন শিবিরের মধ্যে যাতায়াত কর। এবং যে কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্রেই তাহাকে বধ কর। তাহাতে লেবির

সন্তানেরা মূসার বাক্যানুসারে তাহা করিলে, তদ্দিনে তাহাদের মধ্যে ন্যূনাতিরেক তিন সহস্র লোক মারা পড়িল। পরদিনে মূসা লোকদিগকে কহিল, তোমরা মহাপাপ করিলা, এখন আমি পরমেশ্বরের নিকটে পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছি, যদি হয় তবে আমি তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। পরে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, হায় ২ এই লোকেরা মহাপাপ করিয়া আপনাদের জন্যে স্বর্ণময় দেবতা নির্ম্মাণ করিল, এখন যদি তোমার অনুগ্রহ হয়, তবে তাহাদের পাপ ক্ষমা কর, কিন্তু যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তকহইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল, তাহাতে মূসাকে পরমেশ্বর কহিলেন, যে জন আমার প্রতিকূলে পাপাচরণ করিল, আমি আপন পুস্তকহইতে তাহার নাম কাটিয়া ফেলিব। অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, যাও, আমি অব্রাহমের ও ইস্‌হাকের ও যাকূবের কাছে যে দেশ দিবার বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলাম, তোমার বংশকে আমি সেই দেশ দিব, যে দেশে তুমি লোকদিগকে এখানহইতে লইয়া যাও। আমি তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া কিনানীয়দিগকে দূর করিব। এবং আমি তাহাদিগকে দুগ্ধ মধুপ্রবাহিদেশে আনাইব। কিন্তু আমি তোমাদের মধ্য বর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তোমরা অবাধ্য হইবে, কি জানি আমি যদি পথের মধ্যে তোমাদিগকে সংহার করি। অপর লোকেরা এই দুর্ব্বাক্য শুনিয়া বিলাপ করিয়া কেহ আপন শরীরে অলঙ্কার

পরিধান করিল না। পরে মূসা আবাস লইয়া শিবিরের বাহিরে ও শিবির হইতে দূরে রাখিল, ও তাহার নাম মণ্ডলীয়আবাস রাখিল, ঐ আবাসের দ্বারে মেঘ-স্তম্ভ নামিয়া স্থাপিত থাকিল। পরে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, দেখ নাম দ্বারা আমি তোমাকে জানি, ও তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র ইহা কহিতেছ, ভাল যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, হইয়া থাকি, বিনয় করি আমি যেন তোমাকে জানিতে পারি, ও তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্যে আমাকে আপন পথ জ্ঞাত করাও; এবং এই জাতিই যে কেবল তোমার লোক তাহা জ্ঞান কর, নচেৎ আমি ও তোমার লোকেরা তোমার দৃষ্টিতে তোমার অনুগ্রহের পাত্র ইহা কিসে জানা যাইবে, ইহাকি আমারদের সহিত তোমার গমনেতে নয়? তাহা হইলে আমি ও তোমার লোকেরা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের মধ্যে বিশেষ লোক হইব। পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই যে কথা তুমি কহিলা, তাহা আমি অবশ্য করিব' কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, আমি নাম দ্বারা তোমাকে জানি। প্রভু পরমেশ্বর ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মূসাকে পূর্ব্বমত দুই প্রস্তর খোদিত করিয়া সীনয়পর্ব্বতের উপর আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে মূসা প্রাতঃকালে উঠিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সীনয় পর্ব্বতের উপরে গেল। তখন পরমেশ্বর মেঘে নামিয়া সে স্থানে তাহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিলে, পরমেশ্বর তাহার সম্মুখ দিয়া গমন

করিয়া এই প্রচার করিলেন, এই পরমেশ্বর দয়ালু, ও কৃপাবান্, ও চিরসহিষ্ণু, এবং দয়াতে পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ; এবং সহস্র২ পুরুষের প্রতি দয়াকারী, এবং পরমেশ্বরই আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য পাপের ক্ষমাকারী, কিন্তু তাহারা দণ্ড দাতা ও তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্র ও পৌত্রদের প্রতি পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষের পাপের ফলদাতা। তাহাতে মূসা শীঘ্র ভূমিতে পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম ও ভজনা করিয়া কহিল, হে প্রভো আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, হে আমার প্রভো আমাদের মধ্যে আসুন, এবং এই লোকেরা অবাধ্য হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম ও পাপ মোচন করিয়া তাহাদিগকে আপন অধিকার করিতে আমাদিগকে গ্রহণ করুন, তখন তিনি কহিলেন, দেখ আমি এক নিয়ম করি, তাবৎ পৃথিবীতে ও তাবৎ জাতির মধ্যে যাহা কখন কৃত হয় নাই, এমত আশ্চর্য্যকর্ম্ম আমি তোমার দিগের তাবতের সাক্ষাতে করিব। তাহাতে যে সকল লোকের মধ্যে তুমি আছ তাহারা পরমেশ্বরের সেই কর্ম্ম দেখিবে, কেননা তোমার নিকটে যাহা করিব, তাহা ভয়ঙ্কর। অদ্য আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি তাহাতে মনোযোগ কর, দেখ আমি ইমোরীয় ও কৈনানীয় লোকদিগকে তোমার সম্মুখহইতে দেখাইয়া দিব। কিন্তু সাবধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশ নিবাসিদের সহিত নিয়ম করিও না, তাহা করিলেই তোমাদের মধ্যে সে এক ফাঁদ স্বরূপ হইবে। কিন্তু তুমি তোমাদের বেদী ভগ্ন করিবা, ও তাহাদের

প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিবা, ও চৈত্যবৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা। পাপক্রোধকারীনামে বিখ্যাত যে পরমেশ্বর, তিনিই পাপের প্রতি ক্রোধ করেন, এই জন্যে তুমি অন্য কোন দেবতাকে প্রণাম করিও না। অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এসকল বাক্য লেখ, সেই বাক্যানুসারে তোমার ও ইস্রায়েললোকদের সহিত আমি নিয়ম স্থির করিলাম। তখন মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই পর্ব্বতে ৪০ দিবারাত্রি অন্ন ভোজন ও জল পান না করিয়া থাকিল, এবং তিনি প্রস্তরে ঐ নিয়ম বাক্যানুসারে দশ আজ্ঞা লিখিলেন। পরে সীনয় পর্ব্বত হইতে মূসার নামিবার সময়ে তাহার মুখ এমত দেদীপ্যমান্ হইল, যে লোকেরা তাহা দেখিতে সমর্থ ছিলনা, তজ্জন্যে তিনি আপন বদনে এক অবগুণ্ঠন বস্ত্র দিলেন।

পঞ্চ দশ।

আবাস ও তৎসম্পর্কীয় সম্পত্তির বিবরণ।

মূসা লোকদের নিকটে বিধির প্রস্তর আনিয়া, এবং তাহাদের নিকটহইতে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, ঈশ্বর দত্ত কতিপয় আজ্ঞা বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিতে উদ্যত ছিল। সে লোকদিগকে একত্র করিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা তাহাদিগকে জানাইল, ইহাতে লোক সকল একবাক্য হইয়া পরমানন্দে এত বস্তু ভূষণ বস্ত্র সুগন্ধিদ্রব্যাদি সেখানে আহরণ করিল, যে মূসা প্রয়োজন মতে সকল সামগ্রী

পাইয়া আর অধিক আনিতে তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তদনন্তর মূসা প্রথমতঃ দীর্ঘে ৩০ ও প্রস্থে ৯ হাত পরিমিত এমত এক আবাস নির্ম্মাণ করিলে পরে, তাহার মধ্যে সূচী কর্ম্ম দ্বারা বিচিত্রিত আশ্চর্য্য দর্শনীয় পরদা রাখিয়া ঐ শিবির দুই ভাগে বিভক্ত করিল। উহার মধ্যে পরদার পশ্চাদ্বর্ত্তি গৃহের নাম (পবিত্রাৎ পবিত্র) ও সম্মুখবর্ত্তি গৃহের নাম (পবিত্র স্থান) রাখিল। পবিত্রাৎ পবিত্র নামক স্থানে সুবর্ণ মণ্ডিত বহুমূল্যকাষ্ঠ নির্ম্মিত নিয়ম সিন্দুক রাখিয়া তাহার মধ্যে বিধির দুই প্রস্তর লইয়া রাখিল। ঐ সিন্দুকের সুবর্ণ নির্ম্মিত ঢাকুনিতে (কিরবিম) নামক দুই পক্ষির আকৃতি স্থাপিত ছিল, উহাদের পক্ষ এমৎ বিস্তারিত যে তাহা দ্বারা সমুদায় সিন্দুক আবৃত ছিল, এবং ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু পরমেশ্বরের অসাধারণ সিংহাসন সদৃশ ছিল, ইহার নাম আবরণ রাখা গেল। ঐ পরদার বাহিরে পবিত্র স্থানে দর্শন রুটীর মেজ রহিল। এবং তাহাতে বারখান রুটী সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকিত, সেই সকল রুটী প্রতি সপ্তাহের শেষে কেবল যাজকেরাই ভোজন করিত, কেননা যাজক ভিন্ন অন্যলোকের প্রতি উহা খাইতে নিষেধ ছিল, সে সকল রুটী খাওয়া সমাপন হইলে, অন্য বারখান রুটী সেই মেজের উপরিভাগে পূর্ব্বমত স্থাপিত হইত। ঐ মেজের সম্মুখে এক সুবর্ণময় প্রদীপাধার, অর্থাৎ পিলসুজ ও তাহার সাত শাখাতে সাতটি স্বর্ণময় প্রদীপ ঝুলান ছিল। ঐ আবাসের দ্বারেতে ধূপের বেদী ছিল, তাহাতে সায়ং প্রাতঃকালের

বলি দানের সময়ে ধূপ ধূনা গুগ্গুলু প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইত।

আবাসের চতুষ্পার্শ্বে এক প্রাঙ্গন ছিল, উহা খোদিত স্তম্ভেতে, ও বহু মূল্য ব্যবধান বস্ত্রেতে বেষ্টিত হইল, ও তন্মধ্যস্থ শূন্য স্থানে ও আবাস দ্বারের সম্মুখে হোম বলির জন্যে এক বৃহৎবেদী নির্ম্মিত ছিল, এবং সেখানে এক বৃহৎ পিত্তলের প্রক্ষালনপাত্র ছিল। ঐ সকল প্রধান২ বস্তু ভিন্ন প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনেক উত্তম২ দ্রব্যও ছিল। সেখানে শুদ্ধ সুবর্ণময় বাটি ও ধূনাচি ছিল, যাজকতা পদকে সম্ভ্রান্ত করিতে, ও তাহাদের মহিমার বৃদ্ধির নিমিত্তে, যাজকদের পরিচ্ছদ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে অসাধারণ রূপে বিহিত ছিল। তন্মধ্যে প্রধান যাজকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ছিল। পরিধেয় বস্ত্রের উপরে সুবর্ণ নির্ম্মিত (এফোদ) নামক এক বস্ত্র থাকিত, ঐ বস্ত্রের সম্মুখে চতুরস্র দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত কিঞ্চিৎ স্থান শূন্য ছিল, তাহার মধ্যে স্বর্ণময়তক্তি ছিল, তাহা ইস্রায়েলের দশ বংশের নাম খোদিত দশখান বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা খচিত ছিল। তাহাতে উরীম ও টূ-মিম নামক এমত দুই অদ্ভুত বস্তু ছিল, যাহাদ্বারা কেবল প্রধান যাজকগণ পরমেশ্বরের আজ্ঞা জানাইতে পারিত। ঐ সকল প্রধান যাজকের মস্তকেতে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত এক মুকুট ছিল, এবং তাহাদের কপাল দেশে (পরমে-শ্বরের উদ্দেশে পবিত্রতা) এই বাক্য খোদিত এক স্বর্ণ ময় কবচ থাকিত। আবাসস্থিত সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল বংশের মুক্ত হইবার

দ্বিতীয় বৎসরে সেই আবাস পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে দিবসে আবাসোপরি মেঘস্তম্ভ, রাত্রিকালে অগ্নিস্তম্ভ থাকিত। কিন্তু যখন আবাসের উপর হইতে মেঘ দূরে যাইত, তখন ইস্রায়েল বংশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইত, কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ মেঘ স্থানান্তরে না যাইত তাবৎ তাহারা কুত্রাপি যাইত না।

ষোড়শ।

দ্বাদশচক্রের বিবরণ।

হারোণ এবং তাহার পুত্রেরা যাজকতাপদে অভিষিক্ত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা করিতে নিযুক্ত হইল, এবং পরমেশ্বর কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট তাহার প্রত্যেক কুটুম্ব যাজকতা কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা পাইল। হারোণের প্রধান দুই পুত্র নাদব এবং আবীহূ নির্ভয়রূপে এই সকল ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে পর, পরমেশ্বর অন্যান্য যাজকগণকে এই বিষয় সাবধান করিবার জন্যে স্বর্গহইতে অগ্নি পাঠাইয়া ঐ দুই পুত্রকে এক কালে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিলেন। সীনয় গিরিহইতে তিন দিবসের পথপর্য্যন্ত শিবির স্থাপনানন্তর লোকেরা পুনর্ব্বার বাদানুবাদ করিয়া কহিল, এখন আমাদিগকে আহারের নিমিত্তে মাংস আনিয়া কে দিবে, আমরা মিসরদেশে যেহ মৎস্য ও শশা ও খরবুজ, ও অপারু, ও পলাণ্ডু এবং লশুন প্রভৃতি সামগ্রী পরিতোষরূপে খাইতাম

তাহা এখন মনে পড়িল, আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল, কিন্তু আমাদের সম্মুখে মান্না ব্যতিরেকে কিছুই নাই, মূসা লোকদের বাদানুবাদ শুনিয়া রুষ্ট হইলে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। তাহাতে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত তাহাদের ঘৃণা না হয় সে পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত মাংস দিব। যেহেতুক তাহারা বাদানুবাদ করিয়া কহিয়াছে, আমাদিগকে কে মাংস দিবে? মিসরদেশে আমাদের মঙ্গল ছিল। তখন মূসা কহিল, ছয় লক্ষ মনুষ্য আছে, তাহাদের জন্যে কি সকল মেষ পাল ও গরুর পাল হত হইবে, ও সমুদ্রের তাবৎ মৎস্য কি সংগৃহীত হইবে, আর তাহাতে কি তাহাদের জন্যে প্রচুর হইবে? তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, পরমেশ্বরের হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে, তোমার কাছে আমার কথা সত্য হয় কি না, তাহা এখন দেখিবা। পরে পরমেশ্বরের নিকট হইতে এক বায়ু নির্গত হইলে, শিবিরের চতুর্দ্দিকে বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত অনেক ভাটুই পক্ষি আসিয়া পড়িল ও তাহা লোকেরা একত্র করিল। কিন্তু তাহাদের দন্তে মাংস ধারণের সময়ে পরমেশ্বর লোকদিগকে অত্যন্ত মহামারী দ্বারা বধ করিলেন। এবং ঐ স্থানের নাম ক্বিরোত-হত্তবা অর্থাৎ লোভিদের কবর রাখিল। হাজরথে শিবির উত্তীর্ণ হইলে, হারোণ ও মরিয়ম মূসার বিপরীত কথা কহিতে লাগিল, কিন্তু মূসা এই পরীক্ষার সময়ে নম্রশীল হইয়া কিছু কহিল না। তাহাতে পরমে-

শ্বর আপন দাসের সহায় হইয়া মরিয়মকে কুষ্ঠগ্রস্ত করিলেন। তাহাতে বাদানুবাদকারি ঐ দুই জন আপনাদের পাপের প্রতিফল জানিতে পারিল, কিন্তু মূসা তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করাতে, পরমেশ্বর তাহাদের পাপ ক্ষমা করিলেন।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৪৯১ বৎসর। পরে মূসা প্রত্যেক বংশের এক২ জন করিয়া পারণ হইতে দ্বাদশ চরকে কৈনান দেশ অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিল। দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া দেশের উৎপাদন শক্তি ও শোভা বিষয়ে বাহুল্য রূপে বর্ণন করিল, এবং তদ্বিবরণ প্রমাণার্থে তাহারা দুই ব্যক্তির ভারোপযুক্ত বৃহৎ এক থলিয়া দ্রাক্ষাফল আনিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দশ জন সেই দেশীয় লোকদের বিষয়ে এবং প্রাচীর বেষ্টিত নগরের বিষয়ে এতাদৃশ ভয়ানক বৃত্তান্ত কহিল, যে তাহাতে শ্রোতারা তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া শিবিরের মধ্যে কলরব করিতে লাগিল। পরে লোকেরা তাহাদের সেনাপতিদের বিরুদ্ধে বচসা করিতে লাগিল, এবং কহিল আমরা এই অরণ্যেতে মরি, সেও ভাল তথাপি আমরা মূসার সঙ্গে আর যাইব না, কিন্তু মিসরদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইতে তাহারা এক জন পথদর্শক অন্য সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে মন্ত্রণা করিল। অঙ্গীকৃতদেশ অধিকার করিবার সাহসে তাহারা পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে তাহাদের মন রহিল না। এবং ঈশ্বর আপন পরাক্রম দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া-

ছিলেন, তাহা তাহারা ভুলিল। তখন মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অধোমুখ হইয়া পড়িল, কিন্তু দ্বাদশচরের মধ্যে যিহোশূয় ও কালেব এই দুই ব্যক্তি লোকদের সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তে তাহাদের ভয়ের প্রধান কারণ ভ্রম বা অজ্ঞান, ইহা দেখাইয়া কহিল। পরমেশ্বর যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তিনি আমাদিগকে অঙ্গীকৃতদেশে লইয়া যাইবেন, এবং তাহা আমাদিগকে দান করিবেন, কিন্তু তোমরা কেবল পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না। কিন্তু ইহাতে সকল লোকেই উহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিতে কহিল। পরে পরমেশ্বরের মহিমা ত্বরায় প্রকাশ পাইলে পরে, তিনি মূসাকে কহিলেন, এই লোকেরা কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে, এবং তাহাদের মধ্যে এই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইলেও তাহারা প্রত্যয় করিতে কত কাল বিলম্ব করিবে, আমি মহামারী দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিব। তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, যদি তুমি এই লোকদিগকে বিনষ্ট কর, তবে তোমার কীর্ত্তি কথা শ্রবণকারি লোকেরা এই কথা কহিবে, পরমেশ্বর এই লোকদিগকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেইদেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারিলেন না, এই জন্যে তিনি প্রান্তরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

এখন আমি এই নিবেদন করি, পরমেশ্বর চির-সহিষ্ণু ও দয়াতে পরিপূর্ণ, এবং অধর্ম্মের ও আজ্ঞা লঙ্ঘনের ক্ষমাকারী কিন্তু সে সকলের দণ্ডদাতা, এই ২

কথা যেমন তুমি কহিয়াছ সেইরূপই আমার পরমেশ্বরের মহিমা মহান্ হউক। আপনার প্রচুর দয়ানুসারে মিসরদেশ অবধি এ পর্য্যন্ত এই লোকদের প্রতি যেমন ক্ষমা করিয়াছ, তদনুসারে এই পাপ ক্ষমা কর, আমি এই বিনয় করি। তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন তোমার বাক্যানুসারে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু আমি যদি নিত্য হই, তবে তাবৎ পৃথিবী পরমেশ্বরের তেজেতে পরিপূর্ণ হইবে। আমার বিরুদ্ধে বচসাকারী এই দুষ্ট মণ্ডলীকে কহ, যেমন তোমরা কহিলা সেই রূপ আমিও করিব। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলাম, কালেব ও যিহোশূয় এই দুই জন ভিন্ন তোমরা সেই দেশে কখন দেখিবা না, তোমাদের সন্তানেরা এই অরণ্যে পর্য্যটন করিয়া ক্ষুধাতে প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমাদের নূতন বংশকে আমি তোমাদের সাক্ষাতে লইয়া যাইব, সুতরাং ইহাতে তাহারাই সেই দেশ দেখিতে পাইবে। মূসা লোকদিগকে এই সকল বাক্য কহিলে পরে, তাহারা অত্যন্ত বিলাপ করিয়া কহিল, পরমেশ্বর যে স্থানের বিষয়ে আজ্ঞা করিয়াছিলেন এই ক্ষণে আমরা সেই স্থানে যাই, তাহাতে মূসা কহিল, এক্ষণে তোমরা কেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের কদাচ মঙ্গল হইবে না, এখন পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যে নাই, অতএব যাহাতে তোমরা শত্রুসম্মুখে আহত না হও, এমত চেষ্টা কর, এবং এস্থান হইতে

উঠিয়া যাইও না। কিন্তু তাহারা সেই কথা না শুনিয়া অহঙ্কার পূর্ব্বক গমন করিল। তখন অমালেকীয় ও কৈনানীয় লোকেরা নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া হর্মা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রহার করিল।

সপ্তদশ।

কোরহ ও দাথন ও অবিরাম প্রভৃতির বিপক্ষতার

লেবীর প্রপৌত্র কোরহ ও রুবেন বংশীয় দাথন ও অবিরাম ইহারা ঈর্ষ্যা ও অহংকারেতে প্রভাবযুক্ত হইয়া ইস্রায়েল্ বংশের দুই শত পঞ্চাশ জন সেনাপতি লইয়া মূসা ও হারোণের সঙ্গে বচসা করিয়া প্রধান পদের অংশ চাহিল। তাহাদের সাহস দেখিয়া মূসার চমৎকার জ্ঞান হইলে. সে অধোমুখ হইয়া পড়িয়া পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া সে কহিল, লোকদিগকে লইয়া যাইতে যাহাকে পরমেশ্বরের মনোনীত করিয়াছেন, তাহা কল্য প্রকাশিত হইবে। মূসা কোরহকে ও তাহার সহকারী লেবীগণকে আবাসের দ্বারে ধূপ জ্বালাইবার নিমিত্তে পরদিবসে হারোণের নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিয়া কহিল। কাহাকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বর আপনি প্রকাশ করিবেন। এবং মূসা দাথনকে ও অবিরামকে ডাকিতে লোক পাঠাইলে, তাহারা কহিল আমরা যাইব না। পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন

তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে পৃথক হও, তাহাতে আমি তাহাদিগকে এক নিমেষে বিনষ্ট করি। তাহাতে তাহারা উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, হে ঈশ্বর হে সমস্ত প্রাণির ঈশ্বর এক জন পাপ করিলে কি তোমার ক্রোধ সমস্ত মণ্ডলীর উপরে প্রজ্বলিত হইবে? তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি মণ্ডলীকে কহ তোমরা কোরহের ও দাথনের ও অবিরামের শিবিরের সমীপহইতে উঠিয়া যাও, তাহাতে মূসা মণ্ডলীকে কহিল, আমি বিনয় করি তোমরা এই দুষ্ট লোকদের সমূহ পাপেতে যেন বিনষ্ট না হও, এই জন্যে তাহাদের শিবিরের নিকটহইতে উঠিয়া যাও, ও তাহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না। তাহাতে তাহারা কোরহের ও দাথনের ও অবিরামের শিবিরের নিকটহইতে চতুর্দ্দিকে উঠিয়া গেল, এবং দাথন ও অবিরাম বাহির হইয়া আপন২ স্ত্রী ও পুত্রগণের সহিত আপন২ শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য্য করিতে আমাকে পাঠাইলেন, আমি আপন অভিমতে ইহা করি নাই, তাহা ইহাতেই জানিতে পারিবা। যদ্যপি এই মনুষ্যেরা সাধারণ লোকদের ন্যায় মরে, তবে পরমেশ্বর আমাকে পাঠাইলেন না। কিন্তু পরমেশ্বর যদি অদ্ভুত কর্ম্ম করেন এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকেও তাহাদের সর্ব্বস্বকে গ্রাস করে, ও তাহারা জীবৎ থাকিতে কবর প্রাপ্ত হয়, তবে এই মনুষ্যেরা যে পমেশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

পরে মূসার এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের অধস্থ ভূমি বিদীর্ণ হইল, এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ও তাহাদের তাবৎ শিবির ও সম্পত্তিকে গ্রাস করিল, তাহাতে তাহারা ও তাহাদের তাবৎ পরিবার জীবিত থাকিতে কবর প্রাপ্ত হইল, ও পৃথিবী তাহাদের উপরে চাপিয়া পড়িল, তাহাতে তাহারা বিনষ্ট হইল। এবং তাহাদের রবেতে তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থিত মনুষ্যেরা পলায়ন করিল, কেননা তাহারা কহিল কি জানি যদি পৃথিবী আমাদিগকেও গ্রাস করে, পরে পরমেশ্বর হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ঐ ধূপনিবেদনকারি দুইশত পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ করিল।

এই সকল দৃষ্টান্তস্বরূপ শাস্তিতে লোকেরা ভয় পাইয়া আপন ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের মন এমত কঠিন হইয়াছিল, যে তাহারা মূসাকে ও হারোণকে তাহাদের স্বজাতীয় লোকদের মৃত্যুর বিষয়ে দোষা করিল, এবং লোক সকল মূসা ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা করিয়া কহিল, তোমরাই পরমেশ্বরের লোকদিগকে বিনষ্ট করিলা। পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে উঠিয়া যাও, তাহাতে আমি এক নিমেষে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তখন তাহারা উবুড় হইয়া পড়িল; অপর মূসা হারোণকে কহিল, তুমি ধুনাচি লও এবং বেদির উপর হইতে অগ্নি লইয়া তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধুনা-

দিয়া মণ্ডলীর নিকটে শীঘ্র গিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর, কেননা পরমেশ্বরের সম্মুখ হইতে ক্রোধ নির্গত হওয়াতে মহামারীর উপক্রম হইল। তখন হারোণ মূসার আজ্ঞানুসারে ধুনাচি লইয়া মধ্যে দৌড়িয়া গেল, কিন্তু তখন লোকদের মধ্যে মহামারী পরাক্রম করিয়াছে, কিন্তু সে মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে দাড়াইল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ মহামারী নিবৃত্ত হইল। অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল বংশকে কহিয়া তাহাদের পিতৃবংশানুসারে প্রত্যেক অধ্যক্ষের এক২ যষ্টি গ্রহণ কর, এবং প্রত্যেকের যষ্টিতে তাহাদের প্রত্যেকের নাম লেখ। পরে যে লোক আমার মনোনীত হইবে, তাহার যষ্টি পুষ্পিত হইবে, তাহাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের বাদানুবাদ নিবৃত্ত হইবে। পরে মূসা পরমেশ্বরের সম্মুখে ঐ সকল যষ্টি তুলিয়া রাখিল, তাহা পরদিবসে সে দেখিল যে লেবীবংশের কারণ হারোণের যষ্টি অঙ্কুরিত ও মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বাদাম ফল ধরিয়াছে। এবং অন্য২ যষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় আছে, তাহাও দেখিল, এই রূপে নির্ব্বিঘ্নে হারোণের যাজকতা পদ স্থাপিত হইল, এবং বিরুদ্ধাচারি লোকদের প্রতিকূলে ভাবিকালে সাক্ষিস্বরূপ হইবার জন্যে সেই পুষ্পিত যষ্টি আবাসের মধ্যে রহিল।

অষ্টাদশ।

মূসার অযুক্তি সিদ্ধবাক্য।

হারোণের মৃত্যু ও সীহোন ও অগের পরাজয় করণের বিবরণ।

অরণ্যেতে সাঁইত্রিশ বৎসর ভ্রমণ করিয়া ইস্রায়েল বংশ সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া কাদেশে বাস করিল, এবং মরিয়ম মরিলে, সেই স্থানে তাহার কবর হইল। এবং সেই স্থানে মণ্ডলীর কারণ জল ছিল না, তাহাতে লোকেরা মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইয়া কহিল! হায় আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন পরমেশ্বরের সম্মুখে মরিল, তখন যদি আমাদের মৃত্যু হইত। তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যুর জন্যে পরমেশ্বরের মণ্ডলীকে কেন এই প্রান্তরে আনিলা? এই কুৎসিত স্থানে আনিবার জন্যে আমাদিগকে মিসরহইতে কেন বাহির করিলা, এই স্থানে পান করিবার জলও নাই। অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন তুমি যষ্টি গ্রহণ কর, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা হারোণ মণ্ডলীর লোককে একত্র করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে শৈলকে কহ, তাহাতে সে আপনার মধ্যহইতে জল নিঃসরণ করিবে। এইরূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে পর্ব্বতহইতে জল বাহির করিয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদের পশুগণকে পান করাইবা। তখন মূসা যষ্টি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলীকে পর্ব্বতের সম্মুখে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিল; হে অত্যাচারিগণ মনোযোগ কর, আমরা তোমাদের নিমিত্তে কি এই পর্ব্বতহইতে জল

বাহির করিব? পরে মূসা আপন হস্ত তুলিয়া ঐ যষ্টি-দ্বারা পর্ব্বতে দুইবার আঘাত করিল, তাহাতে তাহা হইতে প্রচুর জল নির্গত হইলে, মণ্ডলী ও তাহাদের পশুগণ পান করিল। মূসা ইহা করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, যেহেতুক সে ক্রোধচিত্তে সেই শৈলকে আজ্ঞা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না করিয়া আপনি ও হারোণ সম্মান গ্রহণ করিল, কেননা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা কেবল শৈলকে কহিলেই হইত, কিন্তু পর্ব্বতকে দুইবার আঘাত করাতে আপনার অপ্রত্যয় প্রকাশ করিল, অতএব পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন তোমরা ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে আমার সম্মান করিতে আমার কথাতে প্রত্যয় করিলা না, অতএব আমি এই মণ্ডলীকে যে দেশ দিব সেই দেশে তোমরা তাহাদিগকে আনিবা না?

পরে মূসা কাদেশ হইতে সীয়র পর্ব্বত নিবাসি ইস-বংশীয় ইদোমের রাজার নিকটে লোকদ্বারা এই কথা প্রেরণ করিল, তোমার ভ্রাতৃলোক ইস্রায়েল বংশ এই কথা কহে, আমাদের প্রতি যে সমস্ত ক্লেশ ঘটিয়াছে তাহা তুমি জ্ঞাত আছ, আমাদের পিতৃগণ মিসরদেশে গিয়াছিল, এবং আমরা অনেক দিন বাস করিয়াছি, তাহাতে মিসরীয় লোকেরা আমাদের প্রতি ও আমাদের পিতৃগণের প্রতি কুব্যবহার করিয়াছে। অতএব আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি আমাদের রব শুনিলেন, এবং দূত প্রেরণ করিয়া মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন, এখন দেখ,

আমরা তোমার দেশের সীমাস্থিত কাদেশ নগরে আছি। এইক্ষণে তুমি আপনার দেশের মধ্যদিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও, ইহা বিনয় করি, আমরা তোমার শস্য ক্ষেত্রের কি দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যদিয়া যাইব না, ও কূপের জলও পান করিব না। এবং যদি আমরা কিম্বা আমাদের পশুগণ জলপান, করি কিম্বা করে, তবে আমি তাহার মূল্য দিব, কেবল রাজপথ দিয়া গমন করিব, যে পর্য্যন্ত তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই তাবৎ দক্ষিণে কি বামে ফিরব না। তাহাতেই ইদোমের রাজা কহিল, তোমরা দেশের মধ্যদিয়া যাইতে পারিবা না। এই মতে ইদোম ইস্রায়েল বংশকে পথ না দেওযাতে, তাহারা তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া হোর পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল। এবং ঈশ্বরের বাক্যানুসারে হোর পর্ব্বতে হারোণের মৃত্যু হইল, তাহাতে তাহার পুত্র ইলীয়াসর পিতার প্রধান যাজকত্ব পদ পাইল।

অপর ইস্রায়েল বংশ অথারিম পথদিয়া আসিতেছে এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ কৈনান দেশায় অরাদদেশের রাজা তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে আইল। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমপণ করিল। তাহাতে ইস্রায়েল বংশ তাহাদিগকে ও তাহাদের নগরকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিল। এবং সেই স্থানের নাম হর্মা অর্থাৎ সমূলোচ্ছিন্ন রাখিল। পরে তাহারা ইদোম দেশ প্রদক্ষিণার্থে হোরের পর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিলে পর, ভ্রান্তিতে লোকদের প্রাণ বিরক্ত হইল। তাহাতে

ঈশ্বরের ও মূসার প্রতিকূলে কহিতে লাগিল, তখন পরমেশ্বর লোকদের প্রতি অগ্নিবৎ সর্প প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহারা লোকদিগকে দংশন করিলে, অনেক লোকেই মরিল, অতএব লোকেরা মূসার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা পরমেশ্বরের ও তোমার প্রতিকূলে কথা কহিয়া পাপ করিলাম। পরমেশ্বর আমাদের নিকট হইতে এই সর্পদিগকে লইয়া যাউন, তাঁহার কাছে তুমি এই প্রার্থনা কর, তাহাতে মূসা লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিল, তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি পিত্তলের এক সর্প নির্মাণ করিয়া এক দণ্ডাগ্রে রাখ, তাহাতে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে সর্পদষ্ট প্রত্যেক জন বাঁচিবে, তাহাতে সেই রূপ হইল।

পরে ইস্রায়েল বংশ মোয়াব দেশ এড়াইয়া অর্ণন-নদী পার হইয়া পিস্‌গা পর্ব্বতের নিকটে শিবির স্থাপন করিল। এবং ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নিকটে দূত পাঠাইয়া তাহার রাজ্য দিয়া গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সীহোন রাজা বলবান্‌ ছিল, সে সীহবন ও অর্ণন নদী পর্য্যন্ত মোয়াবের বহুনগর জয় করিয়াছিল। এবং এক্ষণে সে ইস্রায়েল বংশকে স্বদেশ দিয়া যাইতে পথ না দিয়া আপনার সকল লোক একত্র করিয়া অরণ্যেতে ইস্রায়েল বংশকে আক্রমণ করিতে গমন করিল। কিন্তু সে রাজা পরাজিত হইয়া সংহারিত হইলে, অর্ণন অবধি যার্ব্বোক পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেশ ইস্রায়েল বংশের হস্তগত হইল, তখন মূসা যাসের নগর অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিয়া ও নগর সকল

হস্তগত করিয়া সেই স্থানস্থিত ইমোরীয়দিগকে দূর করিল। পরে ইস্রায়েলবংশ ফিরিয়া বাসনের পথদিয়া গমন করিল, তাহাতে বাসনের রাজা, ওগ ও তাহার সমস্ত লোক বাহির হইয়া তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে ইদ্রীয়িতে গমন করিল। তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন তুমি ইহাতে ভীত হইও না। কেননা আমি তোমার হস্তে তাহাকে ও তাহার লোক সকলকে ও তাহার দেশকে সমর্পণ করিব, এমতে ইস্রায়েলবংশ তাহাকে এবং তাহার লোকদিগকে আঘাত করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিল। এবং যিরীহোর সম্মুখস্থিত যর্দ্দননদীর তীরে মোয়াবের দেশ সেই স্থানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল।

উনবিংশতি।

বিলিয়মের বিবরণ এবং মিদিয়োনদিগের উচ্ছিন্নতার বৃত্তান্ত।

ইস্রায়েলবংশ ইমোরীয়দের প্রতি যে ব্যবহার করিল, তাহা সিপ্পোরের পুত্র মোয়াবের রাজা বালাক দেখিল, তাহাতে সে ভীত হইয়া বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইল, দেখ যে সমূহ লোক মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাঁহারা এখন আমাদের দেশের সম্মুখে আছে, আমি নিবেদন করি, ইহারা আমাহইতে বলবান্, অতএব যদি তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে এই লোকদিগকে অভিশাপ দেও, তাহাতে আমি জয়ী হইয়া

তাহাদিগকে বধ করিতে কিম্বা দেশহইতে দূর করিতে পারিব। পরে মোয়াবের ও মিদিয়োনের প্রাচীন লোকেরা এই কর্ম্মের পুরস্কার হস্তে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া বালাকের কথা তাহাকে কহিল, তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা অদ্য রাত্রিতে এই স্থানে বাস কর, পরমেশ্বর ইহাতে যাহা কহিবেন তাহা আমি তোমাদিগকে কহিব। পরে প্রাতঃকালে বিলিয়ম তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আপন দেশে যাও, কেননা তোমাদের সহিত আমার গমনেতে পরমেশ্বর অসম্মত আছেন, তাহাতে তাহারা বালাকের নিকটে ফিরিয়া গেলে, সে পুনর্ব্বার তাহাদের হইতে অতি সম্ভ্রান্ত অনেক অধ্যক্ষগণকে প্রেরণ করিল। তাহাতে তাহারা বিলিয়মের নিকটে আসিয়া কহিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক এই কথা কহে, আমি নিবেদন করি, আমার নিকটে আসিয়া তোমার কিছুই বিঘ্ন না হউক। আমি তোমাকে অতিশয় সম্মান বিশিষ্ট করিব, এবং যাহা আজ্ঞা করিবা, তাহাই করিব, অতএব বিনয় করি, তুমি আসিয়া এই লোকদিগকে আমার নিমিত্তে শাপ দেও। তাহাতে বিলিয়ম উত্তর করিল, যদ্যপি বালাক রৌপ্য সুবর্ণেতে পরিপূর্ণ আপন ভাণ্ডার আমাকে দেয়, তথাপি ন্যূনাধিক করণে আমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কিন্তু তোমরা এই রাত্রিতে এই স্থানে প্রবাস কর, পরমেশ্বর আমাকে আর যাহা কহিবেন, তাহাও

আমি জানাইব। ইস্রায়েলবংশ সত্য পরমেশ্বরের লোক, এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইহা জানিলেও বিলিয়ম আপনি রাজ পরিচিত হইবার নিমিত্তে রাজার সম্মান লইতে উৎসুক হইল, এবং বহু মূল্যের ভেট লইতে মনে লোভ করিল, পরমেশ্বর তাহার অধর্ম্মের ও লোভের দণ্ড দিতে তাহাকে আপন ইচ্ছানুসারে তাহা করিতে দিয়া তাহা-কে যাইতে দিলেন।

অপর তাহার গমন করাতে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং পরমেশ্বরের দূত শত্রু স্বরূপ হইয়া তাহার পথে দাঁড়াইল। বিলিয়ম যে গর্দ্দভীতে আরোহণ করিল, সে দুইবার পরমেশ্বরের দূতকে এড়াইয়া যাইতে পথের পার্শ্বদিয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু বিলিয়ম আপনার উপস্থিত বিপদ্ না জানিয়া ঐ গর্দ্দভীকে প্রহার করিল। তৃতীয়বারে যখন গর্দ্দভী ভূমিতে পড়িল, তখনও সে ক্রোধে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিল। তাহাতে পরমে-শ্বর ঐ গর্দ্দভীকে বাকশক্তি দিলে, গর্দ্দভী বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম, যে তুমি আমাকে বিনাপরাধে তিনবার প্রহার করিলা, ইহাতে সে উত্তর করিল, আমার হস্তে যদি খড়্গ থাকিত তবে আমি এখনই তোমাকে বধ করিতাম। তখন পরমেশ্বর বিলিয়মের চক্ষুঃপ্রসন্ন করিলে, সে পথের মধ্যে নি-ষ্কোষ খড়্গধারী পরমেশ্বরের দূতকে দণ্ডায়মান দে-খিল, তাহাতে সে তাহাকে প্রণাম করিতে উবুড় হইয়া

পড়িল। তখন বিলিয়ম পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আমি অপরাধ করিলাম, তুমি যে আমার বিরুদ্ধে পথে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা আমি জানি নাই, কিন্তু এক্ষণে যদি তোমার ইহাতে অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরিয়া যাই, তাহাতে পরমেশ্বরের দূত বিলিয়মের পাপের অনুতাপ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা দেখিয়া তাহাকে কহিল, তুমি যাইতে পার, কিন্তু আমি যে কথা তোমাকে কহিব, তুমি কেবল তাহাই কহিবা তাহাতে বিলিয়ম বালাকের অধ্যক্ষগণের সহিত গমন

বালাক বিলিয়মের আগমনের সংবাদ শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল, এবং তাহাকে বালের উচ্চস্থানে লইয়া গেল, সেই স্থানে সাতবেদীতে বলিদান হইত। এবং বিলিয়ম পরমেশ্বরের কর্তৃত্বের বশীভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, মোয়াবের বালাক রাজা যাকূবকে অভিশাপ দিতে এবং ইস্রায়েল বংশের প্রতি অভিশাপ দিতে আমাকে আনিল, কিন্তু পরমেশ্বর যাহাকে শাপ দেন নাই আমি তাহাকে কিরূপে শাপ দিব। দেখ ঐ লোক সমূহই কেবল বাস করিবে অন্য জাতির মধ্যে গণিত হইবে না। ইস্রায়েলের চতুর্থাংশের একাংশ কে গণনা করিতে পারে? ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক তাহার অন্তিমকালের তুল্য আমার অন্তিমকাল হউক।

পরে বালাক বিলিয়মকে পিস্‌গার শৃঙ্গেতে লইয়া গিয়া সেই স্থানে আর সপ্তযজ্ঞ বেদি নির্ম্মাণ করিল,

এবং প্রত্যেক বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল। পরে বিলিয়ম আপন চক্ষুঃ তুলিয়া সকল বংশের সহিত বাসকারি ইস্রায়েল বংশকে দেখিল. এবং তাহাতে ঈশ্বরের আত্মার আবির্ভাব হইলে, সে কহিতে লাগিল, হে যাকূব বংশ তোমার শিবির, ওহে ইস্রায়েল বংশ তোমার আবাস কেমন সুন্দর, তাহা বিস্তারিত উপত্যকার ন্যায়, ও নদীতীরস্থ উদ্যানের ন্যায় ও জল নিকটস্থ এরস বৃক্ষের ন্যায়, তাহার বীজ হইতে এক মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া অনেক জাতির উপরে কর্তৃত্ব করিবে, ও তাহার বাসা আকাশ অপেক্ষা ও উন্নত হইবে, ও তাহার রাজ্য বর্ত্তমান হইবে। পরমেশ্বর তাহাকে মিসরদেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সে অন্য জাতীয় শত্রুগণকে গ্রাস করিবে, ও তাহাদের অস্থি চূর্ণ করিবে, ও আপন বলদ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিবে, যে কেহ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে সে আশীর্ব্বাদ পাইবে, ও যে কেহ তাহাকে শাপ দিবে সে শাপগ্রস্ত হইবে। তখন বিলিয়মের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে, সে আপন হস্তে হস্তের আঘাত করিয়া কহিল শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু তুমি তিন বার সর্ব্বতো ভাবে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলা, এখন তুমি স্বস্থানে পলায়ন কর, আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানিত করিব, ইহা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দেখ, পরমেশ্বর তোমাকে সম্মান পাইতে নিবৃত্ত করিলেন। তাহাতে বিলিয়ম কহিল, বালাক শোন ও

কৃপাতে পরিপূর্ণ আপন ভাণ্ডার আমাকে দিলেও, আমি আপন ইচ্ছাতে ভাল কি মন্দ করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, আমি তাহাই করিব, এই কথা কি আমি তোমার দূতগণের সাক্ষাতে কহি নাই, আইস, এই লোকেরা শেষ যুগে তোমার লোকদের প্রতি কি করিবে, তাহা তোমাকে জ্ঞাত করি। এবং বিলিয়ম কহিল, আমি তাহাকে দেখিতেছি কিন্তু এক্ষণে নয়, ও তাহার দর্শন পাইতেছি, কিন্তু নিকটে নয়, যাকুব হইতে এক তারা নির্গত হইবে, ও ইস্রায়েলবংশ হইতে এক রাজদণ্ড উৎপন্ন হইবে; এবং যাকুব হইতে উৎপন্ন এক ব্যক্তি কর্তৃত্ব করিবেন, এবং ইদোম ও সেয়ীর তাহাদের অধিকৃত হইবে, এবং ইস্রায়েল বংশ বীরের ন্যায় আচরণ করিবে।

বিলিয়ম স্বস্থানে যাইবার সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া বালাককে মোয়াবের এবং মিদিয়ানের কন্যাগণদ্বারা ইস্রায়েলবংশকে ভুলাইতে পরামর্শ দিল, কেননা এই রূপে তাহারা দেবপূজাতে আসক্ত হইলে, ঈশ্বরের কৃপা, ও আশ্রয় হারাইবে। ঐ মন্ত্রণা বালাক শুনিলে পরে, মিদিয়ানের পুত্তলিকা সেবিকা স্ত্রীরা ইস্রায়েলবংশের প্রতি প্রেমযুক্তা হইয়া তাহাদিগকে অতিশয় দোষগ্রস্ত কুক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করাইল, তাহাতে তাহারা বালপিওর দেবকে পূজা করিল। পরে মূসা অনেক অত্যাচারিদিগকে দণ্ড করিল, এবং হারোণের পৌত্র উগ্রস্বভাব ফিনিয়াস নামক এক বলবান্ ব্যক্তি প্রহার-

দ্বারা সকল কুকর্ম্ম শাসন করিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাকে অনন্ত যাজকত্বপদে নিযুক্ত করিয়া, পুরস্কার করিতে মনস্থ করিলেন, এবং মিদিয়োন জাতিসমূহ দণ্ডপ্রাপ্ত হইল, কেননা তাহার ইস্রায়েলবংশকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা প্রাণে বিনষ্ট না হইয়া রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইল, এবং দুষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা বিলিয়ম যুদ্ধেতে হত হইল।
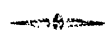
বিংশতি

ইস্রায়েল বংশের প্রতি মূসার উপদেশ ও তাহার মৃত্যুর বিবরণ।

মূসার একশত বিংশতি বৎসর বয়স হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে তাহার মৃত্যুর কথা জানাইলেন, এবং কহিলেন, যর্দ্দন নদীর পারে যাইতে পারিবা না, তাহাতে মূসা যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলবংশকে ডাকিয়া তাহাদিগকে নিবেদন পূর্ব্বক কহিল। হে ইস্রায়েলবংশ আমি যে বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিতে তোমাদিগকে শিক্ষা দিই, তাহাতে মনোযোগ কর, তাহাতে তোমরা বাঁচিবা, এবং তোমাদের পৈত্রিক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অধিকার পাইবা, আমাকে এই দেশে মরিতে হইবে, এবং যর্দ্দননদীর পারে যাইতে হইবে না, কিন্তু তোমরা পার হইয়া সে উত্তম দেশ অধিকার করিবা। তোমরা যেন আপনাদের স্থিরীকৃত আপন

প্রভু পরমেশ্বরের নিয়ম বিস্মৃত না হও, ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিষিদ্ধ কোন খোদিত প্রতিমা ও কোন প্রাণির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ না কর, এই জন্যে তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান হও, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে তাহার সাক্ষাতে কুক্রিয়া করিও না। নতুবা আমি অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে স্বর্গ ও মর্ত্যকে সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, তৎকালে তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দনন্দী পার হইয়া যাইবা, সে দেশ হইতে শীঘ্র নিঃশেষে বিনষ্ট হইবা, তাহার মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবা না, কিন্তু নির্ম্মূলে উচ্ছিন্ন হইবা, এবং পরমেশ্বর অন্যজাতির মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবেন, যে স্থানে পরমেশ্বর তোমাদিগকে আনিবেন, সেই অন্যদেশীয় লোকদের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবা। কিন্তু সেই স্থানে যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ কর, তবে আপনি তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাহার অন্বেষণ করিলে তাহার উদ্দেশ পাইবা, যখন তোমাদের দুঃখ উপস্থিত হইবে ও এই সমস্ত তোমাদের প্রতি ঘটিবে, তখন সেই ভবিষ্যৎকালে যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি মনঃ ফিরাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন দয়াপ্রযুক্ত তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না, ও তোমাদিগের বিনাশ করিবেন না, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যে নিয়মিত বিষয়ে দিব্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত কদাচ

হইবেন না, এবং তোমরা তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবা কি না, তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে ও তোমাদের অন্তঃকরণ জানিতে ও তোমাদিগকে নম্র করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে২ পথে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর। মনুষ্যজাতি কেবল রুটীদ্বারা প্রাণধারণ করিতে পারে না, কিন্তু পরমেশ্বরের মুখ হইতে নির্গত যে২ বাক্য তাহাদ্বারাই প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে তিনি তোমাদিগকে নম্র ও ক্ষুধিত করিয়া তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অজ্ঞাত যে মান্না তাহা দিয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিলেন। এবং মনুষ্য জাতি যেমন আপন পুত্রকে শাসন করিয়া থাকে, তোমাদিগের প্রতিও পরমেশ্বর তাদৃশ শাসন করিয়া থাকেন, ইহা তোমরা মনে২ বিবেচনা করিয়া দেখ, কেননা তোমরা অপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় ও তাঁহার পথে গমন দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। যে দেশে জলস্রোতঃ, উনুই, ও জলাশয় আছে, এবং গোধূম ও যব ও দ্রাক্ষা ও ডুম্বর ও দাড়িম্ব ও জিততৈল ও মধু উৎপন্ন হয়, এবং যে দেশে নানাভক্ষ্য খাইতে পাইবা, এবং কখন তাহার অপ্রতুল হইবেনা, এমৎ উত্তম দেশে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে আনিবেন, কিন্তু সাবধান, আমি অদ্য তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থা তোমাদিগকে দেই তাহা তোমরা পালন না করিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইও

না। তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে ও উত্তম গ্রথিত গৃহের মধ্যে বাস করিলে, এবং তোমাদের গোমেষাদির পাল বৃদ্ধি পাইলে, এবং তোমাদের স্বর্ণরূপ্যাদি ধন প্রচুর হইলেও, তোমরা কদাচ অহঙ্কারী হইও না। এবং যিনি মিসর দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিলেন, অগ্নিবৎ সর্প ও বিছাতে পরিপূর্ণ ও মহাভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যদিয়া তোমাদিগকে আনিলেন, এবং তোমাদের জন্যে নির্জল মরুভূমিতে অগ্নি ও প্রস্তরময় পর্ব্বত হইতে জল বাহির করিলেন এবং তোমাদিগের নম্রতার পরীক্ষা ও ভাবি মঙ্গলার্থে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত যে মান্না তাহাদ্বারা তোমাদিগকে প্রান্তরে প্রতি পালন করিলেন, এমন দয়াবান যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাকে তোমরা কদাচ বিস্মৃত হইও না, এবং আমরা আপন পরাক্রম ও বাহুবলেতে এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইলাম এমৎ কথা মনে করিও না, কিন্তু তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের স্মরণ করিবা, কেননা তিনি তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কাছে আপনি যে নিয়ম বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার মত স্থির করিতে ও তোমাদিগকে ধন পাইতে শক্তি দিলেন, তোমরা যে আপন ২ ধর্ম্ম ও অন্তঃকরণের সারল্য প্রযুক্ত তাহাদের দেশ অধিকার করিতে যাইবা তাহাই কেবল নহে কিন্তু এই জাতিদের অধর্ম্মপ্রযুক্ত এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহম ও ইসহাক ও যাকূবের প্রতি যে দিব্য করিয়াছেন, তাহার পালনার্থে তোমাদের সম্মুখহইতে

তাহাদিগকে বাহির করিবেন। অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ধর্ম্মপ্রযুক্ত এই উত্তমদেশে তোমাদিগকে অধিকার করিতে দিবেন না, ইহা জ্ঞাত হও, কেননা তোমরা নিতান্ত অবাধ্য লোক, অথচ তোমরা প্রান্তরের মধ্যে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে যে রূপ ক্রুদ্ধ করিয়াছিলা তাহা স্মরণ কর, কদাচ ভুল না, কেননা তোমরা মিসরদেশহইতে যাত্রা করণাবধি এই স্থানে আগমন পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী হইয়া আসিতেছ। হে ইস্রায়েলবংশ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করণ ও তাঁহার সকল পথে গমন ও তাঁহাতে প্রেম করণ এবং মনের সহিত তাঁহাকে সেবা করণ এবং পরমেশ্বরের যে২ আজ্ঞা ও যে২ বিধি তোমাদের হিতার্থে অদ্য আমি দি, এই সকল ব্যতীত পরমেশ্বর তোমাদের নিকটে আর কি চাহেন? আর পরমেশ্বর তোমাদের এবং তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে অনুগ্রহ করিয়া আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় করিবেন, তাঁহার কথাতে তোমরা মনোযোগ করিবা, যেমন প্রভু হোরেব পর্ব্বতে কহিলেন, আমি ইহাদের ও ইহাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তোমার সদৃশ এক ভবিষ্যদ্বক্তাকে উৎপন্ন করিব, ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব, তাহাতে আমি তাহাকে যে২ আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি তাহাদিগকে কহিবেন, তিনি আমার নামে যে২ কথা কহিবেন তাহা, যে জন না শুনিবে, তাহার বিচার আমি করিব। যদি তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য না শুন, তবে তোমরা যাবৎ বিনষ্ট না হও তাবৎ

তিনি তোমাদের সকল কর্ম্মে শাপ, খেদ ও লাঞ্ছনা দিবেন. পরমেশ্বর তোমাদিগকে যক্ষ্মা ও জ্বর ও অত্যন্ত দাহ, ও খড়গ ও বায়ু এবং বৃক্ষাদির রোগদ্বারা বিনষ্ট করিবেন। এবং তোমাদের মস্তকোপরি আকাশ পিত্তল হইবে, এবং অধস্থ পৃথিবী লৌহ হইবে। পরমেশ্বর তোমাদিগকে শত্রুদ্বারা প্রহারিত করিবেন। এবং তোমরা তাহাদের সন্নিধান হইতে পলায়ন করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে ভ্রমণ করিবা। এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে উন্মত্ততা ও অন্ধতা ও চিত্তের চমৎকার দ্বারা প্রহার করিবেন। এবং অন্ধেরা অন্ধকারে যেরূপ হাতড়ায় তোমরা মধ্যাহ্নকালে তদনুরূপ হাতড়াইবা, তোমরা সকল উপায়েতে সিদ্ধ হইবা না, এবং চিরকালের নিমিত্তে [illegible] রা ক্লেশিত ও ভ্রষ্ট হইবা, এবং কোন মনুষ্য তোমাদিগকে রক্ষা করিবে না। এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইবেন, সেই দেশে তোমরা এক আশ্চর্য্য ও এক উপমার এবং এক বিদ্রূপের স্থান হইবা, সকল বস্তু প্রচুর থাকিলেও, তোমরা মনের আনন্দের সহিত পরমেশ্বরের সেবা করিলা না, এজন্যে তোমরা ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে এবং বস্ত্রাদি সকল বস্তুর অভাবেতে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তোমাদের প্রতিকূলে প্রেরিত শত্রুগণের সেবা করিবা। উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় দ্রুতগামী এক জাতিকে তোমাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বর আনিবেন, এবং সে জাতির ভাষা তোমরা বুঝিতে পারিবা না, তাহাদের মূর্ত্তি অতি প্রচণ্ড, এবং সাহস প্রযুক্ত তাহারা যে

পর্য্যন্ত উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ না করিবে, তাবৎ তাহারা নগর দ্বার বেষ্টন করিয়া থাকিবে। এবং তোমরা অবরোধ ও ভক্ষ্যের অপ্রাচুর্য্য সময়ে আপন২ কন্যা ও পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিবা, তাহাতে শত্রুগণ তোমাদিগকে নিগ্রহ দিবে, আর প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর একান্ত হইতে অন্যান্ত পর্য্যন্ত নানা জাতির মধ্যে তোমাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিবেন। এবং তোমরা ঐ সকল জাতির মধ্যে থাকিয়া কোন সুখ পাইবা না, অধিকন্তু তোমাদের চরণ বিরাম পাইবে না, কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণকে কম্পান্বিত করিবেন, এবং তোমাদের দৃষ্টির ত্রুটি হইবে, এবং তোমাদের মনেতে ভাবনা জন্মিবে, এবং সশঙ্ক হইয়া তোমরা জীবন ধারণ করিবা। এং দিবারাত্রি তোমরা ভয়েতে থাকিবা, এবং তোমাদের বাঁচিবার আশা কিছুই থাকিবে না।

আমি যে সকল শাপের ও আশীর্ব্বাদ বিষয়ের কথা তোমাদিগকে কহিয়াছি, তাহা যখন তোমাদের প্রতি ঘটিবে, এবং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে দেশে তাড়িত হইবা, সেই দেশে থাকিয়া যখন তোমরা সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিবা, এবং আমার অদ্যকার আজ্ঞানুসারে যখন তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা পরমেশ্বরের দিকে ফিরিবে, এবং তাঁহার কথা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মান্য করিবে, তখন প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের দাসত্ব মোচন করিয়া যে সকল জাতির মধ্যে তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন, সেই সকল জাতিহইতে দয়াপূর্ব্বক

তোমাদিগকে একত্র করিবেন। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ স্বর্গের অন্তভাগে তাড়িত হইয়া থাকে, তবে সেখান হইতেও প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে আনয়ন করিবেন, এবং যে দেশ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অধিকার করিয়াছে, সেই দেশে তিনি তোমাদিগকে আনিয়া তাহা অধিকার করিতে দিবেন। এবং তিনি তোমাদের ভাল করিবেন, এবং তোমাদের পিতৃগণের অপেক্ষা তোমাদের বৃদ্ধি করিবেন, ইহাতে বাঁচিবার নিমিত্তে তোমরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ও সর্ব্বাত্মসাক্ষিতে প্রেম করিতে পার, এই অভিপ্রায়ে তিনি তোমাদের ও তোমাদের সন্তানগণের মনের ত্বক্‌ছেদ করিবেন। এবং তোমরা ফিরিয়া পরমেশ্বরের কথা শুনিবা, এবং তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিবা. এবং পরমেশ্বর যেমন তোমাদের পিতৃলোকদের প্রতি আহ্লাদিত ছিলেন, সেইরূপ তোমাদের প্রতিও হইবেন।

অতঃপর মূসা সমস্ত ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে এই সকল কথার শেষ করিয়া নূনের পুত্র যিহোশূয়কে ডাকিয়া কহিল তুমি শক্তিমান্ ও অতিশয় সাহসী হও কেননা পরমেশ্বর ইহাদিগকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেইদেশে এই লোকদের সহিত তোমাকে যাইতে হইবে। পরে মূসা মোয়াব প্রান্তরহইতে নিবোত পর্ব্বতে অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখস্থিত পিশগাশৃঙ্গে আরোহণ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর গিলিয়দ অবধি দান পর্য্যন্ত সমস্তদেশ ও সমস্ত নপ্তালি এবং ইফ্রিয়িমের ও মিনশির দেশ ও পশ্চিম দিকস্থ সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহু-

দীয় তাবৎদেশ এবং প্রান্তরস্থিত তালবৃক্ষ সকল বিরীহোর তলভূমি ও সোয়র পর্য্যন্ত অন্য তাবৎ দক্ষিণদেশ তাহাকে দেখাইলেন। এবং পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব যে দেশের বিষয়ে অব্রাহম ও ইস্‌হাক ও যাকূবের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সেই দেশ তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম, কিন্তু তুমি সেই স্থানে পার হইয়া যাইবা না।

তাহাতে পরমেশ্বরের দাস মূসা সেই স্থানে মরিল, কিন্তু কোন্ স্থানে তাহার কবর দেওয়া যায় তাহা কেহ অদ্যাবধি জানে না। পরে ইস্রায়েল বংশ মূসার নিমিত্তে মোয়াবের প্রান্তরে ত্রিশদিবস ক্রমাগত শোক সন্তাপ করিল।

প্রথম পুস্তক সমাপ্ত।

যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপ সংগ্রহ।

দ্বিতীয় পুস্তক।

প্রথম অধ্যায়।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৪৫১ বৎসরাবধি ১৪২৬ বৎসর পর্য্যন্ত।

যিহোশূয় কর্ত্তৃক কৈনান দেশের আক্রমণ।

পরমেশ্বরের সেবক মূসার মৃত্যুর পরে পরমেশ্বর নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মূসার সেবককে কহিলেন, আমার সেবক মূসা মরিল, এখন তুমি উঠিয়া এই সমস্ত লোকের সহিত এই যর্দ্দন নদী পার হইয়া তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশকে যে দেশ দিব, তাহাতে যাত্রা কর, যে প্রত্যেক স্থানে তুমি পাদার্পণ করিবা সেই সকল স্থান আমি মূসার প্রতি আপন বাক্যানুসারে তোমাকে দিব, তাহাতে প্রান্তর অবধি এই লিবানোন পর্য্যন্ত এবং মহানদী (অর্থাৎ) ফরাৎ নদী অবধি সূর্য্যাস্ত স্থানের দিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত হিত্তীয়দের তাবদ্দেশ তোমাদের সীমা হইবে, এবং তোমার যাবজ্জীবন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে কেহ শক্তি পাইবে না। আমি যেমন মূসার সহিত ছিলাম, তদ্রূপ তোমার

সহিত থাকিব, এবং তোমাকে ছাড়িব না, ও তো
মাকে পরিত্যাগ করিব না, তুমি শক্তিমান্ ও অতি-
শয় সাহসী হও, কেননা ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে
যে দেশ দিতে আমি দিব্য করিয়াছি, তাহা তুমি
এই লোকদিগকে অধিকার করাইবা, অতএব তুমি
শক্তিমান্ ও অতিশয় সাহসী হইয়া সাবধান পূর্ব্বক
আমার সেবক মূসার আজ্ঞাপিত সমস্ত ব্যবস্থানুসারে
কর্ম্ম কর, এবং সেই ব্যবস্থার পথ হইতে দক্ষিণে কি
বামে ফিরিও না, তাহাতে তুমি যে কোন স্থানে যাইবা
সে স্থানে ভাগ্যবান্ হইবা, এই ব্যবস্থাগ্রন্থ নিরন্তর
মুখস্থ কর, ও তন্মধ্যে লিখিত তাবৎ আজ্ঞা পালনার্থে
দিবারাত্রি তাহার আলোচনা কর, তাহাতে তোমার
পথ সফল হইবে, ও তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, আর
আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দি নাই? তুমি শক্তিমান্
হও, ও সাহসী হও, এবং ভীত ও নিরাশ হইও না,
তুমি যে যে স্থানে যাও, সেই সেই স্থানে তোমার
প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহিত আছেন।

যিহোশূয় তখন দুই জন চরকে দেশানুসন্ধান করিতে
পাঠাইল, তাহারা যিরীহো নগরে উপস্থিত হইয়া
রাহবনাম্নী এক স্ত্রীলোকের বাটীতে বাস করিল,
সেই নগরের রাজা তাহাদের সপ্রয়োজন আগমনের
সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ধরিতে সেই স্ত্রীলোকের
ঘরে দূতগণকে প্রেরণ করিল, কিন্তু রাহব ঐ উভয়
চরকে আপন গৃহের ছাতে লুকাইয়া রাখিয়া কহিল,
ঈশ্বর এই দেশ তোমাদিগকে দিলেন, ও তোমাদের

পরাক্রম শ্রবণে আমাদের ভয় উপস্থিত হইল, ও তোমাদের জন্যে এই দেশ নিবাসিলোকেরা উদ্বিগ্ন হইল, তাহা আমি জানি. কেননা মিসরদেশ হইতে তোমাদের বহির্গমনসময়ে পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে কি প্রকারে সূফ সমুদ্রের জল শুষ্ক করিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দন নদীর পারস্থিত সিহোন ও ওগ-নামক ইমরীয়দেশ দুই রাজার প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলা তাহা আমরা শুনিলাম, এবং শুনিবা মাত্র আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইল, তোমাদের জন্যে কাহারো মনে সাহসের উদয় হয় না, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তিনি উপরিস্থিত স্বর্গে ও অধস্থ পৃথিবীতে প্রভু হন অতএব এখন তোমাদের কাছে এক প্রার্থনা করি আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলাম, এই প্রযুক্ত তোমরা আমার পিতার বাটীর প্রতি অনুগ্রহ করিবে পরমেশ্বরের নাম লইয়া এই দিব্য কর, তাহাতে তাহারা সেই রূপ করিল। পরে ঐ স্ত্রী নগরের প্রাচীরোপরিস্থিত নিজগৃহের গবাক্ষদ্বার দিয়া রজ্জুদ্বারা তাহাদিগকে নামাইয়া দিলে, তাহারা যিহোসূয়ের নিকটে গিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই সমস্ত দেশ আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন ইহা সত্য, কেননা ইহার তাবদ্দেশীয় লোক আমাদের কারণ উদ্বিগ্ন আছে।

অনন্তর যিহোসূয় প্রত্যূষে উঠিয়া লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিল, পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুককে যাজকেরা যর্দ্দননদীতীরে লইয়া যাইতেছে, তাহার পশ্চাদ্গা

হও, যাজকগণ যর্দ্দননদীর জলে পাদস্পর্শ করিবামাত্র বেগে আগত স্রোতোজল রাশীকৃত হইয়া স্থগিত থাকিল, এবং গতস্রোতোজল লবণ সমুদ্রের প্রতি ভিন্নাংশ হইয়া হ্রাস পাইল, তাহাতে নদীর মধ্য স্থানদিয়া শুষ্কপথ হইল, তাহার পর নিয়ম সিন্দুক বাহি যাজকগণ নদীর মধ্যস্থিত শুষ্কপথে গিয়া যে পর্য্যন্ত ইস্রায়েললোকেরা নিঃশেষে পার না হইল, সেই পর্য্যন্ত থাকিল, কিন্তু যিরীহো নগরের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া সে দেশের শস্যভোজন করাতে মান্না নিবৃত্ত হইল, খ্রীষ্টের জন্মের ১৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ঘটিয়াছিল।

ঈশ্বর যিহোশূয়কে ঐ নগর সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, অপর ছয়বার প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তম বারের সময় যাজকগণ তূরী বাজাইলে, যিহোশূয় ইস্রায়েলের লোকদিগের প্রতি কহিল, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই নগর দিলেন, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি কর। এই নগর ও নগরস্থ সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের শাপগ্রস্ত হইবে. ইহার মধ্যে কেবল রাহব বেশ্যা স্ত্রী ও তাহার বাটীস্থিত সমস্ত সঙ্গিলোক বাঁচিবে; কেননা সে আমাদের প্রেরিত দূতগণকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, অতএব তোমরা শাপগ্রস্ত দ্রব্যহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবা, নতুবা তোমরা সেই শাপ ফল গ্রহণ করিয়া শাপগ্রস্ত হইবা, ও ইস্রায়েল বংশের শিবিরস্থ তাবৎ লোককে শাপগ্রস্ত করিয়া ব্যাকুল দিবা। তৎপরে যাজকগণ তূরী বাজাইলে, লোক

সকল উচ্চৈঃশব্দ করিবামাত্রে ঐ নগরের প্রাচীর সমভূমি হইল, ইহাতে লোকেরা নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাহব ও তাহার পরিজন ব্যতিরেকে সকল প্রাণী ও বস্তু মাত্রকেই অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল।

তদনন্তর যিহোশূয় ৩০০০ সৈন্য সঙ্গে করিয়া অয়-নগরকে আক্রমণ করিবার জন্যে গেল, কিন্তু তাহার সৈন্য সমূহ শত্রু সম্মুখহইতে পলাইল, যিহোশূয় ঐ রণভঙ্গেতে ব্যাকুল হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকটে স্তব করিবামাত্রে অপমানের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহাতে পরমেশ্বর উত্তর দিলেন, ইস্রায়েল বংশ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিল, কেননা শাপগ্রস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রতারণা করিল, সেই নিমিত্ত তাহারা আপনার শত্রুগণের সম্মুখে স্থিত থাকিতে না পারিয়া পলাইল, এই চৌর্য্য বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্যে সভা হইলে আখন নামক এক ব্যক্তি ধরা পড়িল, আর প্রতারণা করিতে না পারিয়া স্বীকার করিয়া বলিল, যিরিহো নগরে লুঠের দ্রব্যহইতে কিঞ্চিৎ চুরি করিয়া আমার তাম্বুর মধ্যে মৃত্তিকার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছি। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ দোষী ও তাহার পরিবার ও ধনসম্পত্ত্যাদি বিনষ্ট হইল, তাহাতে পরমেশ্বর সদয় হইয়া আপন লোকদিগকে অয়নগর লইতে ও ধ্বংস করিতে সমর্থ করিলেন, এই সকল জয়ের সংবাদ নিকটবর্ত্তি দেশেতে শীঘ্র প্রচার হইলে, কৈনান দেশের রাজারা ইস্রায়েল বংশের বড় বল ও আশ্চর্য্য সৌভাগ্য

দর্শনে ভীত হইয়া পরস্পর রক্ষার্থ আপনাদের সকল সৈন্য একত্র করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু গিবিয়ন দেশের লোকেরা ইস্রায়েল বংশের সহায় পরমেশ্বর ইহা অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে অন্য লোকের সহিত ঐক্য করিল না, বরং যিহোসূয়ের নিকটে দূতগণ দ্বারা এই নিবেদন করিয়া পাঠাইল, আমরা বিদেশস্থ লোক, তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য শুনিয়া আমরা তোমার শরণ লইতে আসিয়াছি, দূতেরাও ছলনা দ্বারা আপনাদিগের অবস্থা গোপন করিবার নিমিত্ত দূরাগত ব্যক্তিদিগের মত মলিন ও জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া ও ছাতাপড়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া যিহোসূয়ের নিকটে গিয়াছিল, এই ছলে ইস্রায়েল বংশের অধ্যক্ষগণ প্রবঞ্চিত হইয়া তোমাদিগকে কখন নষ্ট করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গিবন দেশীয় লোকদিগের সহিত সন্ধি করিল, এবং যে গিবিয়ন দেশ তাহারা দূত বাক্যানুসারে দূরদেশ বোধ করিয়াছিল, পরে সেখানে তিন দিবসের পর তাহারা উত্তীর্ণ হইলে, বোধ করিল যে ইহারা প্রতারণা করিয়াছে। ইহাতে ক্রোধপূর্ব্বক তাহাদিগকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। যিহোশূয় ও অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কেবল যাবজ্জীবন দাসত্বে নিযুক্ত করিল।

গিবন দেশীয় লোক ইস্রায়েল বংশের সহিত মেলন করিয়াছে, তাহা শুনিয়া যিরূসালম নগরের রাজা ও নিকটবর্ত্তিদেশের অমরাভীর অধ্যক্ষগণ সৈন্যসামন্ত লইয়া ঐ নগর আক্রমণ পূর্ব্বক উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত

হইল, ইহাতে গিবন দেশীয় লোক উপস্থিত দুর্দশা দেখিয়া তাহাদিগের বন্ধু যিহোশূয় নামক ব্যক্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল, তিনি ইহা শুনিবামাত্র তাহাদিগকে রক্ষার্থে সমুদয় রাত্রি গমন করিয়া পরমেশ্বর প্রসাদে শত্রুদিগকে পরাভব করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তি সন্ধ্যাকাল উপস্থিত বুঝিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া সূর্য্যকে কহিল, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মনোনীত লোকের শত্রুগণ নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি অস্তগমন করিও না, এবং তাহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে পরমেশ্বর এই রূপ বাক্যেতে যেমন কণ দিলেন, এমত আর কোন দিবস ছিল না, কেননা পরমেশ্বর আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টি করিয়া কৈনানদেশের লোকদিগকে বিনাশ করিলেন।

যিহোসূয় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে অল্পদিনের মধ্যে ঐ কৈনানদেশের প্রায় তাবৎ অংশ আক্রমণ করিল, ইহাতে তাহার স্বজাতীয় ইব্রিওলোক পরমেশ্বর যে দেশ তাহাদিগকে পূর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই দেশ অধিকার করিতে লাগিল। তদনন্তর এক ত্রিশ জন রাজা তাহাদের অধীন হইল, এবং সেই দেশের প্রাচীন নিবাসিগণ দেবদেবীর পুজা করিত, তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, তাহারা প্রায় সকলে বিনষ্ট হইল, কিন্তু পরমেশ্বরেচ্ছানুসারে তাহাদিগের জয়িদের শাস্তি দিবার নিমিত্ত তাহার মধ্যে কতক গুলিন রক্ষা পাইল।

তদনন্তর যিহোসূয় সেই দেশের সমুদায়াংশ ইস্রা-

য়েলবংশের লোকদিগকে বিতরণ করিতে লাগিল, পরমেশ্বর যে আশ্চর্য্য কার্য্য সিদ্ধ করিবার ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সে তাহা সমাধা করিয়া, এবং বৃদ্ধাবস্থা নিকটবর্ত্তিনী জানিয়া ইস্রায়েল লোক সকলকে একত্র করিল, এবং পরমেশ্বর যে অদ্ভুত কর্ম্ম তাহাদিগের হিতার্থ করিলেন, তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেবদেবীর পূজা দৃঢ় রূপে নিষেধ করিয়া কহিল, আমি বহু বয়স্ক বৃদ্ধ হইলাম, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সাক্ষাতে এই সকল জাতিদের বিষয়ে যে ২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তোমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছ, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। দেখ যর্দ্দন অবধি পশ্চিম দিগে মহা সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত জাতিদিগকে আমি উচ্ছিন্ন করিলাম, এবং যে সমস্ত জাতি অবশিষ্ট আছে, তাহাদের দেশকে আমি তোমাদের বংশানুসারে গুলিবাঁট দ্বারা বিভাগ করিলাম।

এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তোমাদের দৃষ্টি গোচর হইতে দূর করিবেন, এবং তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাদের দেশ অধিকার করিবা। অতএব তোমরা মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত তাবৎ বাক্য পালন করিতে সাহসী হও। তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিও না। এবং এই দেশস্থদের যে অবশিষ্ট জাতি তোমাদের মধ্যে বাস করে। তাহাদের মধ্যে গতায়াত করিও না, ও তাহাদের দেবতাদের নাম লইও না, ও তাহাদের নামে দিব্য করিও না, ও

তাহাদের সেবা করিও না, ও তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, কিন্তু তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত যেমন করিয়াছ তদ্রূপ আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে আসক্ত থাক, কেননা পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদিগকে দূর করিয়াছেন। অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। তোমাদের এক জন অন্য সহস্র জনকে তাড়না করিয়া দূর করিবে; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি আপন প্রতিজ্ঞানুসারে যুদ্ধ করিবেন, অতএব তোমরা আপনাদের জন্যে অতি সাবধান হইয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর। নতুবা তোমরা যদি কোন প্রকারে পরাবৃত্ত হও, ও তোমাদের মধ্যানিবাসি এই অবশিষ্ট জাতি-দের সহিত মিলিত হইয়া যদি তাহাদের সহিত বিবাহ কর, ও তাহাদের নিকটে তোমাদের, ও তোমাদের নিকটে তাহাদের, সমাগম হয়; তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে ঐ জাতিদিগকে আর দূর করিবেন না, কিন্তু তাহারা তোমাদের ফাঁদ ও জাল এবং কটির কণ্টক ও চক্ষুর কণ্টক স্বরূপ হইবে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। এখন তোমরা পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং সরল অন্তঃকরণে ও সত্যতাতে তাঁহার সেবা কর, এবং তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মহানদীর ওপারে, ও মিসরে যে দেবগণের সেবা করিয়াছিল, তাহা-দিগকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের সেবা কর। যদি পরমে-শ্বরের সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে কাহার সেবা করিবা, তাহাকে মনোনীত কর; কিন্তু

আমি ও আমার পরিজন আমরা সকলে পরমেশ্বরের সেবা করিব। তাহাতে লোকেরা উত্তর করিল, আমরা যে অন্য দেবগণের সেবার জন্যে পরমেশ্বরকে ত্যাগ করি এমত না হউক, কেননা যে পরমেশ্বর আমাদিগকে ও আমাদের পিতৃলোকদিগকে মিসরীয় দাসত্ব ভার হইতে আনিলেন, ও আমাদের দৃষ্টি গোচরে মহা-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন, এবং আমাদের গন্তব্য সমস্ত পথে ও যে২ লোকদের মধ্যদিয়া গেলাম, তাহাদের মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন, তিনি আমাদের প্রভু পরমেশ্বর। পরমেশ্বর সমস্ত লোকদিগকে অর্থাৎ দেশ নিবাসি ইমোরত্তীয়দিগকে আমাদের সম্মুখহইতে দূর করিলেন, অতএব আমরা পরমেশ্বরের সেবা করিব, তিনিই আমাদের প্রভু। তাহাতে যীহোশূয় লোক-দিগকে কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিবা না, কেননা তিনি সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বর, ও পাপে ক্রোধকারী ঈশ্বর, তিনি তোমাদের পাপ ও আজ্ঞা লঙ্ঘন ক্ষমা করিবেন না। তোমরা যদি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের সেবা কর, তবে তিনি ফিরিয়া তোমাদিগকে ক্লেশ দিবেন, ও তোমাদিগকে সংহার করিবেন। পরে লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল, না, আমরা পরমেশ্বরের সেবা করিব।

তোমরা পরমেশ্বরের সেবাকরণার্থে তাঁহাকে মনো-নীত করিয়াছ, এই বিষয়ে তোমরা আপনাদের প্রতিকূলে আপনারা সাক্ষী হইলা, তাহাতে তাহারা কহিল হাঁ আমরা সাক্ষী হইলাম, আপনাদের প্রভু

পরমেশ্বরের সেবা করিব, ও তাঁহার কথা মানিব, তা-হাতে যিহোশূয় সে দিবসে লোকদের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া ঐ সকল বিবরণ পরমেশ্বরের ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিল। যিহোশূয় এই প্রকারে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া ও লোকসমূহকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ বয়-সের এক শত দশ বৎসরে প্রাণ ত্যাগ করিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১৪২৬।

দ্বিতীয়।

অৎনীয়েল্, এহূদ, দেবোরা. এবং গিদিয়োন ইস্রায়েল লোকদের বিচার কর্ত্তার বিবরণ, এবং অবীমেল-কের রাজ্যাপহরণ বিষয়।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১৪১৬ অবধি ১১০৬ পর্য্যন্ত.

যিহোশূয় এবং তৎসম্পর্কীয় লোক যাহারা প্রান্তরে ঈশ্বরের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়াছিল, তাহাদিগের মৃত্যুর পরে, ইস্রায়েল লোকের মধ্যে অত্যন্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। উহাদিগের অনেক বিচারকর্ত্তা থাকাতে, তাহাদিগের প্রত্যেক বংশ আপন২ মঙ্গল চেষ্টা করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কৈনান-দেশীয় লোক সকলকে না তাড়াইয়া বরং তাহাদিগের সহিত বন্ধুতা ও মেল করিয়া তাহারা পরস্পর বিবা-হাদি সম্বন্ধ করিতে লাগিল, ইহাতে কালক্রমে ঐ লোকদিগের মন্দাচরণ দর্শনে তাহারা তাহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইয়া আপনাদিগের পিতৃপিতামহ প্রভৃতি

পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্মত প্রভু পরমেশ্বরের সেবা অবহেলা করিয়া নিকটবর্ত্তি লোকদিগের মতানুসারে দেবদেবীর পূজা করিতে লাগিল।

যে জাতীয় লোক ইস্রায়েলদিগকে কুপথে লওয়াইয়াছিল, তাহাদ্বারা সমুচিত দণ্ড দিবার জন্যে পরমেশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে ঐ জাতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহারা বারম্বার ইস্রায়েল লোকদিগকে পরাজয় করিয়া ও তাহাদিগের ধনসম্পত্ত্যাদি লুটিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক তাহাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। ইত্তোমধ্যে তাহারা অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, আপনাদিগের কৃতঘ্নতা ও পাপের বিষয়ে চেতন পাইয়া পরমেশ্বরের নিকটে ঐ অপরাধের মার্জ্জনা যাচ্ঞা করিল, পরমেশ্বর সর্ব্বদা দয়াশীল এবং পাপিলোকেরা যে সকল কুকর্ম্মে রত তাহারা তাহার প্রতিফল মরণ যন্ত্রণা না পাইয়া বরং তাহাহইতে মনঃনিবৃত্ত করিয়া যেন বাঁচে, তাহাতেও তিনি পরম সন্তুষ্ট, এই সকল কারণে তিনি তাহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

তদনন্তর পরমেশ্বর তাহাদিগকে শত্রুহস্তহইতে উদ্ধার করিবার জন্যে বারবার তাহাদিগের মধ্যে এক ২ জনকে সকলগুণযুক্ত করিয়া বিচারকর্ত্তৃরূপে উত্থাপন করিলেন। পরে ঐ সকল বিচারকর্ত্তার মরণের পর, তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বমত কুৎসিত দেবাদি পূজাতে রত হইল, তদনন্তর এই কুকর্ম্ম শাসনের জন্যে ঈশ্বরেচ্ছায় মিসপটমিয়া-

দেশের রাজা তাহাদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। বহুকালাবধি ঐ রাজাদ্বারা নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিলে, পাপের এই প্রতিফল হইতেছে, ইহা পরমেশ্বর সমীপে স্বীকার করিয়া আপনারা সেই পাপহইতে মনঃ নিবৃত্ত করিল। ইহাতে পরমেশ্বর অৎনীয়েল বিচারকর্ত্তাদ্বারা তাহাদিগকে শত্রুহস্তহইতে উদ্ধার করিলেন। খ্রীষ্টজন্মের ১৩৯৪ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা হইয়াছিল।

তৎপরে ক্রমাগত ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ভোগ করিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেব-পূজা করিতে লাগিল। তজ্জন্যে মোয়াব দেশের ইগ্লোন নামক রাজা তাহাদিগকে শাস্তি দিতে ক্ষমতা পাইল, কিন্তু ইস্রায়েল লোকেরা ১৮ বৎসর অবধি দাসত্বে থাকিলে, এহূদ নামক এক ব্যক্তি পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে ক্ষমতা পাইয়া ইগোলন নামক রাজাকে নষ্ট করিয়া ঐ মোয়াব লোকদিগকে পরাজয় করিল। খ্রীষ্ট জন্মের ১৩৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ঘটিয়াছিল।

তৎপরে এহূদের মরণের পর, ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পুনর্ব্বার কুকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তাহাদিগকে হৎসোর দেশের রাজা যাবিনের সীষিরা নামক সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ঐ সৈন্যাধ্যক্ষের নয়শত লৌহময় রথ ছিল, এবং তিনি ক্রমাগত ২০ বৎসর তাহাদিগের উপরে কঠিনরূপে কর্তৃত্ব করিলে, দেবোরা নাম্নী এক ভবিষ্যদ্বক্ত্রী তৎকালে ইস্রায়েল লোকের বিচারকর্ত্রী হইল, সেই

স্ত্রী ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বারক নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া কহিল, সীষিরার সঙ্গে যুদ্ধার্থে এক লক্ষ সৈন্য একত্র করিয়া গমন কর, কিন্তু বারক দেবোরাকে কহিল, আপনি আমার সঙ্গে না গেলে, এই কঠিন কর্ম্ম করিতে পারি না, পরে সেই স্ত্রী তাহার সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিয়া বারককে কহিল, পরমেশ্বর সীসিরাকে এক স্ত্রী লোকের হস্তদ্বারা নষ্ট করিবেন, একারণ এ জয়ের মর্য্যাদা তুমি পাইবা না, বারক তাবর পর্ব্বতে সৈন্য সমূহ একত্র করিতেছে, এই সংবাদ সীসিরা পাইবামাত্রে, লৌহময় রথ ও সৈন্যসামন্ত লইয়া তাহার সহিত রণভূমিতে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিল, দেবোরা বারককে কহিল উঠ, পরমেশ্বর অদ্যই তোমার হস্তে সীষিরাকে সমর্পণ করিলেন, তখন বারক ও তৎসৈন্য সমূহ পরমেশ্বরের উৎসাহ পাইয়া পর্ব্বতহইতে নীচে আসিয়া কৈনান দেশের রথারূঢ় যোদ্ধাগণের বিপক্ষে আগমন করিল।

পরমেশ্বর বারকের সম্মুখে সীষিরাকে ও তাহার সৈন্যগণকে উচ্ছিন্ন করিলেন, তাহাতে সীষিরা রথ হইতে অবরোহণ করিয়া পাদবিহারে পলায়ন করত হেবর নামক কিনিতীয়ের সিবিরে উত্তরিল, এবং ব্যাকুল ও পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করণার্থে ভূমিতে শয়ন করিল। তাহাতে হেবরের ভার্য্যা যায়েল তাম্বুর এক প্রেক এবং এক মুদ্গর হস্তে লইয়া তাহার কর্ণমূলে বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট করাইল, এই রূপে সে মরিল। এই রূপে পরমেশ্বর কৈনানের যাবিন নামক রাজাকে

ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে বশীভূত করিলেন। পরে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১১৯৬।

ইস্রায়েল লোক পরমেশ্বরেচ্ছায় শত্রু হস্তহইতে উদ্ধার পাইলেও, তাঁহাকে তাহারা পুনর্ব্বার ত্যাগ করিল, তাহাতে তিনি মিদিয়নীয় অতি নিষ্ঠুর লোকের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। তাহারা সৈন্যসামন্ত ও উষ্ট্রপ্রভৃতি নানাজাতীয় এত অধিক পশুসঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছিল, যে তাহাতে তথাকার তৃণমাত্রও ছিল না। ইহাতে ইস্রায়েল লোক সকল আহারাভাবে অতিশয় ক্লেশ পাইয়া ভয় প্রযুক্ত পলাইয়া পর্ব্বত গুহাতে লুকাইয়া রহিল। ইস্রায়েল লোক ক্রমাগত সাতবৎসর পর্য্যন্ত এই রূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ততা প্রযুক্ত অতিশয় দুঃখী হইয়া তাহারা আপনাদিগের পাপমোচনার্থে পরমেশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিল। ইতোমধ্যে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন মিদিয়োনীয়দের ভয়ে নির্জ্জনে যখন গম মর্দ্দন করিতেছিল, তখন পরমেশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন। তাহাতে গিদিয়োন উত্তর করিল, হায় ২ আমার প্রভু পরমেশ্বর যদি আমাদিগের সহায় আছেন, তবে আমাদিগের প্রতি এ সমস্ত দুর্ঘটনা কেন ঘটিল? এবং পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা আমাদিগকে কহিয়াছিল, তাহা কোথায়? এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর মিদিয়োনীয়দের

হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তুমি আপনার এই বলেতে গমন কর, তুমি মিদিয়োনীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিবা, আমি কি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি না? তাহাতে গিদিয়োন অতিনম্রতা পূর্ব্বক উত্তর করিল, হায়২ হে আমার প্রভো, দেখ মিনশির বংশের মধ্যে আমার বংশ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং আমার পিতার বাটীতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অত-এব আমি কি প্রকারে ইস্রায়েল বংশকে রক্ষা করিব? তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি অবশ্য তোমার সহায় হইব, তুমি মিদিয়োনীয়দিগকে এক মনু-ষ্যের ন্যায় সংহার করিবা।

ইহাতে সে কহিল, আমি যদি এখন আপনার কৃপাদৃষ্টি পাইলাম, তবে আপনি যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহার এক চিহ্ন আমাকে দেখাউন। আমি বিনয় করিতেছি যে পর্য্যন্ত আমি ভিতরে যাইয়া নৈবেদ্য লইয়া আপনকার সাক্ষাতে উৎসর্গ না করি, তাবৎ আপনি এ স্থান হইতে যাইবেন না। তখন গিদিয়োন অন্তরে যাইয়া এক ছাগবৎস ও তাড়ি শূন্য সূজীর পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার কাছে উৎসর্গ করিল। তাহাতে ঈশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, এই সকল বস্তু পাষাণের উপরিভাগে রাখ, তখন সে তাহা করিল। পরে পরমেশ্বরের দূত আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া পাষাণ স্পর্শ করিবামাত্রে তাহাহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ঐ মাংস ও পিষ্টক

দগ্ধ করিল। পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, বালদেবের যে বেদি আছে তাহা ভগ্ন কর, ও তাহার নিকটস্থ চৈত্যবৃক্ষচ্ছেদন কর, এবং এই পর্ব্বতের নিরূপিত স্থানে আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক নজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ ছিন্ন চৈত্য-বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা হোম কর। তাহাতে গিদিয়োন আ' পনার দশজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তদ্রূপ করিল। অপর নগরস্থ লোক সকল প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল, যে বালদেবের বেদি ভগ্ন হইয়াছে ও অন্য এক নূতন বেদিতে হোম বলি প্রদানাদি হইয়াছে, ইহাতে পরস্পর কহিতে লাগিল, এমত কর্ম্ম কে করিল? ক্ষণকাল বিলম্বে তাহারা জানিতে পারিল, যে যোয়া শের পুত্র গিদিয়োন এই কর্ম্ম করিয়াছে। তাহাতে তাহারা তাহার পিতা যোয়াশের নিকটে গিয়া কহিল, তোমার পুত্র আমাদিগের দেবতা নিন্দা করিতেছে, ইহাতেই আমাদিগের দ্বারা তাহার প্রাণনাশ হইবে। তখন যোয়াশ উত্তর করিল, তোমরা কি বালদেবের নিমিত্তে বাগ্যুদ্ধ করণে ও তাহার রক্ষাহেতু প্রবৃত্ত হই-তেছ? সে যদি যথার্থ দেবতা হয়, তবে যে লোক তা-হার বেদি ভগ্ন করিয়াছে, তাহার সহিত সে আসিয়া যুদ্ধ করুক। তৎপরে দেবপূজকেরা ঐ কথা সত্য বোধ করিয়া ক্ষান্ত হইল, এই কথা দ্বারা গিদিয়োনের নাম যিরুব্বাল (অর্থাৎ বাল যুদ্ধ করুক) রাখিল, তাহাতে গিদিয়োন পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে তূরী বাজাইয়া স্বদে-শীয় ও নিকটবর্ত্তি লোকদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল।

৩২০০০ জন অকস্মাৎ তাহার নিকটে আসিয়া একত্র হইল, কিন্তু যদ্যপি ইহার পূর্ব্বে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহার নিকটে এত সৈন্যসামন্তের সংসর্গ ছিল, তথাপি গিদিয়োন ভয়ে আপনার বলে সাহস করিল না, এবং নম্রভাবে এ বিষয় পরমেশ্বরেতে নির্ভর করিয়া সে বিনয় পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিল; হে পরমেশ্বর যদি আপনি আপনকার বাক্যানুসারে ইস্রায়েল বংশকে আমার হস্ত দিয়া বিপদহইতে উদ্ধার করেন, তবে তাহার প্রমাণের চিহ্ন দেখাউন। পরে গিদিয়োনের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, কেননা তাহার প্রার্থনানুসারে যে কতক গুলিন ছিন্নমেষলোম সে উঠানে রাখিল, তাহা সমস্ত শিশিরে ভিজা গেল, এবং তাহার চতুর্দ্দিকের ভূমি সকল শুষ্ক থাকিল, এবং পর রাত্রিতে এই আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিপরীত ঘটনা হইল, অর্থাৎ ঐ সকল লোম শুষ্ক রহিল, এবং ঐ সকল ভূমিতে শিশির পড়িল। এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে গিদিয়োন সাহস পূর্ব্বক প্রত্যূষে উঠিয়া মিদিয়োনীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করিল, কিন্তু এই বহুসৈন্য দ্বারা শত্রুদিগের পরাজয় হইলে, ইস্রায়েল লোক এমৎ কৃতঘ্ন ও অহঙ্কারী যে তাহারা অবশ্যই বলিবে আমরা নিজ পরাক্রমে জয়ী হইলাম, ইহা পরমেশ্বর অগ্রে নিশ্চয় বুঝিয়া যাহাতে তাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক স্বীকার করে যে পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে এই জয় হইল, এমৎ উপায় পরমেশ্বর গিদিয়োনকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র

শিবির মধ্যে যাও এবং যদি কেহ সেখানে রণকাতর ও ভীত থাকে, তবে তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা কর, এই কথানুসারে ২২০০০ লোক ফিরিয়া গেলে, অবশিষ্টের দশ হাজার সংখ্যাতেও প্রয়োজনের অধিক ছিল।

তদনন্তর জলপানার্থে সৈন্যসমূহ স্রোতোজলের নিকটে আইলে, তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলিন লোক জিহ্বা দ্বারা জল চাটিয়া খাইতে লাগিল, অপর কতক গুলিন জলপান করিতে হাঁটু পাতিল, ইহার মধ্যে যাহারা জল চাটিয়া খাইল, তাহারা তিন শত জন মাত্র, তাহাতে পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন, অন্য সকল লোককে বিদায় করিয়া এই তিন শত লোক দ্বারা আমি মিদিয়োনদিগকে পরাস্ত করিব। গিদিয়োন আপন সৈন্য মিদিয়োনীয়দের বহু সৈন্যের নিকটে আইলে, পরমেশ্বর সাহস দিবার জন্যে তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, এক জন দাসমাত্র সঙ্গে করিয়া মিদিয়োনীয়দের শিবির মধ্যে প্রবেশ কর। পরে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে গিদিয়োন শিবিরে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগের মধ্যে এক জন আপন বন্ধুর নিকটে এই স্বপ্নকথা কহিতেছিল, দেখ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন যবের ময়দাতে নির্ম্মিত এক পিষ্টক মিদিয়োনীয়দের শিবির মধ্যদিয়া গড়িয়া গেল, এবং তাহা তাম্বুর নিকটে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিলে, ঐ তাম্বু দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তাহাতে তাহার বন্ধু উত্তর করিল, ইহা গিদিয়োনের খড়্গব্যতীত আর কিছু নহে, পরমেশ্বর

মিদিয়োনীয় লোক ও তাহাদিগের সমস্ত শিবির এক কালে গিদিয়োনের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

এই কথা শুনিবামাত্রে সে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করণ পূর্ব্বক আপনাদিগের যোদ্ধাগণের নিকটে আসিয়া কহিল, এখন উঠ, পরমেশ্বর মিদিয়োনীয়দের সৈন্যসামন্ত আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। পরে গিদিয়োন ঐ তিন শত লোক তিনদলে ভাগ করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে এক২ তূরী ও এক২ ঘট তাহার মধ্যে এক২ প্রদীপ দিয়া শত্রুদিগের শিবির বেষ্টন করিল, তৎকালে তাহারা অত্যন্ত নিদ্রিত ছিল, যখন তাহার প্রত্যেক জন হঠাৎ তূরি বাজাইয়া এবং আপন২ হস্থ স্থিত ঘট ভাঙ্গিয়া পরমেশ্বরের কথানুসারে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "পরমেশ্বরের ও গিদিয়োনের খড়্গ," ইহাতে তাহাদিগের ঘোরতর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তাহারা জ্বলন্ত প্রদীপ দেখিয়া ও চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনির শব্দ মিশ্রিত তূরীশব্দ শুনিয়া অতিশয় ভয়ে ভাবিল, যে অনেক সৈন্য সামন্ত আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। ইহাতে নিরাশ ও শঙ্কাযুক্ত হইয়া এবং কে মিত্র কেবা শত্রু, তাহা জানিতে না পারিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত শঙ্কটাপন্ন বোধে পরস্পর খড়্গাঘাত করিতে লাগিল, ইহাতে গিদিয়োন অনায়াসেই তাহাদিগকে জয় করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১২৪৯।

পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা এই অদ্ভুত ক্রিয়ার সংবাদ পাইয়া যদ্যপি প্রথমে সঙ্গে যাইতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি তাহারা গিদিয়োনকে তিরস্কার করিয়া

কহিল, তুমি যুদ্ধ করিবার যাত্রাকালে কেন আমাদি-গকে আহ্বান করিলা না? তিনি নিজজয়ের গর্ব্ব না করিয়া সরল ও নম্রভাবে স্মরণ করিল, যে "শীলতার সহিত উত্তর করিলে রাগ নষ্ট হয়," ইহাতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া শিষ্টতা পূর্ব্বক কহিল, তোমাদের কর্ম্মের ন্যায় এমৎ আমি কি কর্ম্ম করিলাম, অবীয়ষরের তাবৎ দ্রাক্ষাফলের চয়নাপেক্ষা ইফ্রয়িমের অবশিষ্ট দ্রাক্ষাফল চয়ন কি অধিক ভাল নহে? ঈশ্বর মিদিয়োনীয় রাজগণকে তোমাদেরই হস্তগত করিলেন, আমি তো-মাদের ন্যায় কি কর্ম্ম সিদ্ধ করিলাম? ইফ্রয়িম লোক এই মিষ্ট বাক্যেতে নিবৃত্ত হইল, এবং তাহারা অন্যান্য ইস্রায়েল বংশের সহিত মেলন করিয়া গিদি-য়োনকে এই বিনতি করিল, যে দেশ আপনকার বলদ্বারা রক্ষা পাইল, সেই দেশের শাসনকর্ত্তা আপনি হউন। কিন্তু লোভের অভাব প্রযুক্ত তিনি এমৎ কর্ম্মের ভার লইতে ইচ্ছা না করিয়া স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক নিজ পরিজন লইয়া কালযাপন করিতে লাগিল। পরে গিদিয়োনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৪০ বৎসর ঐ দেশ নিষ্কণ্টকে রহিল। (খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১২০৯ বৎসর।)

তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র অবিমেলক এক জন ব্যতিরেকে সকল ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করিয়া ঐ দেশ শাসন করিতে লাগিল, যে সময়ে তাহার জীব-ভ্রাতা যোথম্ মনে করিল, আমার পিতা গিদিয়োন ইস্রায়েল বংশকে বিপদহইতে উদ্ধার করিয়াছিল

তথাপি তাহার বংশের প্রতি তাহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাই, একারণ সে তাহাদিগকে অনুযোগ করিয়া তাহাদের প্রতিকূলে সকল হইতে পুরাতন দৃষ্টান্ত কথা কহিল, যথা " বন বৃক্ষ সকল এক সময়ে আপনা-দিগের মধ্যে কাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করণার্থে গমন করিয়া একাদিক্রমে জিতবৃক্ষ, তৎপরে ডুম্বুরবৃক্ষ, পশ্চাৎ দ্রাক্ষালতাকে কহিল, তুমি আসিয়া আমাদিগের রাজা হও, কিন্তু ইহাতে প্রত্যেক বৃক্ষ অস্বীকার করাতে, বৃক্ষগণ অবশেষে কণ্টকবৃক্ষকে আপনাদিগের রাজত্বে অভিষিক্ত করিল, তাহাতে সে কণ্টক বৃক্ষ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তাহাতে যোথম্ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার পিতৃবংশের প্রতি যে লোক অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিল, তাহার দণ্ড ভোগ করিবার জন্যে তাহাদিগকে ও তাহাদের রাজাকে শাস্তি প্রদান করুন।

ইহাতে তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, পরে অবিমেলক ও তাহার সঙ্গিগণের মধ্যে অতিশয় বিবাদ উপস্থিত হইল, ইহাতে তাহার সঙ্গিগণ আপনাদের রক্ষার্থে এক দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই দুর্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পরে, তাহারা সকলে বিনষ্ট হইল, এবং তাহাদের নিষ্ঠুর রাজা অবিমেলক কিছু কাল বিলম্বে তদ্রূপ দুর্দশাতে পতিত হইল, অবিমেলক পূর্ব্বজয়ে অহঙ্কারী হইয়া অন্য এক নগর দগ্ধ করিবার নিমিত্তে অতিশয় ব্যস্ত হইল, এবং তাহার প্রাচীরের নিকটে যাইবামাত্রে এক স্ত্রীলোক তাহার মস্তকে এক ইষ্টক ফেলিলে,

সে লজ্জা এবং যাতনাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আপনার প্রাণ নষ্ট করিতে তাহার এক জন দাসকে আজ্ঞা দিল। এই প্রকারে পরমেশ্বর অবিমেলক ও তাহার সঙ্গি লোকদিগকে গিদিয়োন বংশের নাশ করাতে এই প্রতিফল দিলেন। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১২০৬ বৎসরে।

তৃতীয়।

যিপ্তহ, শিম্শোন, এলি ও শিমুয়েলের বৃত্তান্ত। বিচার কর্ত্তাদের শাসন কর্ম্মের শেষাবধি শৌলরাজ্য প্রাপ্তিপর্য্যন্ত।

খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ১২০৬ অবধি ১০৭৬ পর্য্যন্ত।

অবিমেলকের মৃত্যুর পরে তোলয এবং যায়ীর ইস্রায়েলদেশের শাসনকর্ত্তা হইল, এবং তথাকার লোক সকল পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের যথার্থ ভজনা পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী বিদেশীয়দের সমস্ত দেবদেবীর পূজা করিতে লাগিল। একারণ ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত পশ্চিম দক্ষিণ কোণস্থিত পিলেষ্টীয় লোক, ও উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থিত ইমোরীয় লোকদ্বারা তাড়িত হইয়া আপন দোষ স্বীকার পূর্ব্বক, পাপমার্জ্জনার নিমিত্ত পরমেশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঈশ্বর তাহাদের প্রার্থনানুসারে কহিলেন, তোমাদের শত্রু তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিলে, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তাহাতে আমি তাহাদের হস্ত-

হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম, তথাপি তোমরা পুনর্ব্বার আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবগণের পূজাতে রত হইলা, অতএব তোমরা যাইয়া তোমাদের মনোনীত দেবগণের নিকট প্রার্থনা কর। তাহারা তোমাদিগকে দুঃসময়হইতে উদ্ধার করুক। তাহাতে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরকে কহিল, আমরা পাপ করিলাম, এখন তোমার কৃপাদৃষ্টিতে যাহা বিহিত হয় তাহাই আমাদের প্রতি করুন, অদ্যমাত্র আমাদিগকে উদ্ধার করুন, আমরা এই প্রার্থনা করি। এবং তাহারা আপনাদের মধ্যহইতে বিদেশীয়ের মানিত দেবগণকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দশাহইতে উদ্ধার করিতে যিপ্তহ্ নামক এক জন শাসনকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিলেন। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ১১৪৩ বৎসর।

পরে সেই নূতন শাসনকর্ত্তা প্রথমে ইমোরীয়লোকের অনুচিত দৌরাত্ম্য ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলে, তাহারা সম্মত না হইয়া বরং যিপ্তহের কথা না শুনিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল। সেই সময়ে তিনি অবিচার পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, তুমি যদি শত্রুগণকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তবে কুশলে প্রত্যাগমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যে কোন প্রাণী আমার বাটীদ্বারহইতে নির্গত হইবেক, সে নিশ্চয় পরমেশ্বরের উদ্দেশেই হইবেক, আমি তাহা পরমে-

শ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিব। পরমেশ্বর শত্রুগণকে যিপ্তহের হস্তে সমর্পণ করিলে, সে জয়ী হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল, তৎকালে তাহার কেবল এক মাত্র কন্যা আহ্লাদে গান ও নৃত্য করত আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাতে সে পরম দুঃখে দুঃখী হইয়া পূর্ব্বে পরমেশ্বরের নিকটে যে মানত করিয়াছিল, তাহা সেই কন্যাকে জ্ঞাত করাইল। সে ধর্ম্মশীলা ও পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী কন্যা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অভিমতানুসারে কহিল, পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে আপনি শত্রুদিগের হস্ত-হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিতে ক্ষমতা পাইলা, তাঁহার উদ্দেশে যাহা মানত করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। দুই মাসের পরে যিপ্তহ আপন মানত অনুসারে কার্য্য করিল, এবং পশ্চাৎ ইস্রায়েল বংশের উপরে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিয়া মরিল।

তৎপরে অতিশয় যুদ্ধবীর শিম্শোন নামক এক ব্যক্তি যিহুদাবংশকে পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে মুক্ত করিবার জন্যে উৎপন্ন হইল, সে জন্মাবধি নাজিরিতীয় মতানুসারে পরমেশ্বরের সেবাবিষয়ে নিযুক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তির নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম সর্ব্বলোকে জানে, সে বীরত্ব প্রযুক্ত একটা সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং এক সহস্র পিলেষ্টীয় লোকদিগকে গর্দ্দভের হনুদ্বারা নষ্ট করিল, ও অসা নামক পুরের সম্মুখ দ্বার স্কন্ধে বহনে লইয়া গেল। তৎপরে দিলীলা নাম্নী চতুরা স্ত্রীর মিষ্ট বাক্যের কৌশলে প্রতারিত হইয়া জিজ্ঞাসা মতে, সে তাহাকে

জানাইল, নাজীরীতীয় মতানুসারে কর্ম্ম করাতে জন্মা-বধি আমার কেশ কখন ছিন্ন হয় নাই, একারণ আমার বল ঐ কেশের মধ্যে আছে, এই রূপ অবিবেচনায় ঐ কথা জানাইলে পর, ঐ স্ত্রীর সহিত একত্র শয়নসময়ে সে তাহার মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া তাহার শত্রু পিলেষ্টীয় লোকদিগের নিকটহইতে পুরস্কার পাইবার বাসনায় ঐ ব্যক্তিকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। তাহাতে তাহারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া রাখিল। এই রূপে শিম্‌শোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নিজ পাপের বিষয়ে অনুতাপ করিতে লাগিল, পরে ক্রমে২ তাহার কেশের পুনর্ব্বৃদ্ধির অনু-সারে সেও পূর্ব্বমত বলবান হইতে লাগিল। তাহার পর এক দিবস শিম্‌শোন পিলেষ্টীয় লোকের সভা-মধ্যে আনীত হইলে, তাহারা পরিহাস পূর্ব্বক পর-স্পরকে কহিতে লাগিল, আমাদের দেবতা দাগোন ইস্রায়েল বংশের পরমেশ্বরকে জয় করিয়াছেন। এই প্রকারে তাহারা পরমেশ্বরের নিন্দা করিতে লাগিল, তখন শিম্‌শোন প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর আমি বিনয় করি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলবান করুন। অপর যে মধ্যস্থিত দুই স্তম্ভের উপরিভাগে ছাতের ভার ছিল, শিম্‌শোন তাহা ধরিয়া নত হইলে, সেই গৃহ পতিত হইল, এবং তাহার সহিত পিলেষ্টীয় লোক সমুদয় বিনষ্ট হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১১২০ বৎসর।

তৎপরে এলি নামক এক ব্যক্তি ইস্রায়েল বংশের

প্রধান যাজক, সে ব্যক্তি বিশিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তাহার পুত্রেরা নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দুরাচার করিলে, তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় শাসন না করিয়া কেবল মিষ্ট বাক্যে নিবারণ করিত। তাহাতে তাহারা পিতৃবাক্য তুচ্ছ করিয়া আরো দুষ্টতা করিতে লাগিল। সে এইরূপে পরমেশ্বরের মহিমা ও সত্য ধর্ম্মহইতে আপনার পরিবারকে অধিক ভাল বাসিলে, পরমেশ্বর তাহাকে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তৃ প্রমুখাৎ কহিলেন, তোমার দুই জন পুত্র এক দিনে নষ্ট হইলে, তোমার বংশের সকলেই অকাল মৃত্যু পাইবে; এবং যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের মতানুসারে কর্ম্ম করিবেক, এমৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পরমেশ্বর উৎপন্ন করিবেন।

ইলকানা ও তাহার ভার্য্যা হন্না যাহাদের বহুকালাবধি কোন সন্তানসন্ততি ছিল না, পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে, তাঁহার প্রসাদে তাহাদের এক পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম শিমূয়েল (অর্থাৎ ঈশ্বর যাচিত) ছিল। পরে তাহার স্তন্যপান নিবৃত্ত হইলে, তাহার ধর্ম্মশালা জননী তাহাকে পরমেশ্বরের আবাসে আনিয়া ঈশ্বরের পরিচর্য্যার্থে যাবজ্জীবনের নিমিত্তে এলি নামক যাজকের নিকটে সমর্পণ করিল।

হন্না এই প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পরমেশ্বরের নিকটে আপনার সন্তানকে সমর্পণ করিলে, পরমেশ্বর তাহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহাতে তাহার অনেক সন্তান হইয়া রহিল, এবং তাহার পুত্র শিমূয়েল আপন বয়সের বৃদ্ধি অনুসারে ঈশ্বর ও

মনুষ্য উভয়ের নিকটে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তৎপরে এক রাত্রিতে সে বালক নিদ্রিত হইলে, পরমেশ্বর তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, ইহাতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এলি আমাকে ডাকিতেছে এই বোধ করিয়া সে অতি দ্রুতরূপে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, কি আজ্ঞা হয় মহাশয়? ইহাতে এলি কহিল হে আমার বৎস আমি তোমাকে ডাকি নাই তুমি শয়ন কর। এই রূপ তিনবার ঘটিলে পর, পরমেশ্বর বালককে ডাকিতেছেন ইহা এলি জ্ঞাত হইয়া কহিল, তুমি যাইয়া পুনর্ব্বার শয়ন কর, এবং যে কথা পরমেশ্বর তোমাকে কহিবেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর। তখন যে দুর্দ্দশা এলির দুষ্ট পরিবারের উপরে ঘটিবে, তদ্বিষয়ে শিমূয়েলকে পরমেশ্বর অগ্রে জানাইলেন। এলি প্রত্যূষে উঠিয়া শিমূয়েলকে বলিল পরমেশ্বর তোমাকে কি বলিলেন, পরে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই বৃদ্ধ যাজক নম্রভাবে কহিল, ইনি পরমেশ্বর আপন দৃষ্টিতে যাহা ভাল হয় তাহাই করুন, পরে কিছু দিন বিলম্বেই এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।

ইস্রায়েল বংশ পিলেষ্টীয়দের দ্বারা পরাজিত হইয়া মনে করিল, আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থিতি বোধক চিহ্নস্বরূপ নিয়ম সিন্দুক সৈন্যগণের মধ্যে আনিলে, তিনি অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবেন, এই বিবেচনায় ঈশ্বরের নিয়ম সিন্দুক শিবির মধ্যে আনিতে মনস্থ করিল, কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্তিমূলক, কেননা পাপ বিষয়ে খেদ পূর্ব্বক তাহা ত্যাগ না করিলে,

পরমেশ্বর কাহারও সহায় হন না। পরে তাহারা আপনাদিগের অহঙ্কারের প্রতিফল পাইল, এলির দুই পুত্র এবং ৩২০০০ সৈন্য পরস্পর খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইলে, ঐ নিয়ম সিন্দুক শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃত হইল, এবং এলিও এই দুঃসমাচার শুনিবামাত্রে আপনার আসন-হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১১২০ বৎসর।

ইস্রায়েলবংশের পরমেশ্বর আমাদিগের দেবতা-গণদ্বারা পরাজিত হইবার প্রমাণ চিহ্নস্বরূপ ঐ নিয়ম-সিন্দুক পিলেষ্টীয়েরা আপনাদের ঐ দেবতার মন্দিরে রাখিল। এবং পরদিন প্রত্যূষে লোক সকল উঠিয়া দেখিল, দাগোনদেব পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে খণ্ড২ হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া রহিয়াছে, এবং পিলে-ষ্টীয়েরা অতিশয় ক্লেশজনক রোগে পীড়িত হইলে, তাহা-দের সমুদয় দেশ উন্দূরেতে ব্যাপ্ত হইল।

অবশেষে আমাদের নিকট পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আছে, একারণ এই সকল উপদ্রব ঘটিতেছে, ইহা পিলেষ্টীয়েরা নিশ্চয় জানিল, কিন্তু আরো বিশেষরূপ জানিবার নিমিত্তে তাহারা পাপপ্রায়শ্চিত্ত হেতু অর্শো-রোগের ও মূষিকদিগের স্বর্ণনির্ম্মিত পঞ্চ২ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সিন্দূকের নিকটে এক পাত্রে রাখিল। পরে ঐ পাত্র সহিত সেই সিন্দূক অল্পদিন প্রসূত দুই গাভি বহ্যশকটে রাখিয়া কহিল, এই শকট যদি পরমেশ্বরের সীমার পথ দিয়া বৈৎসেমসে যাইবে, তবে তিনিই আমাদিগের এই অমঙ্গল করিলেন, আর যদি

না যায়, তবে আমাদিগকে যে হস্ত আঘাত করিল সে তাঁহার নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি দৈবঘটনা হইল, ইহা জ্ঞাত হয়।

পরে সেই দুই গাভী আশ্চর্য্যরূপে ও নিজ স্বভাব বিরুদ্ধে বৈৎশেমসের সরল পথ দিয়া গমন করিল, এবং পিলেষ্টীয়েরা ঐ গাভীর বৎস গৃহে বান্ধিয়া রাখিলেও, তাহারা হম্বারবে বামে কিম্বা দক্ষিণে না ফিরিয়া ইস্রায়েল দেশে পরমেশ্বরের সিন্দুক আনিয়া উত্তরিল। তদনন্তর শিমূয়েল ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহিল, তোমরা যদি অন্তঃকরণ সহিত পরমেশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে উদ্যত হও, তবে আপনাদের নিকটহইতে অন্য দেবগণকে দূর কর, ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন২ অন্তঃকরণ নিযুক্ত করিয়া কেবল তাঁহার সেবা কর, তাহাতে তিনি পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। তাহাতে সমুদয় ইস্রায়েল বংশ দেব দেবীগণকে দূর করিয়া কেবল পরমেশ্বরের সেবা করিতে লাগিল। তখন শিমূয়েল কহিল মিস্পীতে সকল ইস্রায়েল বংশকে একত্র করিলে, আমি তোমাদের জন্যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব। তাহাতে তাহারা সকলে মিস্পীতে একত্র হইয়া ও উপবাস করিয়া কহিল, আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। অপর পিলেষ্টীয়েরা এই বিষয়ে সংবাদ পাইয়া ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। যে শত্রুদের নিকটে ইস্রায়েল বংশ অতিশয় ক্লেশ পাইল, তাহাদের আগমনে অতিশয় ভীত হইয়া শিমূয়েলকে

বিনতি করিয়া কহিল। আমাদের প্রভু পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করণের জন্যে তাঁহার কাছে তুমি প্রার্থনা করিতে বিরত হইও না। তখন শিমূয়েল দুগ্ধপোষ্য এক মেষবৎস লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে সর্ব্বশুদ্ধ হোমবলি উৎসর্গ করিল, এবং ইস্রায়েল বংশের জন্যে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে, তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। যে সময়ে শিমূয়েল হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিল, তৎকালে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের প্রতি ভীম নাদে গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন, তাহাতে তাহারা ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে পরাস্ত হইল। তাহাতে শিমূয়েল এক প্রস্তর লইয়া সেই স্থানে স্থাপন করিয়া, এই পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমাদের উপকার করিলেন এই কথা কহিয়া সেই স্থানের এবন-এষর অর্থাৎ উপকার স্মরণার্থ প্রস্তর রাখিল। এই প্রকারে পিলেষ্টীয়েরা পরাস্ত হইয়া ইস্রায়েল বংশের অধিকারে আর আইল না, এবং পরমেশ্বর শিমূয়েলের যাবজ্জীবন পিলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। শিমূয়েল বৃদ্ধ হইলে, ইস্রায়েল বংশের প্রাচীনগণ তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এবং তোমার পুত্রগণ তোমার পথে চলে না, অতএব তুমি অন্যদেশীয়দের ন্যায় আমাদের বিচার করিতে এক রাজা নিযুক্ত কর। এই কথাতে শিমূয়েল অসন্তুষ্ট হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে

কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যে সমস্ত কথা কহিতেছে, তাহাদের সেই কথাতে মনোযোগ কর, কেননা তাহারা তোমাকে ত্যাগ করিল না, কিন্তু আমি যেন তাহাদের উপর কর্তৃত্ব না করি, এই অভিপ্রায়ে তাহারা আমাকে ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের নিকটে অতিদৃঢ়-রূপে আপন অসম্মতি জানাইয়া তাহাদের কুব্যবহার প্র-কাশ কর। পরে শিমূয়েল লোকসমূহকে একত্র ডাকিয়া কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি ইস্রায়েল বংশকে মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, এবং মিস্রীয়দের ও অন্যান্য রাজাদের উপদ্রবকারিদের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি। কিন্তু তোমা-দের সমস্ত দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধারকারী যে তোমাদের ঈশ্বর তোমরা তাঁহাকে অদ্য ত্যাগ করিলা, এবং তাহাকে কহিলা আমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত কর, অতএব তোমরা সকলে পরমেশ্বরের নিকটে উপ-স্থিত হইলে, তিনি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিতে এক জন রাজাকে মনোনীত করিবেন। তাহাতে বিন-য়ামীন বংশের কীশের পুত্র শৌল নামক এক ব্যক্তি রাজপদে নিযুক্ত হইল। সে লোকদের মধ্যে দাঁড়া-ইলে, অন্য লোক অপেক্ষা এক মস্তক দীর্ঘ ছিল। পরে শিমূয়েল লোকদিগকে কহিল, পরমেশ্বরের এই মনোনীত ব্যক্তিকে দেখ, লোকদের মধ্যে ইহার তুল্য কেহ নাই, তাহাতে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, রাজা চিরজীবী হউন।

পরে সিমূয়েল ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহিল,

দেখ তোমরা আমাকে যাহা ২ কহিলা, তোমাদের সেই সমস্ত কথাতে আমি মনোযোগ করিয়া তোমাদের উপরে এক জনকে রাজা করিলাম। এই দেখ রাজা তোমাদের অগ্রসর হইতেছে; আমি বৃদ্ধ ও পক্বকেশ হইলাম, এবং দেখ আমি বালক কালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের অগ্রসর হইলাম। আমি যদি কাহারো গোরু কিম্বা গর্দ্দভ লইয়া থাকি, কিম্বা কাহারো প্রতি অন্যায় করিয়া থাকি, বা কাহাকে ক্লেশ দিয়া থাকি, কিম্বা আপন চক্ষু অন্ধ করিতে কাহারো হস্ত হইতে উৎকোচ লইয়া থাকি, তবে দেখ আমি এই স্থানে আছি, তোমরা পরমেশ্বরের ও তাঁহার অভিষিক্তের সাক্ষাতে ইহার সাক্ষ্য দেও, আমি তাহা ফিরিয়া দিব। তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রতি অন্যায় কর নাই, ও আমাদিগকে ক্লেশ দেও নাই, ও কাহারো হস্তহইতে কিছু গ্রহণ কর নাই। পরে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের কোন দ্রব্য আমার হস্তে পাইলা না, পরমেশ্বর ও তাঁহার অভিষিক্ত অদ্য সাক্ষী আছেন। তাহারা উত্তর করিল সাক্ষী আছেন। পরে শিমূয়েল লোকদিগকে কহিল তোমরা এখন দাঁড়াও, আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি পরমেশ্বরের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের সহিত বিবেচনা করিব। যাকুব মিসর দেশে আইলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল, তাহাতে যে মূষা ও হারোণ মিসরহইতে তোমাদের পূর্ব্ব-

পুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিল, ও এই স্থানে তাহাদিগকে বাস করাইল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। পরে লোকেরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলে, তিনি হৎসোরের সেনাপতি সীষিরার ও পিলেষ্টীয়দের ও মোয়াবীয় রাজার হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল। পরে তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমরা পাপ করিলাম, আমরা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অস্তারোৎ দেবীর সেবা করিলাম, কিন্তু এখন তুমি শত্রু হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, তাহাতে আমরা তোমার সেবা করিব। পরমেশ্বর যিরুব্বালকে ও বারককে ও যিপ্তহকে ও শিমশোনকে প্রেরণ করিয়া তোমাদের চর্তুর্দ্দিগস্থ শত্রু হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন, তাহাতে তোমরা নিরাপদে বাস করিলা, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর রাজা হইলেও, আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক রাজা দেও, এই কথা তোমরা আমাকে কহিলা। অতএব তোমরা বাঞ্ছা করিয়া যে রাজাকে মনোনীত করিলা, তাহাকে দেখ। দেখ পরমেশ্বর তোমাদের উপরে রাজা নিযুক্ত করিলেন। আর তোমরা যদি পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহার কথা মান, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন না কর, তবে তোমরা আপনাদের উপরে কর্ত্তৃত্বকারী রাজা প্রভু পরমেশ্বরের অনুবর্ত্তী হও। কিন্তু যদি পরমেশ্বরের কথা না মান, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন

কর, তবে পরমেশ্বর যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিকূল ছিলেন, তদ্রূপ তোমাদেরও প্রতিকূল হইবেন। অদ্য কি গোধূমশস্য ছেদনের সময় নয়? আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিব, তাহাতে তিনি মেঘ গর্জ্জন ও বৃষ্টি প্রেরণ করিলে, তোমরা রাজা প্রার্থনা করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কেমন দুষ্টতা করিয়াছ, তাহা দেখিয়া বুঝিবা, পরে পরমেশ্বর ঐ দিবসে মেঘ গর্জ্জন ও বৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। এবং সমস্ত লোক শিমুয়েলকে কহিল, আমরা যেন না মরি, এই জন্যে তুমি আপন দাসদের নিমিত্তে আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, কেননা আমরা রাজা প্রার্থনা করাতে পাপের উপরে পাপ বৃদ্ধি করিলাম। পরে শিমুয়েল লোকদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না, যদ্যপি তোমরা এই সমস্ত দুষ্টতা করিয়াছ, তথাপি পরমেশ্বরের পশ্চাৎ গমনে নিবৃত্ত না হইয়া আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের সেবা কর। কিন্তু বিপথগামী হইও না, আর অসার এবং উপকারে ও পরিত্রাণে অক্ষম দেবগণের পশ্চাদ্গমন করিও না, কেননা তাহারা অসার; কিন্তু পরমেশ্বর আপন মহানামের গুণে আপন লোকদিগকে ত্যাগ করিবেন না, পরমেশ্বর তোমাদিগকে আপনলোক করিতে সন্তুষ্ট আছেন। আমি তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করণহইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি এমৎ না হউক, আমি তোমাদিগকে উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা করাইব। তোমরা কেবল পরমেশ্বরকে ভয় কর, ও আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের

সহিত সত্যরূপে তাঁহার সেবা কর, এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে ২ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা কর। নতুবা যদি তোমরা এখন পাপ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবা। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১০৭৫ বৎসর।

চতুর্থ।

শৌলের রাজ্য ও তাহার অনুচিত ব্যবহার, ও দায়ূদের দ্বারা জালূৎ নামক ব্যক্তির বধ, ও দায়ূদের রাজ্য প্রাপ্তি, ও যোনাথনের সদাচার এবং শৌলের মৃত্যুর বিবরণ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১০৭৫ বৎসর অবধি ১০৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত।

যাবেশ গিলিয়াদ্ নামক পুরী, নাহাশ নামক এক আমনীরদ্বারা আক্রান্ত হইলে, শৌল রাজা তাহাকে পরাজয় করিয়া সে পুরীকে রক্ষা করিল। তদনন্তর পিলেষ্টীয়েরা ৩০০০ রথী ৬০০০ অশ্বারূঢ় ইত্যাদি বহু সৈন্য একত্র করিয়া দেশসমূহকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধার্থে শৌলের ৩০০০ জন সৈন্য মাত্র প্রস্তুত ছিল। এতদ্ভিন্ন ইস্রায়েল লোক সকল আক্রমণকারিদের ভয়ে ভীত হইয়া নিম্নভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতগুহা ও বনমধ্যে লুকিয়া রহিল, এই দুর্দ্দশাতে শৌল শিমূয়েলের আগমন অপেক্ষা না করিয়া দুঃসাহসরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইল; পরে শিমূয়েল নিকটাগত হইয়া শৌল

রাজকীয় কর্ম্ম অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর কৃত বিধান হেয়জ্ঞান করিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করত কহিল, তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কর্ম্ম করিলা, তোমার প্রভু পরমেশ্বর যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা পালন করিলা না, যদি পালিতা, তবে পরমেশ্বর তোমার রাজ্য সর্ব্বদা স্থির রাখিতেন, এখন তোমার রাজ্য স্থির থাকিবে না। পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে এক জনকে মনোনীত করিয়া আপন লোকদের উপর তাহাকে রাজা করিবেন, কেননা পরমেশ্বর তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিলেন, তুমি তাহা পালন করিলা না, তাহাতে শিমূয়েল শৌলের নিকট হইতে আগমন করিল। এই দুর্দ্দশাতে শৌল রাজার পুত্র যোনাথন আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তুমি আইস, আমরা এই স্থানহইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্নকচ্ছেদিদের দুর্গে যাই, তাহাতে পরমেশ্বর আমাদের উপকার করিবেন, ইহাও হইতে পারে, কেননা অনেকের দ্বারা কিম্বা অল্পদ্বারা উদ্ধার করিতে পরমেশ্বরের কোন বাধা নাই। সে বিশিষ্ট রাজপুত্র ও তাহার পরিচারক এক বিশ্বস্ত দাস, উভয়ে পরমেশ্বরের আশ্রয় ও আশীর্ব্বাদ পাইয়া শত্রুদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে বিশ জনকে বিনষ্ট করিল, তাহাতে শত্রুগণ তৎকালে ভূমিকম্প হওয়াতে অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া ইস্রায়েলবংশের সৈন্যসামন্ত আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিতে লাগিল, তজ্জন্যে বিজাতীয় গোলযোগ হওয়াতে তাহারা ভয়ে পরস্পর খড়্গাঘাত করিতে

লাগিল, তাহাতে ইস্রায়েলবংশ এই কোলাহল শুনিলে, শৌল রাজা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার পুত্র যোনাথন গিয়া যে জয় করিয়াছিল, তাহা সফল করিতে গমন করিল, তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা পলাইলে, যে লোক সকল দেশের নানা স্থানে গুপ্তভাবে রহিল, তাহারা শত্রুগণের পরাভবের সংবাদ পাইয়া তাহাদের পশ্চাৎ যাইয়া অনেককে হত্যা করিল। তদনন্তর শৌল মোয়াবীয় ও অমালেকীয় ও ইদোমীয় এবং ইস্রায়েলবংশের অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাভব করিল, পরে পরমেশ্বর ইস্রায়েলবংশের নিষ্ঠুর শত্রু দেবপূজক যে অমালেকীয় তাহাদিগকে প্রহার করিতে শৌলকে আজ্ঞা করিলেন, কেননা মিসর দেশহইতে ইস্রায়েলবংশের আগমন সময়ে তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে, তৎকালে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি অভিশাপ দিয়াছিলেন, এখন তাহাদের অসদাচরণ বৃদ্ধি পাইলে পরমেশ্বর শৌলকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি যাইয়া ঐ দুরন্তদিগকে বধ করিয়া এবং ধন সম্পত্তি ও গোমেষাদি পশু রক্ষা না করিয়া নিঃশেষে সর্ব্বস্ব বিনষ্ট কর। পরমেশ্বরের এই সুস্পষ্ট আজ্ঞা না মানিয়া শৌল রাজা সামান্য লোক সকল ও অতি তুচ্ছ প্রাণী প্রভৃতি সংহার করিল, কিন্তু অগাগ রাজাকে ও উত্তম গোমেষাদি পশু এবং লুণ্ঠিত বস্তুর মধ্যে বহুমূল্য সকল বস্তু রক্ষা করিয়া আপনার মর্য্যাদার নিমিত্তে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, শৌল রাজা পরমেশ্বরের এই রূপ আজ্ঞার অবজ্ঞা করিলে, পরমেশ্বর তাহার লোভ ও অহঙ্কারের বিষয়ে অত্যন্ত

হইয়া শিমূয়েলকে কহিলেন, তুমি শৌল রাজার নিকটে গিয়া বল, পরমেশ্বর তোমাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, ইহাতে শিমূয়েল তাহাকে এই রূপ কহিল, এবং আরো বলিল, যে সময়ে তুমি আপন দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলা, তখন কি তোমাকে ইস্রায়েলবংশের প্রধান করা যায় নাই? এবং পরমেশ্বর কি তোমাকে ইস্রায়েল বংশের উপরে কর্ত্তৃত্বে অভিষিক্ত করিলেন না? পরমেশ্বর তোমাকে যুদ্ধ যাত্রাতে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যাও, পাপিষ্ঠ অমালেকীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট কর, এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা নিঃশেষে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, কিন্তু তুমি পরমেশ্বরের সে কথা কেন মানিলা না,? তুমি লুটিত বস্তুর জন্যে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করিলা। ইহাতে শৌল রাজা কহিল, লোকেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থ লুটের মধ্যে গোমেষ ও নিঃশেষে বিনাশিত বস্তুর মধ্যে উত্তম ২ বস্তু লইল, তাহাতে শিমূয়েল কহিল, পরমেশ্বরের বাক্য মান্য করিলে তিনি যেমন তুষ্ট হন তেমন কি হোম ও বলিদান করাতে তুষ্ট হইয়া থাকেন? দেখ বলিদান হইতে আজ্ঞাপালন ও মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে মনোযোগকরণ উত্তম, অবাধ্যতা কেবল দেবপূজার ন্যায় পাপজনক হয়, তুমি পরমেশ্বরের কথা দূর করিলা, এইহেতু তিনি তোমাকে রাজত্বহইতে দূর করিলেন, তখন শিমূয়েল ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্রে, শৌল তাহার বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া টানিলে, তাহা ছিঁড়িয়া গেল, তাহাতে শিমূয়েল

তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর অদ্য তোমাহইতে ইস্রায়েল বংশের রাজ্য টানিয়া ছিঁড়িলেন, এবং তোমাহইতে উত্তম তোমার এক প্রতিবাসিকে দিলেন, তখন শিমূয়েল স্বগৃহে ফিরিয়া গেল, এবং শৌলের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আর আইল না, তথাচ শিমূয়েল শৌলের জন্যে বিলাপ করিত। শৌল এই রূপ পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করাতে, আপন রাজ্যচ্যুত হইলে, পরমেশ্বর শিমূয়েলকে কহিলেন, তুমি, যাও, যুদা বংশের যিশয়ির পুত্র দায়ূদকে রাজ্যাভিষিক্ত কর। যদ্যপি সে যুবা মেষপালক তথাপি নম্র ও সাধুভাববিশিষ্ট হওয়াতে রাজকার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত।

তৎপরে সেদিন অবধি পরমেশ্বরের আত্মা শৌলহইতে অন্তর্হিত হইয়া দায়ূদে আবির্ভূত হইলেন, তাহাতে দুষ্টাত্মা শৌলকে আশ্রয় লইলে, সে উন্মাদগ্রস্ত হইল। তদনন্তর তাহার আন্তরিক উন্মাদযাতনা দূর করিবার নিমিত্ত তাহার দাসবর্গ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক যাহারা বাদ্য বাজাইয়া অন্তঃকরণকে আশু তুষ্ট করিতে পারে, এমত বাদ্যবাদককে অন্বেষণ করিতে লাগিল। দায়ূদ বাদ্যবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ, ইহা রাজপরিচারকেরা শুনিয়া তাহাকে রাজসমীপে আনিলে পর, রাজা তাহার বীণাযন্ত্রের বাদ্য শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তাহাকে আপনার অস্ত্রবাহক করিল, তাহার পর দায়ূদের ঐ কর্ম্মে তৎকালে কোন প্রয়োজন না থাকাতে, সে কুশলে আপন পিতৃগৃহে গিয়া পূর্ব্বমত সন্তোষে মেষপাল চরাইতে লাগিল।

তাহাতে রাজসভাসদেরা তাহাকে এককালে বিস্মৃত হইল, তৎপরে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলে, উভয় জাতীয় সৈন্যেরা সম্মুখবর্ত্তী দুই পর্ব্বতের উপরিভাগে শিবির স্থাপন করিল। রণারম্ভের পূর্ব্বে পিলেষ্টীয়লোকের মধ্যে ৬ হস্ত দীর্ঘ জালুৎ নামক এমত এক ব্যক্তি উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে আগমন করিয়া কহিল, অদ্য আমি ইস্রায়েল বংশকে তুচ্ছজ্ঞান করি, তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এই উপস্থিত যুদ্ধের সমাধা করিব। শৌল রাজা বীরগণকে অনেক উৎসাহ দিয়া কহিল, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ উহাকে পরাজয় করিতে পারে, তবে আমি তাহাকে বহুমূল্য রত্নাদি ধন সম্পত্তি ও আমার আপনার কন্যার সহিত বিবাহ দিব, কিন্তু ইহাতে তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির দীর্ঘতা ও তাহার শরীরের বল দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।

ইতিমধ্যে তাহার ভ্রাতৃগণ যাহারা সৈন্যদিগের শিবির মধ্যে ছিল, তাহাদের নিকটে আহার দ্রব্য লইয়া দায়ূদ পিতৃকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্রে শুনিল, যে ঐ নিষ্ঠুর পিলেষ্টীয় লোক অহঙ্কার প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সৈন্যকে তুচ্ছ করিতেছে, সে যুবা বীর ঐ অপমানে কাতর হইয়া এবং পরমেশ্বরের মহিমা ও স্বদেশের মঙ্গল বিষয়ে আকাঙ্খী হইয়া শৌল রাজাকে কহিল, মহাশত্রু বিষয়ে সৈন্যগণ এত ভয়গ্রস্ত, আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত

আছি, তাহাতে শৌল দায়ূদকে কহিল, তুমি সেই পিলেষ্টীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্ত নও, কেননা তুমি যুবা, এবং সে যৌবন কালাবধি যোদ্ধা। ইহাতে দায়ূদ শৌলকে কহিল, আপনকার এই দাস আমি, আমার পিতার মেষ রক্ষা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে এক সিংহ ও এক ভল্লুক আসিয়া ঐ পালের মধ্যহইতে মেষবৎস ধরিয়া লইল, তাহাতে আমি তাহাদের পশ্চাৎ২ যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাহাদিগের মুখহইতে তাহা উদ্ধার করিলাম, পরে তাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠিলে, আমি তাহাদের দাড়ি ধরিয়া প্রবল প্রহারে বধ করিলাম, এ প্রকারে আপনকার দাস সেই সিংহকে ও ভল্লুককে বধ করিল, ঐ অত্বক্‌চ্ছেদী পিলেষ্টীয় সৈন্য ঈশ্বরকে তুচ্ছ করাতে, সেই দুয়ের তুল্য হইবে। যিনি সেই সিংহের ও ভল্লুকের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন সেই পরমেশ্বর আমাকে পিলেষ্টীয়ের হস্তহইতেও উদ্ধার করিবেন, তাহাতে শৌল দায়ূদকে কহিল, যাও পরমেশ্বর তোমার সঙ্গী হউন।

পরে শৌল আপন সজ্জাদ্বারা দায়ূদকে সাজাইতে মনস্থ করিলে, দায়ূদ সেই সজ্জা পরিধান করিতে স্বীকার করিল না, বরং যষ্টি ও এক ফিঙ্গা হস্তে করিয়া নিকটবর্ত্তি স্রোতঃ হইতে পাঁচখানা চিক্কণপ্রস্তর বাচিয়া লইয়া সেই পিলেষ্টীয়ের সঙ্গে রণ করিতে গমন করিল, তাহাতে সে পিলেষ্টীয় দায়ূদকে যুবা ও অস্ত্রহীন দেখিয়া তুচ্ছজ্ঞানকরণ পূর্ব্বক নিজদেবগণের

নামাবলম্বন করত অভিশাপ দিয়া কহিল, আমার কাছে তুই আয়, আমি তোর মাংস লইয়া শূন্যের পক্ষী ও প্রান্তরের পশুদিগকে বিতরণ করি। তাহাতে দায়ূদ কহিল, তুমি খড়্গ ও বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু তুমি যাহাকে তুচ্ছ কর সেই সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সৈন্য শ্রেণির ঈশ্বরের নামে আমি তোমার নিকটে আসিতেছি, অদ্য পরমেশ্বর তোমাকে আমার হস্তগত করিবেন, তাহাতে আমি আঘাত করিয়া তোমার শিরশ্ছেদন করিব, এবং পিলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য আকাশের পক্ষিগণকে ও পৃথিবীর বনপশুদিগকে দিব, তাহাতে ইস্রায়েলের সহায় ঈশ্বর, ইহা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবে। এবং পরমেশ্বর খড়্গ ও বড়শা দ্বারা রক্ষা করেন না, ইহাও এই সভাস্থ লোকেরা জানিবে, কেননা যুদ্ধ পরমেশ্বরের, তিনিই তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই রূপ কথোপকথনের পরে দায়ূদ রণ ভূমিতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ঐ ফিঙ্গাদ্বারা এক প্রস্তর ঘুরাইয়া সেই পিলেষ্টীয়ের কপালে এমৎ আঘাত করিল, যে তাহাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল, ইহাতে দায়ূদ সেই পিলেষ্টীয়ের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাহারি খড়্গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিল, এইরূপে দায়ূদ পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এক প্রস্তরাঘাতে ঐ মহাবীরকে পরাভব করিল। ইহাতে পিলেষ্টীয়েরা আপনাদিগের মধ্যে মহাবীরের এইরূপ পরাভব দেখিয়া সকলে পলাইল, ইহাতে

ইস্রায়েল লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল, ঐ পিলেষ্টীয়দের দেশের সীমা পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মহাসংগ্রাম পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল। এই যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন সময়ে উত্তম অধম যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি সকল লোকের সহিত রাজা ঐ যুবাবীর দেশরক্ষক দায়ূদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে বাহিরে আইল। পরে সকল লোক দায়ূদের প্রশংসা করিলে, শৌল রাজা ঈর্ষা প্রযুক্ত তাহা শুনিতে অতিশয় বিরক্ত হইল, ইহাতে আত্মা শৌল রাজাতে আবির্ভূত হইলে, সে বারম্বার ঐ দেশ রক্ষক দায়ূদের প্রাণ বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু দায়ূদ আপনি সৎপথে থাকিয়া স্বকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করাতে পরমেশ্বর তাহাতে সততই অধিষ্ঠিত থাকিলেন। তাহাতে সে দায়ূদ শৌলের অসৎকৌশল হইতে যে কেবল উদ্ধার পাইল এমৎ নহে, কিন্তু যোনাথন নামক ঐ রাজার পুত্রের নিকটে ক্রমশঃ প্রিয়পাত্র হইতে লাগিল, শৌলের মরণের পর দায়ূদ পূর্ব্বে সে শিমূয়েল কৃত অভিষেকানুসারে রাজা হইলে, তাহার পুত্রেরা রাজ্যে অধিকারী হইবে না, যোনাথন নামক রাজপুত্র তাহা অগ্রে জানিয়াও অতুল্য মহত্ত্ব প্রযুক্ত দায়ূদের ভাবি সৌভাগ্য বিষয়ের লোভী ও কাতর না হইয়া ইস্রায়েল বংশের ভবিষ্যৎ রাজার ন্যায় সম্মান করিতে লাগিল, এবং বন্ধুতা ও প্রেমের দৃঢ় প্রমাণের নিমিত্ত আপনার অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রাজ যোগ্য পরিচ্ছদ তাহাকে পরাইল, দায়ূদ শৌলের কন্যা

মিলকাকে বিবাহ করিয়াছিল, তথাপি সে রাজা তাহাকে ঘৃণা করিতে ত্রুটি করে নাই. এবং রাজপুত্র যোনাথন ঐ ধার্ম্মিক ও নির্দ্দোষিব্যক্তির প্রতি পিতার সর্ব্বদা অনুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার জানিয়া তন্নিবারণার্থে অতিশয় যত্ন করিলেও তাহার উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর পিতা শৌল রাজার উত্তরোত্তর দায়ূদের প্রতি ক্রুর ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে দায়ূদ সশঙ্কিত হইয়া স্বদেশহইতে পলাইল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যোনাথনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ঐ দুই জন পরস্পর মিত্রতা ও স্নেহ প্রযুক্ত আপনা আপনি আলিঙ্গন করিয়া তাহা তাহাদিগের মধ্যে দৃঢ়প্রেম স্থির করিলে পরে, যোনাথন দায়ূদকে কহিল, তুমি রাজ্য প্রাপ্তির পরে আমার বংশের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবা, তুমি আমার নিকট এই শপথ কর। তদনন্তর যোনাথন তাহার পিতার রাজকার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্যে রাজসভাতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া গেল। কিন্তু দায়ূদ প্রধান যাজক আহিমেলেকের নিকটে পলাইয়া গেল, সে যাজক তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া যাজকগণ ব্যতিরেকে সামান্য লোকের ভোজন নিষিদ্ধ যে পবিত্র দর্শন রুটী, তাহা আহারার্থে দায়ূদকে ও তাহার সঙ্গিগণকে দিল; এই দানরূপ কার্য্য কেবল ঐ যাজক ও তাহার এলিয়-বংশোদ্ভব ভ্রাতৃগণের দুঃখের মূল কারণ হইল, কেননা শৌল রাজা এই বিষয়ে সংবাদ পাইয়া তাহার বংশের ৮৫ জনকে একত্র আনয়ন করিয়া অতিশয় ক্রোধে দ্বেষভাব প্রযুক্ত ইহার প্রতিফল দিবার জন্যে সে সক-

লকে বিনষ্ট করিতে আজ্ঞা করিল, এবং অবিয়াথর নামক এক যুবা পুরুষ ব্যক্তিরেকে উহাদের সমুদয় পরিবারকে বিনাশ করিল, ইহাতে এলীয়বংশের প্রতি পরমেশ্বর পূর্ব্বে যে রূপ অকাল মৃত্যুর বিষয় কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সমপূর্ণরূপে ঘটিল। তদনন্তর দায়ূদ ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া নিবিড় বন ও দুর্গম পর্ব্বতের গুহার মধ্যে লুকিয়া থাকিল, পরে তাহার শত্রুরা তাহাকে ধরিবার অতিশয় চেষ্টা করিলে, সে ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বন্য পশুর বাস স্থান গুহাদিতে বাস করিয়াও ঐ দুরন্ত শৌল রাজার নির্দ্দয় দ্বেষ ভাবের অন্বেষণ হইতে উত্তীর্ণ হইল না, কেননা কোন সময়ে শৌল রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া দায়ূদকে ও তাহার সঙ্গিলোককে বেষ্টন করিল এবং দায়ূদ যে গুহাতে লুকিয়া ছিল, তাহা শৌল না জানিয়া বিশ্রামার্থ সেই সময়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে দায়ূদের সঙ্গি লোক সকল এখন শৌলকে মারিয়া রাজা হও এই পরামর্শ দায়ূদেরে দিলে পর ঐ ধার্ম্মিক সুশীল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিজ পুণ্য ও প্রভু ভক্তির গুণ প্রকাশার্থে, তাহা স্বীকার না করিয়া অধীনস্থ লোককে নষ্ট করিতে সকলেই সক্ষম, ইহার প্রমাণ রাজাকে দেখাইবার জন্যে খড়্গদ্বারা তাহার বস্ত্রের অঞ্চল ছেদন করিল, এবং নিজলোককে নিবারণ করিয়া তাহার শত্রুকে নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে যাইতে দিল। কিন্তু দুরাত্মা শৌল রাজা দায়ূদের এতাদৃশ ক্ষমা দেখিলেও

তাহার শত্রুভাব দূর হইল না। পরে আরবার শৌলের শরীররক্ষকের অসাবধানতা প্রযুক্ত সে নিদ্রাবস্থায় দায়ূদের হস্তে পড়িল, ইহাতে তাহার সঙ্গিলোক সকল তাহাকে বিনষ্ট করিতে পুনর্ব্বার পরামর্শ দিলে, সে ধর্ম্মশালতা প্রযুক্ত ঐ নির্দ্দয় শত্রুকে নষ্ট করিতে অস্বীকৃত হইল, এবং তাহার সঙ্গিগণ যাহারা নিদ্রিত রাজাকে বড়শাদ্বারা বিদ্ধ করিতে উদ্যত ছিল, তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিল, উহাকে বিনষ্ট করিও না, ঈশ্বরাভিসিক্তের প্রতিকূলে হস্তোদ্যম করিলে, কে নিরপরাধী হইতে পারে? পরমেশ্বরই তাহাকে আঘাত করিবেন, কিম্বা তাহার মরণ দিন উপস্থিত হইবে, অথবা সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া হত হইবে।

তৎপরে তাহার অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তি হইলে, সেই দুর্দ্দশা গ্রস্ত রাজা আপনার অপরাধ বিষয়ে মনোদুঃখী ও উন্মত্ত ও পিলেষ্টীয়দ্বারা আক্রান্ত এবং পরমেশ্বরকর্ত্তৃক ব্যতিব্যস্ত হইয়া এনদোর নিবাসি এক ডাকিনীর নিকটে পরামর্শ লইতে গেল।

তৎপরে পিলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে গিল্‌বোয় নামক পর্ব্বতে গেল। পরে তাহার সৈন্যসমূহ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে, ও তাহার অনুপম যুদ্ধবীর যোনাথন নামক পুত্র সাক্ষাৎ বিনষ্ট হইলে, ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে পলায়ন কিম্বা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া আপনি আত্মহত্যাতে প্রাণত্যাগ করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১০৫৬ বৎসর।

পঞ্চম ।

দায়ূদের রাজত্ব, আব্‌শালোমের বিদ্রোহাচরণ, এবং পরমেশ্বরের মহামন্দির প্রস্তুত হইবার সামগ্রী সংগ্রহের বিষয় ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১০৫৬ অবধি ১০১৫ বৎসর ।

এই রূপ দুর্ঘটনায় (অর্থাৎ) শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথনের মৃত্যু হইলে) সিংহাসন প্রাপ্তি অতিশয় সুলভ হইলেও, দায়ূদ তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত ছিল না, বরং শোকাকুল হইয়া রোদন করতঃ মমতা প্রকাশক এক উত্তম কবিতাতে শৌল ও তাহার বিশিষ্ট পুত্র যোনাথনের জন্যে বিলাপ করিতে লাগিল। যাবেশ্ গিলিয়দ্ নগরনিবাসিরা আমমীয়দের হস্তহইতে পূর্ব্বে শৌল রাজা দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল, ইহা বিস্মৃত না হইয়া শৌল এবং যোনাথনের মৃতদেহ পিলেষ্টীয়দের নিকটহইতে উদ্ধার করিয়া উত্তম রূপে কবর দিল। পরে যোনাথনের পুত্র মিফিবোশৎকে পৈতৃক ভূম্যাদি-বিষয় সমর্পণ করিয়া কহিল, তুমি নিতান্ত পিতার নিমিত্তে আমার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকিবা ও আমার ভোজনাসনে ভোজন করিবা। তৎকালে রাজসিংহাসন শূন্য হইলে, দায়ূদ পূর্ব্বে আপনি ঐ সিংহাসনে এক বার গোপনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ইহা বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয়ে আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহাতে তাহাকে পরমেশ্বর হিব্রোন নগরে যাইতে আজ্ঞা করিলে, সে সেখানে

যাইয়া প্রকাশারূপে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া যিহূদার বংশের উপরে রাজত্ব করিতে লাগিল। কিন্তু শৌলের সৈন্যাধ্যক্ষ আবনের অন্য সকল বংশের কুপ্রবৃত্তি জন্মাইলে, তাহারা শৌলের অন্যপুত্র ঈশবোশৎকে রাজা করিল, তজ্জন্যে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্বদেশের মধ্যে অতিশয় নিষ্ঠুর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরে ঈশবোশৎ নিজ দুষ্ট সেনাপতি দ্বারা হত হইলে, ও আবনের দায়ূদের সৈন্যাধ্যক্ষ যোয়াবকর্তৃক হত হইলে, যুদ্ধ শেষ হইল। তখন ইস্রায়েল বংশ সকল হিব্রোণ নগরে দায়ূদের নিকটে আসিয়া সকলে এক বাক্যে একচিত্ত হইয়া তাহাকে ইস্রায়েলের রাজা করিল। দায়ূদ এই রূপ কুশলে রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া স্বদেশের প্রাচীন শত্রুগণকে প্রহার করিতে মনস্থ করিল। তদনন্তর সে পিলেষ্টীয় ও মোয়াবীয় ও সূরীয় এবং আমোনীয় লোককে পরাস্ত করিয়া ইদম দেশের অনেক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, তাহাতে ইস্হাক্ নামক এক ব্যক্তি এষৌর প্রতি যে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিল, তাহা এক্ষণে সফল হইল. এবং যিরূশালম নগরের সিওন নামক পর্ব্বতোপরিস্থিত বৃহৎ দুর্গ আক্রমণ করিয়া সেই পুরী আপন রাজধানী করিল। দায়ূদ পরমেশ্বরের প্রসাদে এই রূপ বিবিধ প্রকার জয় প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ধর্ম্মের নিয়ম শৌল রাজার সময়ে কোন ব্যক্তি মানে নাই, সে সকল নিয়ম কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রচার করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তজ্জন্যে দায়ূদ রাজা পরমেশ্বরের নিয়ম শিক্ষক পরমা-

হ্লাদ পূর্ব্বক যিরূশালম নগরে আনাইয়া এক সামান্য গৃহ মধ্যে রাখিল, এবং তৎকালে ঐ বিষয়ক ধর্ম্ম গীত রচনা করিল। যথা,

পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, ও তাঁহার নাম্নে প্রর্থনা কর, ও লোকদের কাছে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রকাশ কর. তাঁহার উদ্দেশে গান কর, ও তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল মনেতে ধ্যান কর। তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর ও পরমেশ্বরের অন্বেষণ কারিদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আনন্দ যুক্ত থাকুক। পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তির অন্বেষণ কর, ও সর্ব্বদা তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর। হে তাঁহার সেবক ইস্রায়েল বংশ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ও তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখের দণ্ডাজ্ঞা স্মরণ কর। হে পৃথিবীস্থ লোক সকল. পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর, ও তাঁহার কৃত পরিত্রাণ দিনে২ প্রকাশ কর। এবং অন্যদেশীয়দের মধ্যে তাঁহার গৌরবের, ও তাবৎ লোকের নিকটে তাঁহার আশ্চার্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা কর। পরমেশ্বর মহান্ ও অতি প্রশংসনীয়। ও তাবদ্দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ। অন্যদেশীয়দের দেবতা সকল অগণ্যের মধ্যে, কিন্তু পরমেশ্বর আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং প্রশংসা ও সমাদর তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, ও তাঁহার বাস স্থানে শক্তি ও সৌন্দর্য্য থাকে। হে মনুষ্যসন্তানবর্গ, তোমরা পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, ও পরমেশ্বরের মহিমা ও পরাক্রমের প্রশংসা কর, এবং পরমেশ্বরের নামের মহিমার প্রশংসা কর, ও

নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হও, ও পবিত্র আদরেতে পরমেশ্বরকে প্রণাম কর। হে পৃথিবীস্থ লোক সকল তাঁহার সাক্ষাতে ভীত হও। তিনি এমন রূপে জগতের স্থিতি করিয়াছেন, যে সে কদাচ বিচলিত হইবে না। অতএব স্বর্গীয় লোকেরা আনন্দ করুক ও পৃথিবীস্থ লোকেরা উল্লাসিত হউক। এবং পরমেশ্বর রাজত্ব করেন, ইহা তাবৎ লোকের মধ্যে বলুক, পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, কেননা তিনি মঙ্গল দাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ চিরস্থায়ী। এবং এই কথা কহ, হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ ও তোমার প্রশংসাতে শ্লাঘা করি, তন্নিমিত্তে আমাদিগকে ত্রাণ কর, ও অন্য দেশীয়দের মধ্যহইতে সংগ্রহ করিয়া উদ্ধার কর। ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন; পরে সকল লোক কহিল এমনি হউক। এবং তাহারা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল। তৎপরে দায়ূদ পরমেশ্বরের নিয়ম সিন্দুকের নিমিত্তে এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলে, নাথন নামক ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর কহিতেছেন, তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া পিতৃ লোকদের নিকটে গত হইলে, আমি তোমার সন্তানজাত ভাবি বংশকে স্থাপিত করিব, ও তাহার রাজ্য স্থির করিব। সে আমার নিমিত্তে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরকাল স্থির করিব। এবং আমি তাহার পিতৃস্বরূপ হইব ও সে আমার পুত্রস্বরূপ হইবে। কিন্তু

তোমার পূর্ব্বভূত শৌলরাজাহইতে যেমন অনুগ্রহ লই-লাম, তেমন তোমাহইতে আমার অনুগ্রহ নীত হইবে না। কিন্তু তোমার গৃহে ও তোমার রাজ্য চিরকাল স্থির রাখিব, এবং তোমার সিংহাসন ও সর্ব্বদা নি-শ্চল হইবে। তাহাতে দায়ূদরাজা বিনয়পূর্ব্বক পর-মেশ্বরের আজ্ঞার বশীভূত হইয়া কহিল, পরমেশ্বর আপনার সদয়বাক্যানুসারে অভিমত সিদ্ধ করুন। পরে দায়ূদ ঐ সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণার্থে সোণা রুপা কাষ্ঠ প্রভৃতি নানা বিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। সৌ-ভাগ্যেতে মানুষের মনঃভ্রষ্ট হয়, এই নিয়মে অনেক দিন পর্য্যন্ত দায়ূদের সৌভাগ্য হওয়াতে তাহার মনঃভ্রষ্ট হই-লে, সে অহঙ্কার পূর্ব্বক সুপথ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। তৎকালে তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ যোয়াব্ আমনীয়ার সঙ্গে রণ স্থলে যুদ্ধ করিতে ২ দায়ূদ রাজবাটীতে নি-ষ্কর্ম্মে রহিয়া তাহার উরীযননামক এক জন যুদ্ধবীর ও বিশ্বস্ত সেনাপতির ভার্য্যা, বৎশেবাকে দেখিবামাত্র তাহাতে আসক্ত হইয়া কুকর্ম্ম করিল। রাজা আপন অপরাধ ও বৎশেবার লজ্জা কোন প্রকারে লুকাইতে না পারিয়া যোয়াবকে আজ্ঞা করিল, উরীয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে তো-মরা সরিয়া যাইবা। তাহাতে সে অমনীয়দ্বারা ক্ষত হইয়া মরিবে। পরে রক্তাক্ত ব্যক্তি যোয়াব শীঘ্র রাজার আজ্ঞা সিদ্ধ করিলে, উরীয় নামক বীর হত হইল। তাহাতে দায়ূদ সেই অনিষ্ট ক্রিয়ার ফল ভো-গার্থে হঠাৎ বৎশেবাকে বিবাহ করিল। তৎপরে পর-

মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে নাথননামক ভবিষ্যদ্বক্তা দায়ূদের নিকট আসিয়া কহিল, এক নগরে এক ধনবান্ ও এক দরিদ্র দুই লোক ছিল। এবং ঐ ধনবানের অতি প্রচুর গোমেষাদির পাল ছিল। এবং দরিদ্রের একটি ক্ষুদ্র মেষবৎসাকে ক্রয় করিয়া তাহাকে পালন করিত, তদ্ব্যতিরেকে তাহার আর কিছু ছিল না. অপর এক পথিক ঐ ধনবানের গৃহে অতিথি হইলে, সে আপনার নিকটে আগত অতিথির জন্যে পাক করণার্থে আপন গোমেষাদি পাল হইতে কিছু লইতে সম্মত না হইয়া ঐ দরিদ্রের মেষবৎসাকে লইয়া আপনার নিকটে আগত অর্থির জন্যে পাক করিল। তাহাতে দায়ূদ ঐ ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া নাথনকে কহিল, পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি এমন কর্ম্মকারি লোক অবশ্য মরিবে। সে তাহার প্রতি কিছু দয়া না করিয়া এমত কর্ম্ম করিল, এই জন্যে ঐ মেষবৎসার চতুর্গুণ ফিরিয়া দিবে। নাথন দায়ূদকে কহিল, তুমিই সেই মনুষ্য। ইস্রায়েল বংশের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েল বংশের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম. ও শৌলের হস্তহইতে তোমাকে উদ্ধার করিলাম, এবং তোমার প্রভুর সর্ব্বস্ব তোমাকে দিলাম, এবং যদি তাহা অল্প হইত তবে তোমাকে আরো অধিক নানা প্রকার বস্তু দিতাম, এখন তুমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করিয়া কেন তাহার আজ্ঞা তুচ্ছ করিলা। তুমি উরিয়কে খড়্গদ্বারা বধ করিয়া তাহার ভার্য্যাকে আপন ভার্য্যা

করিলা, উরিয়কে অম্মোন বংশের খড়্গদ্বারা বধ করিলা। অতএব খড়্গ তোমার বাটী কখন ত্যাগ করিবে না। পরমেশ্বর কহেন, দেখ আমি তোমার পরিবার হইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভার্য্যাগণকে লইয়া তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিকে দিব, তাহাতে সে এই সূর্য্যের সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যার সহিত শয়ন করিবে, তুমি গুপ্তরূপে এই কর্ম্ম করিয়াছ, কিন্তু আমি তাবৎ ইস্রায়েলের ও সূর্য্যের সাক্ষাতে এই কর্ম্ম করাইব। দায়ূদ কহিল আমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম, তাহাতে নাথন দায়ূদকে কহিল, পরমেশ্বর তোমার পাপ দূর করিলেন ইহাতে তুমি মরিবা না। কিন্তু তুমি এই কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের শত্রুগণকর্ত্তৃক অতি নিন্দা করাইয়াছ এই জন্যে তোমার ঔরস জাত এই পুত্র মরিবে।

তৎপরে দায়ূদ ত্বরাতেই নিজাপরাধের ফল ভোগ করিতে লাগিল, কেননা বৎশেবা নাম্নী তাহার ভার্য্যাতে আপনি ঔরস জাত সন্তান মরিয়া গেল, এবং তাহার অন্য পুত্র আমন্ আপন বৈমাত্রেয় ভগিনী তামরকে ভ্রষ্টা করিলে, ঐ কন্যার সহোদর ভ্রাতা আবসোলম ঐ বৈমাত্রেয় আম্মোনকে বধ করিল। তদনন্তর আবসোলম পিতার প্রধান মন্ত্রী আহীথফেল ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সহায়তা পাইয়া মিষ্টবাক্য ও ধন বিতরণ দ্বারা সামান্য লোকের মন আপনাদিকে আকর্ষণ করিয়া লইল। পরে দায়ূদ রাজা নিজে নিতান্ত পুত্রবৎসল হইলেও তাহার বিরুদ্ধে তাহার পুত্র আবসোলম

ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া আপনি রাজা হইল। দায়ূদ তাহার পুত্রের নিষ্ঠুর ও অপকৃষ্ট ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিজাপরাধ প্রযুক্ত আপনাকে পরমেশ্বরের ক্রোধের পাত্র জানিয়া পূর্ব্বমত সাহসী হইতে পারিল না, তজ্জন্যে কতক গুলিন বিশিষ্ট প্রিয়তম দাস সঙ্গে লইয়া যিরূশালম হইতে পলাইয়া গেলে, পর তাহার পুত্র আবসোলম্ ঐ পৈতৃক রাজধানীতে প্রবেশ করিল।

অহীথোফেলের মহানিষ্ঠুর মন্ত্রণা, আব্সোলম শুনিয়া ইস্রায়েল লোকের সাক্ষাতে আপন পিতার স্ত্রীগণেতে উপগত হইল। এই দুরাচার কর্ম্মেতে নাথন কর্তৃক পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সফলা হইল। তৎকালে দায়ূদ অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক নানা প্রকার সুন্দর ২ গীতরচনা করিল। আহীথোফেল আব্সোলমকে কহিল, তুমি উঠিয়া তোমার পিতার পশ্চাৎ গিয়া মারিয়া ফেল, ইহাতে সে স্বকর্ম্মানুরাগী আব্সোলম এই পরামর্শানুরূপ কর্ম্মকরণাপেক্ষা ইস্রায়েলের বহুসৈন্য একত্র হওন ভাল বোধ করিয়া যিরূশালম নগরে অপেক্ষা করিয়া রহিল, এই প্রকারে সেই রাজমন্ত্রির পরামর্শ বাক্য অবহেলা করিল, পরে সে অপমান প্রযুক্ত ক্রোধে ও গর্ব্বে অপনাকে ফাঁসি দিল।

আব্সোলম এই রূপে বিলম্ব করাতে দায়ূদের মিত্র ও বিশ্বস্ত দাস সকল তাহাদের প্রণয় রক্ষার্থে অনেক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিল, কিন্তু আবসোলম তদপেক্ষা অধিক সৈন্য একত্র করিয়া রণভূমিতে যুদ্ধার্থে গমন করিল। তৎপরে আবসোলমের সৈন্য সকল পরাস্ত হইলে

পর, তিনি এক খচ্চরাশ্ব আরোহণ করিয়া পলাইয়া গেল। তাহাতে এক বড় এলা বৃক্ষের শাখার নীচে দিয়া ঐ খচ্চরের গমন সময়ে আবসোলমের অহঙ্কারের কারণ মস্তকের সুচারুদীর্ঘ কেশপাশ ঐ বৃক্ষশাখায় বদ্ধ হইলে, তাহার নীচস্থিত খচ্চর প্রস্থান করিলে, সে ঐ বৃক্ষের শাখাতে ঝুলিতে লাগিল। তদনন্তর যোয়াব কতক গুলিন সৈন্য সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া দায়ূদ রাজার পুত্র হত্যার নিষেধ বিষয়ে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাহার পুত্রকে বধ করিল। তদনন্তর দায়ূদ রাজা পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, বৎশেবার সহিত সংযোগ জন্য পাপের ফল রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ ও নিজ পরিজনদের সহিত সম্প্রীতি রূপ দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইয়াও পুনর্ব্বার অহঙ্কার ও অভিমানের বশীভূত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক দুঃখে পতিত হইল। দায়ূদ আপনার রাজ্যের বিস্তার ও সৌন্দর্য্যের দর্পে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নিজরাজ্যের প্রজাবর্গের মধ্যে কত ব্যক্তি সৈন্য হইতে পারে ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে গণনা করিতে আজ্ঞা করিল। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা করণ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর মহামরক সৃষ্টি করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে ৭০০০০ সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এই রূপ ঘটনা কেবল তাহাদের রাজবিরুদ্ধে যুদ্ধ করণের প্রতিফল স্বরূপ হইল, রাজা তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেও যেহেতুক সে ঈশ্বরাভিষিক্ত ছিল, এ কারণ তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করাতে ঈশ্বরেরই প্রতি তাহা করা হইল, সুতরাং ইহার ফল ঈশ্বর হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হইল।

দায়ূদ রাজা বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইলে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদোনিয় রাজ সিংহাসন প্রাপ্তির আশ্বাস পাইল, এবং যোয়াব ও অবিয়াথর অন্যান্য ভদ্র লোকের সহিত বন্ধুতা করিয়া এক মহা-ভোজের উপলক্ষে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল, কারণ সে মনে করিল, যে তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া তাহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিবে। নাথন না-মক উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা এই কুমন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া এবং দায়ূদ পরমেশ্বরের অভিমতানুসারে নিজ পুত্র সুলেমানকে আপনার উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়াছে, ইহাও জানিয়া, হঠাৎ রাজবাটীতে গিয়া এই সংবাদ রাজাকে জানাইল। এই কুমন্ত্রণার কৌশলে পরমেশ্বরের মনোনীত সুলেমানের পৈতৃক রাজ্য প্রা-প্তির বিপরীত ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া দায়ূদ রাজা অতি ত্বরাতেই সুলেমানকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে সুলেমানের বিরুদ্ধাচারিগণ এই বিষয় অবগত হইবার পূর্ব্বে ঐ রাজ্যাভিষেক কর্ম্ম তূরী শব্দ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল, এবং আদোনিয় তাহা শুনিয়া হঠাৎ সাহসহীন হইল, তাহাতে তাহার সঙ্গি-লোক তাহাকে ত্যাগ করিলে, সে আত্মপ্রাণ রক্ষার নিমিত্তে নৈবেদ্যের নিকটে পলাইয়া গেল। সুলেমান তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল, যাবৎ তুমি রাজনিয়মানুসারে আমার বশীভূত হই-য়া থাকিবা, তাবৎ তোমার কোন হানি কিছুতেই হইবে না।

পরে দায়ূদ আপন পুত্র সুলেমানকে ডাকিয়া ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের জন্যে মন্দির নিম্মাণ করাইতে আজ্ঞা করিল। এবং দায়ূদ সুলেমানকে কহিল হে আমার পুত্র আমার প্রভু পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমার মনস্থ হইলে, পরমেশ্বরের এই কথা আমার প্রতি উপস্থিত হইল, তুমি অনেক রক্তপাত করিয়া বড় যুদ্ধ করিয়াছ, এই জন্যে তুমি আমার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিও না, কেননা পৃথিবীতে আমার সাক্ষাতে অনেক রক্তপাত করিয়াছ। কিন্তু তোমার এক পুত্র জন্মিবে, সে শান্তমনুষ্য হইবে, আমি তাহাকে চতুর্দ্দিকস্থ শত্রু হইতে বিশ্রাম দিব, তাহার নাম সুলেমান্ (শান্ত) হইবে ও তাহার অধিকার সময়ে আমি ইস্রায়েলকে সন্ধি ও শান্তি দিব। সে আমার নামের উদ্দেশে মন্দির নিম্মাণ করাইবে: ও সে আমার পুত্র হইবে, ও আমি তাহার পিতা হইব, এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজসিংহাসন চিরকাল স্থির করিব। হে আমার পুত্র এখন পরমেশ্বর তোমার সহবর্ত্তী হউন ও তুমি ভাগ্যবান্ হও, তিনি তোমার বিষয়ে যেমন কহিয়াছেন তদনুসারে আপন প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ কর। তদ্ভিন্ন ইস্রায়েলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে ও তোমার প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে পরমেশ্বর তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিউন। পরমেশ্বর ইস্রায়েলের বিষয়ে মূসাকে যে২ বিধি ও আজ্ঞা দিয়াছেন সে সকল পালন করিতে যদি মনোযোগ কর, তবে তুমি ভাগ্যবান্ হইবা; অতএব শক্তিমান্ ও সাহসী হও, ভীত

ও নিরাশ হইও না। দেখ আমি আপন দুঃখের সময়ে পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে এক লক্ষ কিক্কর স্বর্ণ ও দশ লক্ষ কিক্কর রূপা ও অপরিমিত পিত্তল ও লৌহ প্রস্তুত করিয়াছি, কেননা তাহা অতি প্রচুর; এবং আমি কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি আরও প্রস্তুত করিতে পারিবা। এবং তোমার নিকটেও অনেক শিল্পকর আছে, অর্থাৎ ভাস্কর ও সূত্রধর ও সকল প্রকার কর্ম্মে নিপুণ নানা লোক আছে। এবং স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ অসংখ্য আছে, অতএব উঠ কর্ম্মের উদ্যোগ কর, পরমেশ্বর তোমার সহবর্ত্তী হউন। পরে দায়ূদ আপন পুত্র সুলেমানের উপকার করিতে ইস্রায়েলের সকল অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিয়া কহিল, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী হইয়া কি সর্ব্বদিগে তোমাদিগকে বিশ্রাম দেন নাই? তিনি দেশনিবাসি লোকদিগকে আমার হস্তগত করাতে পরমেশ্বরের ও তাঁহার লোকদের সম্মুখে দেশ পরাজিত হইয়াছে। অতএব আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে আপনাদের অন্তঃকরণ ও চিত্ত রাখ, এবং পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে যে মন্দির নির্ম্মাণ হইবে, তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের নিয়ম সিন্দুক ও ঈশ্বরের পবিত্র পাত্র আনিতে প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র স্থান প্রস্তুত কর।

অপর পিতৃবংশের প্রধানেরা ও ইস্রায়েল বংশের অধ্যক্ষগণ ও সহস্রপতিগণ ও শতপতিগণ ও রাজার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ স্বেচ্ছাতে দান করিল। এবং ঈশ্বরের মন্দিরের কার্য্যের জন্যে পাঁচ সহস্র স্বর্ণের কিক্কর ও দশ

সহস্র স্বর্ণের অদকোন, ও দশ সহস্র রূপার কিক্কর ও আঠারো সহস্র কিক্কর পিত্তল, ও এক লক্ষ কিক্কর লৌহ দিল। এবং যাহাদের নিকটে মণি ছিল, তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরের ভাণ্ডারে তাহা দিল। তাহাতে লোকেরা তাহাদের দাতৃত্বে আনন্দ করিল, কেননা তাহারা সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত স্বেচ্ছাতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দান করিল, এবং দায়ূদ রাজাও মহানন্দ করিল। অপর দায়ূদ সকল মণ্ডলীর সাক্ষাতে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং দায়ূদ কহিল হে আমাদের পিতঃ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তুমি সর্ব্বদা ধন্য। হে পরমেশ্বর তোমাতে মহত্ত্ব ও পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য ও জয় ও প্রশংসা আছে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যত আছে সকলি তোমার আছে, হে পরমেশ্বর রাজ্য তোমার এবং তুমি সম্রাটের নগর সকলের উপরে উন্নত আছ। এবং তোমাহইতে ধন ও সম্মান হয় এবং তুমি সকলের উপরে রাজত্ব করিতেছ, পরাক্রম ও বল তোমার হস্তে আছে, এবং বড় করিতে ও সকলকে বল দিতে তোমার হস্তের অধিকার আছে। অতএব হে আমাদের ঈশ্বর আমরা তোমার ধন্যবাদ করি ও তোমার ঐশ্বর্য্যযুক্ত নামের প্রশংসা করি। কিন্তু আমি কে? এবং আমার লোকেরা বা কে? যে আমরা এই প্রকারে স্বেচ্ছাতে দান করিতে সমর্থ হই, কেননা তোমাহইতে সকলি পাওয়া যায়, এবং আমরা তোমার দানদ্রব্যই তোমাকে দিলাম। কেমনা আমরা আপনাদের সকল পিতলোকদের ন্যায় তোমার সম্মুখে

বিদেশী ও প্রবাসী, পৃথিবীতে আমাদের যে আয়ু সে ছায়া সদৃশ ও অস্থায়ী। হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর তোমার পবিত্র নামের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার জন্যে আমরা এই যে অনেক দ্রব্য আয়োজন করিলাম, সে সকল তোমার হস্তহইতেই আইল, ও সকলি তোমার আছে, হে আমার ঈশ্বর তুমি অন্তঃকরণের পরীক্ষা করিতেছ, ও সরলতাতে সন্তুষ্ট আছ, তাহা আমি জানি, আমিই আপন অন্তঃকরণের সরলতাতে স্বেচ্ছাতে এই সকল দ্রব্য দান করিলাম, এবং এখন তোমার উপস্থিত লোকদিগকে তোমার উদ্দেশে স্বেচ্ছাতে আনন্দে দান করিতে দেখিলাম। হে আমাদের পিতৃলোক অব্রাহম ও ইস্হাক ও ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর তুমি আপন লোকদের অন্তঃকরণের কল্পনার উদয়ে এই কর্ম্ম সর্ব্বদা স্থির করিয়া রাখ, ও আপনার প্রতি তাহাদের অন্তঃকরণ নিবিষ্ট কর। এবং তোমার আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিয়া কর্ম্ম করিতে এবং আমি যে প্রাসাদের জন্যে আয়োজন করিয়াছি তাহা গ্রন্থন করিতে আমার পুত্র সুলেমানকে সরল অন্তঃকরণ দেও।

পরে দায়ূদ সকল মণ্ডলীকে কহিল, এখন আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, তাহাতে সকল মণ্ডলী আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল ও মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি ভজনা করিল, তখন দায়ূদ হিব্রোনেতে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ও যিরূশালম নগরে ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া

অনেক আয়ু ও ধন এবং সম্ভ্রমবিশিষ্ট হইয়া পরলোক গত হইল।

তৎপরে তাহার পুত্র সুলেমান্ তাহার পরিবর্ত্তে রাজত্ব করিতে লাগিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১০১৫ সৎসর।

ষষ্ঠ।

সুলেমানের রাজত্ব, ও জ্ঞানার্থ প্রার্থনা, দেবোপাসিকা-স্ত্রীর পরামর্শে দেবপূজাকরণ প্রভৃতির বিবরণ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১০১৫ অবধি ৯৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত।

সুলেমান রাজ্যাভিষিক্ত হইবামাত্রে আদোনিয় এবং তাহার সঙ্গিগণ পূর্ব্বোক্ত কুমন্ত্রণানুসারে ব্যবহার করিয়া এককালে প্রাণে বিনষ্ট হইল। আবিআথর নামক রাজযাজক মাত্র কেবল যাজকীয়পদচ্যুত হইয়া প্রাণ রক্ষা পাইল, ইহাতে এলিয় বংশের প্রতি যে পরমেশ্বরের অভিশাপ পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে তদ্বংশের ঐ অবশিষ্ট ব্যক্তিতেই সফল হইল, অপর সুলেমান আপন পিতা দায়ূদের বিদ্যানুসারে আচরণ করিতে২ পরমেশ্বরেতে প্রেম করিল। এবং পরমেশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে সুলেমানকে দর্শন দিলেন, এবং ঈশ্বর কহিলেন আমার দাতব্য বর তুমি প্রার্থনা কর। তাহাতে সুলেমান কহিল, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদ সত্যতাতে ও ধর্ম্মে ও তোমার গোচরে সরলান্তঃকরণে আচরণ করিলে, তুমি তদনুসারে তাহার প্রতি বড় দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার সিংহাসনে অদ্য উপবিষ্ট হইতে

এক পুত্রকে দিলা, তাহার প্রতি এই বড় অনুগ্রহ করিলা। এখন হে আমার প্রভো পরমেশ্বর তুমি আমার পিতা দায়ূদের পদে আপন দাসকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলা, কিন্তু আমি ক্ষুদ্রবালক বহির্গমন করিতে ও অন্তরে প্রবেশ করিতে জানি না। তোমার এই দাস তোমার মনোনীত লোকদের মধ্যে অর্থাৎ মহত্ত্ব ও বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অগণ্য লোকদের মধ্যে আছে। অতএব তোমার এই লোকদের বিচার করিতে ও ভদ্রাভদ্র বিশেষ জানিতে তোমার দাসের মনে জ্ঞান দেও। নতুবা তোমার এত লোকের বিচার কে করিতে পারে? তখন পরমেশ্বর সুলেমানের এইরূপ প্রার্থনাতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি কেবল এই প্রার্থনা করিলা, এবং আপনার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিলা না, ও আপনার জন্যে ধন ও প্রার্থনা করিলা না, ও আপনার শত্রুগণের প্রাণনাশও প্রার্থনা করিলা না, কিন্তু ন্যায় জানিতে আপনার জন্যে কেবল জ্ঞান প্রার্থনা করিলা, এই নিমিত্তে আমি তোমার বাক্যানুসারেই করিলাম, দেখ তোমাকে এমৎ জ্ঞানবৎ ও বুদ্ধিমৎ মন দিলাম, যে তোমার পূর্ব্বে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ হইবে না। তদ্ভিন্ন তুমি যে ধন ও সম্মান প্রার্থনা করিলা না, তাহাও আমি তোমাকে এমত দিলাম, যে রাজবর্গের মধ্যে যাবজ্জীবন তোমার তুল্য কেহ হইবে না। তোমার পিতা দায়ূদ যেরূপে আচরণ করিয়াছে সেইরূপে তুমি যদি আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিয়া আমার পথে আচরণ কর, তবে আমি তোমার আয়ুর

বৃদ্ধি করিব। পরে সুলেমান জাগ্রৎ হইলে, স্বপ্নবোধ হইল, পরে সে যিরুশালমে যাইয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল, এবং আপন তাবৎ দাসের জন্যে এক ভোজ করিল। এবং পরমেশ্বর সকল ইস্রায়েলের মধ্যে সুলেমানকে অতিশয় উন্নত করিলেন, এবং তাহাকে যেরূপ রাজকীয় প্রতাপ দিলেন, তাদৃশ প্রতাপ ইস্রায়েলের কোন রাজা পায় নাই, এবং আরো পরমেশ্বর তাহাকে অতিশয় জ্ঞান, ও মনঃপ্রাশস্ত্য দিলেন, তাহাতে জগদীয়লোকের বুদ্ধিহইতে তাহার বুদ্ধি অতিরিক্ত হইল, সুতরাং তাহার সুখ্যাতি পৃথিবীস্থগুলের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইল। ঐ সুলেমান তিন হাজার হিতোপদেশ ঘটিত বাক্য রচনা করিয়াছিল, এবং পঞ্চাধিকসহস্র ধর্ম্মবিষয়ের গীত রচনা করিয়াছিল, এবং সে লিবানোনের এরোস বৃক্ষাবধি প্রাচীরোৎপন্ন এসব্ বৃক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিল, এবং পশু পক্ষি উরগ মৎস্য প্রভৃতি সমুদয় জীবের বর্ণনা করিল। এবং পৃথিবীস্থ যাবদীয় রাজা সুলেমানের বিচিত্রজ্ঞানের সংবাদ পাইয়াছিল, তাহাদিগের রাজ্যের তাবৎ লোক সুলেমানের জ্ঞান বিষয়ের কথা শ্রবণ করিতে আইল। প্রথমতঃ বিচারকরণ বিষয়ে সুলেমানের যে বুদ্ধির কৌশল তাহা এইমত প্রকাশ পাইল, যথা কোন সময়ে একটি জীবৎ সন্তান লইয়া কোন দুই স্ত্রীলোক আমার ২ বলিয়া পরস্পর বিবাদ করতঃ রাজসভাতে বিচারকরণার্থ উপস্থিত হইল, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কাহারও সাক্ষী কিম্বা অন্য কোন

প্রমাণ ছিল না, তথাপি সুলেমান স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ ও মনুষ্যজাতির অন্তঃকরণের ভাবজ্ঞ, বিচারার্থ উপস্থিত ঐ দুই স্ত্রীর মধ্যে ঐ সন্তানের যথার্থরূপ জননী কে, এবং কাহারই বা ঐ সন্তানের প্রতি বিশেষ আন্তরিক স্নেহ তাহা জানিতে মনস্থ করিয়া একজন নিজদাসকে খড়্গ-দ্বারা ঐ সন্তান দ্বিখণ্ড করিয়া উভয়কে তুল্যাংশে দিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু উহার যথার্থ মাতা রাজার এতাদৃশ আজ্ঞা শুনিয়া নিতান্ত কাতরতাপূর্ব্বক রাজাকে নিবেদন করিল, হে প্রভো মহারাজ আমি প্রার্থনা করি, যেন এই জীবিত বালক কোনরূপে হত না হয়, এই বালক আপ-নি উহাকে দেউন, ইহাতে অন্য স্ত্রী কহিল, এই বালক না আমার না তোমার কাহারও হইবে না, অতএব ইহাকে ছেদন করিয়া তুল্যরূপে দুই অংশ করাই উপ-যুক্ত। সুলেমান এইরূপ উভয় স্ত্রীর মর্ম্ম বুঝিয়া ঐ সন্তানের ভাবিশোকে অতিশয় দুঃখিনী স্ত্রীকে নির্ব্বিঘ্নে ঐ সন্তান সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিল, রাজার এত-দ্রূপ বিচারসিদ্ধান্ত শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েললোক রাজাকে অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক মান্যতা করিতে লাগিল, কেননা যুক্তিপূর্ব্বক বিচার করণার্থে পরমেশ্বর তাহাকে সূক্ষ্মবি-বেচনা দিয়াছেন। তৎপরে নানা দেশহইতে লোক সকল তৎকালে অন্যান্য রাজাহইতে সুলেমান্ বিজাতীয় বুদ্ধিমান্ একারণ তাহার রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহকরণ দেখিতে ও তাহার জ্ঞান বিষয়ের কথা শুনিতে তাহার রাজ্যে আইল, উহাদিগের মধ্যে পশ্চিম দেশীয় শিবা নাম্নী মহারাণী সুলেমানকে নানা প্রকার কঠিন২ প্রশ্ন

করিতে লাগিল, তাহাতে রাজা তাহার প্রশ্নানুসারে সমুদয় সদুত্তর দিলে পর, ঐমহারাণী সুলেমানের বুদ্ধি ও তাহার রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রাজাকে কহিল, আমি আপন রাজ্যে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে যে সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তাহার অন্যথা নাই। কিন্তু আমি যাবৎ এখানে আসিয়া আপন চক্ষুতে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ আমার মনের সন্দেহ দূর হয় নাই, আবার এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহার অর্দ্ধেকও সেখানে শুনি নাই, কারণ তোমার বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে ও অধিক দেখিলাম। যে সকল তোমার অনুগত লোক ও দাসবর্গ নিত্য তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জ্ঞানের কথা শুনে, তাহারাই ধন্য, এবং ইস্রায়েল বংশের রাজসিংহাসনে তোমাকে উপবিষ্ট করাইতে পরমাহ্লাদিত ছিলেন যে প্রভু পরমেশ্বর তিনি পরম ধন্য হন। পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে নিতান্ত প্রিয় বাসেন, এই হেতুক ন্যায় ও ধর্ম্ম পূর্ব্বক তাহাদের উপরে রাজত্ব করিতে তিনি তোমাকেই নিযুক্ত করিলেন, ঐ মহারাণী নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য রাজাকে উপঢৌকন দিয়া ও রাজার নিকটহইতে আপনি ও নানা প্রকার উত্তম২ দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া রাজার বিশিষ্ট ব্যবহার দর্শনানন্তর পরমাহ্লাদ পুরঃসর স্বদেশের প্রতি যাত্রা করিল। সুলেমান্ এই প্রকারে কুশল ও সৌভাগ্য বিশিষ্ট হইয়া তাহার ধর্ম্মশীল পিতা দায়ূদের অভিমতানুসারে কার্য্য করিতে সযত্ন হইয়া পরমেশ্বরের

উদ্দেশে পৃথিবীর মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক আশ্চর্য্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিল। পরে সে সোরদেশের রাজা হীরমের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাহার নিকটে লিবানোন পর্ব্বতোৎপন্ন দেবদারু ও এরস কাষ্ঠ চাহিয়া পাঠাইল। পরে সে আপন রাজ্যের প্রজাবর্গের মধ্যে উত্তম কর্ম্মনিপুণ ও শিল্পকর ৩০০০০ ত্রিস হাজার লোক ঐ কর্ম্ম বিষয়ে নিযুক্ত করিল, ও অন্য এক স্থানে এই মন্দিরের প্রস্তর সকল খোদাইবার জন্যে ৮০০০০ লোক অগ্রে নিযুক্ত করিয়াছিল, ইহাতে মন্দির নির্ম্মাণের স্থানে হাতুড় কুঠার এবং অন্যান্য লৌহময় অস্ত্রের শব্দ শুনা যায় নাই, ঐ মন্দির গাঁথিবার প্রস্তরাদি সামগ্রী সকল বহন করিবার জন্যে ৭০০০০ মনুষ্য উপস্থিত ছিল, পরে ইহার গাঁথনি সমাপ্ত হইলে, ইহার দীর্ঘতা ৬০ হাত ও প্রসার ২০ হাত উচ্চতা ৩০ হাত পরিমাণ স্থির করা গেল, এবং এই মন্দিরের সম্মুখে ২০ হাত দীর্ঘ ১০ হাত পরিসর এক বারাণ্ডা নির্ম্মিত ছিল, এবং এরস কাষ্ঠময় স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরের মধ্যভূমি অবধি ছাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক যোড় কবাট দ্বারা ঐ মন্দির বিষমভাগে বিভক্ত ছিল, এবং ঐ কবাটের পশ্চাৎ মন্দিরের এক ভাগের ভূমিপরিমাণ ২০ হাত, ইহার নাম পবিত্রাৎ পবিত্র ভাগ ছিল, এই অংশে পরমেশ্বরের নিয়ম সিন্দুক ও তদুপরিস্থ কেরুবেরা নামক প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার স্থানে এই মন্দিরের অবশিষ্টাংশের নাম সাঙ্ক্চুয়ারি রাখাগেল, ইহাতে ধূপবেদি ও স্বর্ণময় দীপাধার অর্থাৎ পিলসুজ ও দর্শন রুটীর

মেজ, ধুনাচি, এবং চমসপাত্র প্রভৃতি পরমেশ্বরের সেবার উদ্দেশে স্থাপিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত পবিত্রাৎ পবিত্র নামক স্থানের নিকটে নীল, পীত, শ্বেত, হরিত ধূম্র, রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণেতে শোভিত বস্ত্র নির্ম্মিত এক পরদা ঝুলান ছিল, মন্দিরের মধ্যভূমি উত্তম মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল, এবং ইহার ভিত্তি ও তদুপরিস্থ ছাতের দৃশ্যভাগ সুবর্ণ মণ্ডিত ছিল। ঐ মন্দিরের নিকটে নানা বিধ কার্য্যের নিমিত্তে অতিশয় সুন্দর ত্রিতলা গৃহ নির্ম্মাণ হইল, মন্দিরের সম্মুখে ২০ হাত দীর্ঘ ২০ হাত প্রশস্থ ১০ হাত উচ্চ এক যজ্ঞবেদি প্রস্তুত হইল, সেখানে উপকরণাদি দ্রব্য পরিষ্কার করণার্থে ১০ টা বৃহৎ তাম্রময় প্রক্ষালন পাত্র ছিল, এবং ঐ মন্দিরের যাজকগণের অঙ্গ প্রক্ষালনের কারণ ১২ দ্বাদশ টা তাম্র নির্ম্মিত বলদের পৃষ্ঠের উপরিভাগে ৩০ হাত পরিমাণ পরিধি এক তামার পাত্র স্থাপিত ছিল। সুলেমান এই মহামন্দিরের গাঁথনি তাহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে আরম্ভ করিয়া একাদশ বৎসরে সমাপ্ত করিল, তখন তাহার ২৯ বৎসর বয়স্ ছিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ১০০৪ বৎসর।

এই রূপে সেই মন্দির সমুদায় প্রস্তুত হইলে, সুলেমান তাহার প্রতিষ্ঠা করণার্থে যত্নবান্ হইল, এই মহামন্দির প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে বিখ্যাত করিবার মানসে সমারোহ পূর্ব্বক এক উৎসবোপলক্ষে ইস্রায়েলবংশের প্রাচীন অধ্যক্ষগণকে আহ্বান করিল, পূর্ব্বে তাহার পিতা দায়ূদ রাজা সামান্য আবাসে পরমেশ্বরের যে নিয়ম

সিন্দুক রাখিয়াছিল, তাহা এক্ষণে সুলেমান অতিশয় সমাদরপূর্ব্বক আনিয়া ঐ মহামন্দিরের পবিত্রাৎ পবিত্র ভাগে রাখিলে পর, এবং সেই স্থান মেঘে ব্যাপ্ত হইলে, পরমেশ্বরের তেজেতে ঐ মহামন্দির পরিপূর্ণ হইল. তখন সুলেমান সেই স্থানে ইস্রায়েল বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া স্বর্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে পরমেশ্বর এই উপস্থিত লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,এবং ইহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি এই মন্দিরে আপনার পাপ স্বীকার পুরঃসর তোমার উদ্দেশে প্রার্থনা করে, তবে তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে আজ্ঞা হউক, এবং এই সকল লোকের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা, কি শত্রুকর্ত্তৃক আক্রমণ, অথবা মরক, কিম্বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, যাহাতে উহারা রক্ষা পায় এমৎ উপায় বিধানে অনুগ্রহ করুন।

সুলেমান এইরূপ প্রার্থনা সমাপন করিলে পর, আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া হোম ও বলি সকল দগ্ধ করিল, তাহাতে পরমেশ্বরের তেজোদ্বারা মন্দির পরিপূর্ণ হইল, এবং ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ তাহা দেখিয়া ভূমিতে অধোমুখে প্রণাম করিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসাপূর্ব্বক কহিল, পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা, ও তাহার অনুগ্রহ চিরস্থায়ী, পরে সুলেমান, ও তাবৎ লোক পরমেশ্বরের নিকটে বলিদান করিল। তাহাতে রাজা ২২০০০ গো ও একলক্ষ বিশহাজার মেষ বলিদান করিল, এবং সুলেমান দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিয়া

ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে আশার্ব্বাদ করিল, যে পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আপনিই ইস্রায়েল লোকদিগকে বিশ্রাম দিলেন তিনিই ধন্য, তিনি আপন দাস মূসার প্রমুখাৎ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার এক কথাও নিষ্ফল হইল না, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যেমন পূর্ব্বপুরুষদের সহকারী ছিলেন, তদ্রূপ আমাদেরও সহকারী হউন, ও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পৃথক্ না হউন। এবং আপনি আমাদিগকে সৎপথে চলিতে ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে আজ্ঞা ও বিধি এবং ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা পালন করিতে আমাদের মনে প্রবৃত্তি দিউন। এবং যখন যেমন প্রয়োজন হয়, তদনুসারে আপনি আপনার দাস ও ইস্রায়েললোকদিগের প্রতি সদ্বিচার করুন, তাহাতে পরমেশ্বরব্যতিরেকে অন্য কেহ ঈশ্বর নাই, ইহা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবেক। তদনন্তর রাজা লোক সকলের প্রতি কহিল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে তাঁহার প্রতি তোমাদের মনঃ সর্ব্বদা স্থির থাকুক। রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সুলেমানের আশ্চর্য্য মহিমারূপ সূর্য্য প্রবল হইলেও, অবশেষে তাঁহার অসদাচরণের জন্যে ঐ সূর্য্য এককালে অপমান মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তাহার সৌভাগ্য হওয়াতে সে আত্মশ্লাঘী ও কামুক হইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীলোকেতে আসক্ত হইল, সুলেমান নিকটবর্ত্তি দেশস্থ দেবপূজকদের গুটিকত কন্যা বিবাহ করিলে, পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল, পরে ঐ সকল স্ত্রীগণের কুপরামর্শে বঞ্চিত হইয়া সত্যধর্ম্মের উপাসনা

ত্যাগপূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের মতানুসারে দেব দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিল, ইহাতে বোধ হয় যে স্বভাবতঃ দুষ্ট মনুষ্যজাতির মনঃ বহুধন সম্পত্তি ও মর্য্যাদা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলে, কুপথগামি হয়। পরমেশ্বর ইহাতে সুলেমানের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, আমি যে আজ্ঞাবিধি তোমাকে দিলাম, তাহা তুমি পালন করিলা না, তোমার এইমত আচরণ হওয়াতে আমি অবশ্য তোমার স্থানহইতে রাজ্য বিচ্ছেদ করিয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব। কিন্তু আমার দাস দায়ূদের অনুরোধে তোমার বর্ত্তমানে তাহা করিব না, কিন্তু তোমার পুত্রের স্থানহইতে কেবল এক বংশের রাজত্বভার দিয়া অবশিষ্ট সমুদায়াংশ কাড়িয়া লইব, ইহাতে অনুমান হয় সুলেমান আপন বৃদ্ধাবস্থা আগত হইলে, নিজ পাপের মার্জ্জনার নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রতি মনঃ ফিরাইল। পূর্ব্বে সুলেমানের দাসের বিষয় যাহা কথিত আছে, সে ব্যক্তি নিবাটের পুত্র যারবিয়ম, ইহার সহিত অহিয় নামে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা সাক্ষাৎ করিয়া তাহার গাত্রের বস্ত্র দ্বাদশ খণ্ডে ছিন্ন করিয়া যারবিয়মকে দশখণ্ড দিয়া কহিল, যদি তুমি পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া তাহার সুপথে চল, তবে তিনি তোমাকে ইস্রায়েলের ১০ বংশের উপরে রাজত্বভার দিবেন, তাহার চিহ্নার্থ এই ১০ খণ্ড বস্ত্র।

তৎপরে সুলেমান যারবিয়মকে ধরিয়া বধ করিতে সচেষ্ট হইলে, সে মিসরদেশে যাইয়া আশ্রয় লইল,

সুলেমান ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়স্ হইলে, প্রাণত্যাগ করিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৯৫৭।

সপ্তম।

রিহবিয়াম ও অবিয় ও আসা নামক যিহুদার রাজগণের বৃত্তান্ত। যারবিয়াম ও নাদব্ ও বাসা ও এলা ও শিম্রি এবং অমরিয় এই সকল ইস্রায়েলের রাজবর্গের বৃত্তান্ত।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯৭৫ অবধি ৯১৮ পর্য্যন্ত।

সুলেমানের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র রিহবিয়াম রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইল, তাহাতে ইস্রায়েল বংশের লোক একত্র হইয়া আবেদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল, মহাশয়ের পিতা যে কঠিন নিয়ম প্রজাবর্গের উপরে স্থাপিত করিয়াছেন, আপনি তাহা সহজ করিয়া তাহাহইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। যুবরাজ প্রজাবর্গের এই নিবেদন শুনিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্যে তিন দিবস অপেক্ষা করিল, ইহাতে তাঁহার বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ তাহাকে কহিল, প্রজাবর্গের মনঃ দয়া পূর্ব্বক যে কোন কৌশলে আকর্ষণ করা যায়, তাহার উপায় অন্বেষণ করা রাজার কর্ত্তব্য, কিন্তু রিহবিয়াম নিজ রাজত্বের ঐশ্বর্য্যভোগে মত্ত হইয়া তাহাদিগের কথা হেয়জ্ঞান করিল। তৎপরে নিজ সঙ্গি যুবা মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে অহঙ্কারপূর্ব্বক প্রজা সকলকে এই উত্তর দিল, যে কঠিন নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিতে তোমরা

অনুতাপ করিয়া আমার নিকটে নিবেদন করিতেছ, আমি ততোধিক গুরুতর ভার তোমাদিগের স্কন্ধে সমর্পণ করিব। তজ্জন্যে ইস্রায়েলের দশবংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজ রাজার প্রতি অনিষ্টাচরণ করত, যারবিয়ামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল, কিন্তু দ্বাদশ বংশের মধ্যে দুই বংশ অর্থাৎ যিহুদা এবং বিন্যামীন্বংশ দায়ূদের নিজ কুলোদ্ভব রাজার বশীভূত হইয়া রহিল। পরে যারবিয়াম আপনি মনে ২ বিচার করিল, যদি এই লোকেরা যিরুশালম নগরস্থ পরমেশ্বরের মন্দিরে বারম্বার বলিদান করিতে গিয়া থাকে, তবে আপন প্রভু যিহূদার রাজা রিহবিয়ামের প্রতি অবশ্য তাহাদের মনঃ ফিরাইবে, তাহাতে এই রাজ্য পুনর্ব্বার দায়ূদবংশের অধীন হইবেক। অতএব যদি তুমি আমার আজ্ঞানুসারে চল, তবে ইস্রায়েলের দশবংশের উপরে রাজত্ব করিবা, এই প্রকার পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা রাজা না মানিয়া কুমন্ত্রণা দ্বারা আপনার কুৎসিত অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া বৈথেল্ ও দানেতে স্বর্ণময় দুই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়া কহিল। হে ইস্রায়েল বংশ, যিরুশালম নগরে যাইতে তোমাদের ক্লেশ হয়, একারণ মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে আনয়নকারি দেবগণকে এই স্থানে দেখ, পরে সে প্রথমতঃ আপনি ঐ দেবতার পূজা করাতে সে সকল লোককে কুপথে চলিতে প্রবৃত্তি দিল। তদনন্তর যারবিয়াম ধূপ জ্বালাইতে বেদির নিকটে দাঁড়াইলে, ঈশ্বরের অনুগৃহীত একব্যক্তি যিহূদাহইতে বৈথলে উপস্থিত হইল। এবং বেদির প্রতিকূলে পরমেশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা

এই কথা কহিল, হে বেদি ২ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যোশিয় নামে এক বালক দায়ূদের বংশে জন্মিয়া ধূপ প্রজ্বালনকারী উচ্চস্থানের যাজকগণকে তোমার উপরে উৎসর্গ করিবে, ও তোমার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করিবে। এবং ঐ দিবসে সে লক্ষণদ্বারা এ কথা কহিল, এই বেদি ভগ্ন হইবে, ও তাহার উপরিস্থ ভস্ম বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে। যারবিয়াম তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক হস্ত বিস্তার করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তাকে ধরিতে আপনার সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিল। তাহাতে তাহার হস্ত শুষ্ক হইলে, সে তাহা পুনরায় ফিরিয়া লইতে অক্ষম হইল। তখন সে বেদি ভগ্ন হইল, ও তাহার উপরিস্থ ভস্ম বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং এইরূপে সে অপারক হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যের পরিবর্ত্তে বিনয়বাক্যে ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল, আপনি পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন যেন আমার হস্ত পূর্ব্ববৎ সুস্থ হয়। ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে, তাহার যে হস্ত এককালে শুষ্ক হইয়া সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে পুনর্ব্বার ঈশ্বরানুগ্রহে আশ্চর্য্যরূপে সুস্থ হইল। ইহাতে যারবিয়াম স্বীয় পাপের বিষয়ে অনুতাপ ও দেব দেবীর পূজার পরিত্যাগ এবং পরমেশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ইত্যাদি উপযুক্ত কোন ব্যবহার না করিয়া কেবল পুরস্কার স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ ধন সম্পত্তি এবং আহারাদি দানদ্বারা ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাকে সন্তুষ্ট করিতে সযত্ন হইল। ঐ ঈশ্বরানুগৃহীত ভবিষ্যদ্বক্তা সেই নিষিদ্ধস্থানে জলপান ও আহারাদি করিতে পরমেশ্বর-

কর্তৃক নিবারিত হইয়া ঐ রাজদত্ত উপঢৌকনাদি গ্রহণে অস্বীকারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যোগী হইল। বৈথেলনগরনিবাসী এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়া পথের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং সে ঐ নিষিদ্ধ স্থানে জলপান ও বিশ্রামার্থে তাহাকে প্রবৃত্তি দিলে পর, সে পুনরায় সেই নগরে প্রত্যাগমন করিল, এই প্রকারে সে ব্যক্তি পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে তাহার পুনরাগমন সময়ে এক প্রবল ভয়ানক সিংহ কেবল তাহাকে মাত্র আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিল, কিন্তু তাহার মৃতদেহ খাইল না, ও তাহার বাহন গর্দ্দভকেও বিনষ্ট করিল না। এই দৈবঘটনায় তাহার পাপের সমুচিত দণ্ড হইলে, তাহার ঐ মৃতশরীর বৈথল নগরে কবর দেওয়া গেল। পরে যারবিয়মের পুত্র অবিয়ের অতিশয় পীড়া হইল, তজ্জন্যে যারবিয়াম নিজ পত্নীকে পুত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে অহিয় নামক ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে ছদ্মবেশ ধরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিল। পরে সেই স্ত্রীর দ্বারে প্রবেশকরণ সময়ে তাঁহার পদের শব্দ শুনিয়া অহিয় তাহাকে কহিল, হে যারবিয়ামের ভার্য্যে তুমি ভিতরে আইস; তুমি কেন অন্য স্ত্রীবেশ ধরিয়া ছল করিতেছ? আমি ভারি সমাচার কহিতে তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম, তুমি যাইয়া যারবিয়মকে কহ, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি লোকদের মধ্যে তোমাকে উচ্চপদস্থ করিলাম, ও আমার ইস্রায়েল বংশের উপরে তোমাকে রাজা করিলাম, আমি দায়ূদের বংশহইতে রাজ্য

লইয়া তোমাকে দিলাম; তথাপি, আমার দাস যে দায়ূদ আমার আজ্ঞা পালন করিল, এবং আমার দৃষ্টিতে কেবল উচিত কর্ম্ম করিয়া আপন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার পশ্চাদ্গামী হইল, তুমি তাহার মত হইলা না। কিন্তু পূর্ব্বকার লোকদের অপেক্ষাও কুকর্ম্ম করিলা, তুমি যাইয়া আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে অন্যদেবগণ ও ছাঁচেঢালা প্রতিমা আপনার জন্যে নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলা. অতএব দেখ, আমি যারবিয়মের বংশের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব; যারবিয়ামের বংশীয় প্রত্যেক পুরুষকে নষ্ট করিব। এবং যারবিয়ামের যে লোক নগরে মরিবে, তাহাকে কুক্কুরেরা ভক্ষণ করিবে, ও যে জন ক্ষেত্রে মরিবে, তাহাকে শূন্যের পক্ষিগণ ভক্ষণ করিবে, ইহা পরমেশ্বর কহিলেন; অতএব তুমি উঠিয়া আপন নিবাসে যাও, কিন্তু নগরে তোমার পাদার্পণমাত্রে তোমার বালক মরিবে; এবং তাহার জন্যে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শোক করিয়া তাহাকে কবর দিবে, কেননা যারবিয়মের বংশের মধ্যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ উত্তম আচরণ দেখা যায়। এই জন্যে যারবিয়াম বংশে কেবল সেই বালক কবর পাইবে। আর পরমেশ্বর ইস্রায়েলের এক রাজাকে উৎপন্ন করিবেন; এই বর্ত্তমান ঘটনাব্যতিরেকে সে এক দিনে যারবিয়ামের বংশকে উচ্ছিন্ন করিবে। তাহাদের কৃত চৈত্যবৃক্ষদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করাতে পরমেশ্বর স্রোতঃস্থিত কম্পিত নলের ন্যায় ইস্রায়েল বংশকে আঘাত করিবেন, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই যে উত্তম দেশ দিয়াছেন,

তথাহইতে ইস্রায়েল বংশকে উৎপাটিত করিয়া নদীর পর পারে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন। যারবিয়াম আপনি পাপ করিল, এবং ইস্রায়েল বংশকেও পাপ করাইল; তাহার এই পাপ প্রযুক্ত ইস্রায়েল বংশকে ত্যাগ করিবেন। পরে যারবিয়ামের ভার্য্যা উঠিয়া যাইয়া গৃহদ্বারের গোবরাটে পা দিবামাত্রে তাহার বালক মরিল, তাহাতে সে বালক ভাবিদুঃখহইতে বিমুক্ত হইল। তদনন্তর রিহবিয়াম রাজবিরুদ্ধাচারিগণকে পরাস্ত করিবার মানসে অনেক সৈন্য সামন্ত একত্র করিলে পর, পরমেশ্বরের এই বাক্য শিময়িয় নামক এক ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে উপস্থিত হইল, অর্থাৎ তোমরা যাইও না, ও আপনার ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিও না, প্রত্যেক জন আপন ২ বাসস্থানে যাও, কেননা এই সকল ঘটনা আমাহইতে হইল, এবং তাহারা পরমেশ্বরের এই কথা মানিয়া যারবিয়ামের বিরুদ্ধে গমনহইতে নিবৃত্ত হইল। যারবিয়াম পরমেশ্বরের যাজকগণকে দূর করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে উচ্চস্থানে ও ভূতের উদ্দেশে এবং যে বলদাকার দেবমূর্ত্তি সে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদেরও নিকটে পূজা করিতে অতিশয় নীচলোককে যাজকপদে নিযুক্ত করিল। তজ্জন্যে লেবীয়জাতি ও যাজকগণ ইস্রায়েলের দেশস্থ নিজগ্রাম সকল ও ভূমি সকল পরিত্যাগ করিয়া যিহুদাদেশের যিরুশালম নগরে গিয়া বাস করিল। এবং ইস্রায়েল বংশের মধ্যে পরমেশ্বরের আরাধনাকারী যাবদীয় বিশিষ্ট লোক ছিল, তাহারাও পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের সম্মত পরমেশ্বরের উদ্দে-

শে বলি উৎসর্গ করিতে যিরুশালমে গেল। এবং ক্রমাগত তিন বৎসর প্রজারা দায়ূদের নিয়মানুসারে চলিয়া যারবিয়ামের রাজ্য অতিশয় দৃঢ় করিল, কিন্তু তাহার রাজ্য দৃঢ়ীকৃত হইলে, সে আপন সঙ্গি যিহূদালোকদিগের সঙ্গে পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে লাগিল।

তদনন্তর রিহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে লোক সকল পরমেশ্বরের আজ্ঞাবিরুদ্ধাচারী হইল, মিসরদেশের শীশক রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক যিহূদার দৃঢ় দুর্গ আক্রমণ করিয়া যিরুশালম নগরের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিল। সেই সময়ে শিময়িয় নামক ভবিষ্যদ্বক্তা রিহবিয়ামের নিকটে, এবং যিহূদা বংশের অধ্যক্ষগণের নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিলা, একারণ আমিও তোমাদিগকে শীশাকের হস্তে সমর্পণ করিলাম, তাহাতে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ ও রাজা নম্রভাবে কহিল, পরমেশ্বর ন্যায়কারী, ইহাতে তখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে নম্র দেখিয়া শিময়িয়ের নিকটে কহিলে, তাহারা নম্র হইল, একারণ আমি তাহাদিগকে নষ্ট করিব না, কিন্তু তাহাদিগকে অল্পকালের মধ্যে উদ্ধার করিব, শীশাকের হস্তদ্বারা যিরুশালমের উপরে আমার ক্রোধ পূর্ণরূপে বর্ত্তিবে না। কিন্তু আমার ও অন্যদেশীয় রাজার সেবা কিরূপ, ইহা যেন তাহারা বুঝে, এই জন্যে তাহারা তাহার সেবক হইবে। তৎপরে শীশাক পরমেশ্বরের মন্দিরের ধন সম্পত্তি আর রাজবাটীর ঐশ্বর্য্য লুট করিয়া লইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯৭১ বৎসর।

রিহবিয়াম ১৭ বৎসর রাজ্য করিয়া পরলোকগত হইল, ইহাতে তাহার পুত্র অবিয় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর যারবিয়াম ৪ লক্ষ সৈন্য লইয়া তাহার সহিত রণভূমিতে সাক্ষাৎ করিলে, অবিয় তাহাকে কহিল, হে যারবিয়াম, তুমি ও সকল ইস্রায়েল লোক আমার কথা শুন, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের রাজত্ব পদ চিরকালের জন্যে দায়ূদকে দিয়াছেন, অর্থাৎ অমোঘ নিয়মদ্বারা তাহাকে ও তাহার বংশকে দিয়াছেন, ইহা তোমাদের জ্ঞাত হওয়া কি উচিত নহে? ও সে যাহা হউক যারবিয়ম ইহার বিপরীতে উঠিয়া আপন প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, এখন তোমরা দায়ূদের বংশের হস্তগত যে পরমেশ্বরের রাজ্য তাহা পরাস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছ। তোমরা অনেকে আছ, এবং যারবিয়াম তোমাদের জন্যে যে২ বৎসরূপী দেবগণ নির্ম্মাণ করিয়াছে সে সকল তোমাদেরই কাছে আছে, কিন্তু পরমেশ্বরই আমাদের প্রভু আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিব না, এবং পরমেশ্বরের সেবক হারোণের বংশোদ্ভব যাজক ও লেবীয়েরা আপন২ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, দেখ ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি হইয়া আমাদের সঙ্গে আছেন, অতএব হে ইস্রায়েল বংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের উপাসিত প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না, তাহা করিলে, তোমরা কৃতার্থ হইবা না।

তদনন্তর যারবিয়মের বহুসৈন্য সংগ্রহ হইলে সে গর্ব্ব পূর্ব্বক যিহূদালোকদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আক্রমণ করিল। তখন যিহূদালোক পরমেশ্বরের নিকটে নিবে-

দন পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিলে, ও যাজকগণ তুরী বাজাইলে, পরমেশ্বর যারবিয়াম ও ইস্রায়েললোকদিগকে পরাজিত করিয়া অবিয় নামক যিহূদাদেশের রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইস্রায়েল রাজ্যের তিনলক্ষ লোক বিনষ্ট হইলে, অবশিষ্ট লোক সকল পলায়ন করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯৫৭।

এই প্রকারে যিহূদা রাজ্যের লোক সকল পিতৃ পিতাহের সম্মত প্রভু পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়া জয়ী হইল, কিন্তু যারবিয়াম অবিয় রাজার রাজত্বকালে তাহার রাজ্যের বিপক্ষে কিছু করিতে সমর্থ ছিল না। পরমেশ্বরের এতাদৃশ অনুগ্রহ থাকিলেও অবিয় তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক মনোনিবেশ না করাতে, কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইল, ইহাতে তাহার পুত্র আসা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তমরূপে প্রকৃত কার্য্য সকল সমাধা করিল, কেননা অন্যজাতীয়দের মনোনীত দেবগণের যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থান সকল ভগ্ন করিল, এবং প্রতিমাদি সকল চূর্ণ করিল, ও চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিল। এবং সে আপন পিত্রাদি পূর্ব্বপুরুষের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে এবং তাহার ব্যবস্থা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যিহূদালোক সকলকে অনুমতি করিল।

পশ্চাৎ কূশ দেশস্থ সেরহ নামক রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া যিহূদা লোকদিগকে আক্রমণ করিতে আইল। তাহাতে আসা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মানসে প্রস্থান করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা পূর্ব্বক

কহিল, হে পরমেশ্বর বলবান্ ও বলহীন এই উভয়ের সাহায্য করণ কিছু তোমার বিশেষ গুণ নহে। অতএব হে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের উপকার করণে দয়া প্রকাশ কর, আমরা কেবল তোমাতেই নির্ভর করিয়া তোমার নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই উপস্থিত জনতার প্রতিকূলে যাইতেছি, অতএব আমার প্রভু পরমেশ্বর যে তুমি তোমার বিপক্ষে যেন কেহ জয়ী না হয়। তাহাতে পরমেশ্বর আসা ও যিহূদাবংশের সম্মুখে কুশদেশীয় লোকদিগকে প্রহার করিলে, তাহারা সকলে পলায়ন করিল, তাহাতে তাহারা পরমেশ্বরের ও তাঁহার সৈন্যগণের অগ্রে পরাভূত হইয়া বিমুখ হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯৪২ বৎসর।

ঐ জয়িসৈন্যগণের যিরূশালম নগরে প্রত্যাগমনকালে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণের অভিপ্রায়ে ঐ নগরের বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে কহিল, হে আসা এবং হে যিহূদার ও বিন্যামিনের বংশোদ্ভব সকল তোমরা আমার কথা শুন, তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে থাকিলে, তিনিও তোমাদিগের নিকটবর্ত্তী থাকিবেন। আর যদি তোমরা তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাদের উদ্দেশ সফল করিবেন, কিন্তু যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করহ, তবে তিনিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। এখন তোমরা সাহসী হও, তোমাদের হস্ত দুর্ব্বল না হউক, তাহাতে তোমাদের কার্য্য সকল সিদ্ধ হইবে। তদনন্তর আসা এই সকল কথা শুনিয়া সাহস পূর্ব্বক যিহূদা ও

বিনয়ামিনের তাবৎ দেশহইতে ঘৃণাযোগ্য প্রতিমা সকল দূর করিল, এবং পরমেশ্বরের বেদি পুনর্ব্বার সারাইল। তদনন্তর সে যিহূদার ও বিনয়ামিনের সকল লোকদিগকে এবং ইফ্রাইম ও মিনোসি এবং শিমি-য়োনহইতে আগত নিবাসিগণকে একত্র করিল, আরো তাহার প্রভু পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী আছেন, ইহা না দেখিয়া ইস্রায়েলহইতে সমূহ লোক এক কালে আসিয়া তাহার পক্ষে পক্ষপাতী হইল। আসার রা-জত্বের পঞ্চদশ বৎসরে তাহারা লুটিতদ্রব্যহইতে সাত শত বলদ ও সাত সহস্র মেষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল। এবং আপন২ অন্তঃকরণের সহিত আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্মত প্রভু পরমেশ্ব-রের অন্বেষণ করিতে শপথ পূর্ব্বক নিয়ম করিল। এই শপথে যিহূদার লোক সকল পরমানন্দিত হইল, কেননা তাহারা স্বীয়২ সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত শপথ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ ইচ্ছাতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল, তিনিও তাহাদের সহায় হইলেন। অপর পরমেশ্বর পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে নি-যুক্ত করিলেন। যীহূদাদেশীয় লোক সকল এইরূপে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াতে, এক সুশীল বিশিষ্ট রাজার অধীন হইয়া সৌভাগ্য সান্ত্বনাদি ভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ইস্রায়েল রাজ্যবাসী লোক সকল পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক দেবপূজাতে রত হও-য়াতে, ঘোরতর যুদ্ধ ও আক্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইল। দায়ূদের পরি-

বারের বিরুদ্ধে অনিষ্টাচরণ করতঃ ইস্রায়েল লোক পরম্পরাগত আপনাদিগের রাজকৃত নিয়ম সকল ভগ্ন করিলে, বলাৎকারকারী লোকেরা ঐ রাজসিংহাসন অধিকার করিতে সাহসী হইল, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত গো-বৎসের এবং নিকটবর্ত্তি দেবদেবীর উপাসকের ন্যায় তাহারাও দেবদেবীর পূজা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে, অবশেষে পরমেশ্বরের স্থানহইতে নির্ভয় আশ্রয় পাইল না। অধিকন্তু পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ত্যাগ করিলে, লোকেরা যেমন অভিশাপ গ্রস্ত হয়, সেই প্রকার অভি-শাপ এখন ইস্রায়েল লোকদিগের উপরে ঘটিল। অতএব যে পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিনষ্ট হইয়া পৃথিবীছাড়া না হইল, তদবধি তাহাদের মধ্যে যে কেবল ক্লেশ ও দুঃখাদি ঘটিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? ৯৫৭ শালে অবিয কর্ত্তৃক যারবিয়াম পরাজিত হইয়া আর কখন কোন বি-ষয়ে সাহসী ছিল না, এবং ঈশ্বরেচ্ছানুসারে তাহার অতি-শয় উৎকট পীড়া উপস্থিত হইলে পর, সে আসার রাজ-ত্বের দ্বিতীয় বৎসরে পরলোকগত হইল, ইহাতে তা-হার পুত্র নাদব তাহার সিংহাসনের অধিকারী হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯৫৪ বৎসর।

ঐ নাদব পরমেশ্বরের সম্মুখে কুকর্ম্ম করিয়া তাহার পিতার কুৎসিত আচরণের অনুগামী হইল, ইহাতে বাশা নামক একব্যক্তি তাহার বিপক্ষে কুযুক্তি করিয়া তাহাকে বধ করিল। সে যারবিয়ামের পরিবারের মধ্যে একজন মাত্রকেও রক্ষা না করিয়া সপরিবারে তাহাকে বিনাশ করিল, তাহাতে অহিজো নামক ভবিষ্যদ্বক্তা কর্ত্তৃক

পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরের বাক্য এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে ঘটিল। যারবিয়াম ও তাহার পরিবার পাপ জনক দেবাদির পূজা করাতে ঈশ্বরেচ্ছানুসারে বাশাহইতে অতিশয় শাস্তি পাইল, বাশাও তাহা জানিয়া তদনুসারে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তজ্জন্য পরমেশ্বরেচ্ছায় বাশার বিরুদ্ধে এই দৈববাণী হইল, আমি তোমাকে ধূলির মধ্যহইতে উঠাইয়া আপনার ইস্রায়েল লোকদের উপরে রাজা করিলাম। কিন্তু তুমি যারবিয়ামের কুপথগামী হইয়া আমার ইস্রায়েল বংশের পাপকর্ম্মাচরণ দ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে অসৎপথাবলম্বী হইতে প্রবৃত্তি দিলা. অতএব তুমি এখনি দেখ, আমি বাশাকে সবংশে উচ্ছিন্ন করিব, এবং যারবিয়ামের বংশের সমান তোমারও বংশকে করিব। বাশা সুরিয়াদেশের রাজা বিনহদদের সহিত সন্ধি করিয়া আসার রাজত্বের চব্বিশ বৎসরে যিহুদা লোকদিগকে আক্রমণ করিতে আইল, তাহাতে আসা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে নির্ভর না করিয়া লৌকিক সামান্যবুদ্ধির অধীন হইয়া আচরণ করিতে লাগিল, অর্থাৎ সে বিনহদদের নিকটে উৎকোচস্বরূপ অনেক মুদ্রা পাঠাইয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং যাহার সহিত তুমি বন্ধুত্ব করিয়াছ, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

এতাদৃশ কুপরামর্শে যদ্যপি সে তৎকালে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু পরমেশ্বর এই কুকর্ম্ম জন্য তাহার প্রতি অতিশয় ক্রোধ করিলেন, ঐ সময়ে হোনানি নামক এক জন আসার নিকটে আসিয়া

কহিল, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর না করিয়া সুরিয়ার রাজাতে নির্ভর করিলা, এই জন্যে তাঁহার সৈন্য তোমার হস্তহইতে পলায়ন করিয়াছে।

কূশীয় লোক সকল অনেক রথ ও অশ্বারূঢ় সৈন্যদের সহিত কি মহা সৈন্য ছিল না? তথাপি তুমি পরমেশ্বেতে নির্ভর দিলে, তিনি তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কেননা পরমেশ্বরের প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ সরল হয়, তাহাদিগকে বলবান্ করিতে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পৃথিবীর মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করে, তুমি অজ্ঞানের মত কার্য্য করিয়াছ, এই হেতু ইহার পরে তোমার সহিত অনেক যুদ্ধ উপস্থিত হইবেক, তখন আসা এই কথাতে অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া ঐ পথদর্শককে কারাগারে বদ্ধ রাখিল, তাহার রাজত্বের ঊনচল্লিশ বৎসরে তাহার পাদরোগ জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রবল হইলেও সে তৎকালে পরমেশ্বরের অন্বেষণ না করিয়া বৈদ্যের অন্বেষণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে তৎপুত্র যিহোশাফট তাহার উত্তরাধিকারী হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯১৪ বৎসর।

তাহার মরণানন্তর এলানামক বাশার পুত্র উত্তরাধিকারী হইল, খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯৩০ পর বৎসরে সিম্রি নামক তাহার এক সেনাপতি মত্তগণের জনতা মধ্যে তাহাকে বধ করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিল, পরে সেই সিম্রি বাশার পরিজন ও আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে পরমেশ্বরের পূর্ব্বোক্ত বাক্যানুসারে এক কালে বিনষ্ট করিল।

তদনন্তর সেই সকল অসংখ্যেয় সৈন্য সামন্ত আপন সেনাপতি অমরির অধীনে থাকিতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তির্সা নগরের মধ্যে যিমরিকে এক কালে আক্রমণ করিল, ইহাতে সিম্রি এই বিষয়ে জয়ী হইবার কোন উপায় না দেখিয়া এবং জীবদ্দশায় ঐ শত্রুহস্তে পতনকে ভয় ও লজ্জা জনক বোধ করিয়া ঐ নগর আপন আজ্ঞানুসারে দগ্ধ হইল তাহার মধ্যে সে স্বয়ং দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯২৯।

পরে ঐ সকল লোক এই রাজ্যে কাহাকে রাজা-করা উচিত, এই বিষয়ে আপনারা স্থির করিতে অপারক হইয়া পরস্পর অনৈক্যভাবে দুই দল হইল, তন্মধ্যে এক দল অমরিকে, অন্যদল টিবনি নামক এক ব্যক্তিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিল, একারণ ক্রমাগত ছয়বৎসর সেই দেশে এই সকল লোকের মধ্যে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইলে পর, অমরির অধীনের দল টিবনির বশীভূত দলকে পরাজয় করিল। তদনন্তর টিবনির মরণানন্তর অমরি নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিল। অমরি শোমিরোণ নামক এক নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া তাহা আপনার রাজধানী করিল, অবশেষে যিহূদাদেশের রাজা আসার রাজত্বের ৩৮ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, প্রাণত্যাগ করিল। তাহাতে তাহার পুত্র আহাব তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯১৭ বৎসর।

অষ্টম।

ইস্রায়েল দেশের রাজা আহাবের রাজত্বের বিষয় ও যিহূদা দেশের রাজা যিহোসাফটের এবং এলিয় নামক ভবিষ্যদ্বক্তার বৃত্তান্ত।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৯১৭ বৎসর অবধি ৮৯৭ পর্য্যন্ত।

আহাব রাজা পূর্ব্ববর্ত্তি লোকাপেক্ষা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অধিক পাপ করিল, এবং যারবিয়ামের পাপ পথে পশ্চাৎগমনকে লঘুবোধ করিয়া সিদোনীয়েদের রাজার কন্যা ইষেবলকে বিবাহ করিয়া বালদেবের সেবা ও পূজা করিতে লাগিল, এবং সেই শোমিরোণে বাল দেবের নিমিত্তে একটি মন্দির ও যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া নানা স্থানে জৈতুনবৃক্ষ রোপণ করিল। এইরূপে আহাবের পূর্ব্বে ইস্রায়েলের যত রাজা ছিল, সকল হইতে সে প্রভু পরমেশ্বরকে আরো অধিক ক্রুদ্ধ করিল। পরে গিলিয়দ নিবাসি তিশ্‌বীয় এলিয় আহাবকে কহিল, আমি যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছি, ইনি যদি অমর হন, তবে এই কএক বৎসর পর্য্যন্ত শিশির ও বৃষ্টি পড়িবে না, আমার কথানুসারে ঘটিবে। পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি এই স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের পূর্ব্বদিক কিরীৎনামক স্রোতের নিকটে লুকাইয়া থাক। সেই স্থানে তৎস্রোতের জলপান করিতে পাইবা, এবং আমি তোমাকে ভোজন করাইতে কাকদিগকে আজ্ঞা দিলাম। তাহাতে সে যাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহা করিল। তাহাতে কাকেরা রুটী ও মাংস আনিয়া তাহাকে

দিত, এবং সে স্রোতের জল পান করিত। কিছু কাল পরে দেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ঐ স্রোতের জল শুষ্ক হইয়া গেল, পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার প্রতি উপস্থিত হইল, তুমি উঠিয়া সিদোনের সারিফৎ নগরে যাইয়া সেখানে বাস কর, দেখ আমি সে স্থানে তোমার প্রতিপালনার্থে এক বিধবাকে আজ্ঞা দিলাম। অতএব সে উঠিয়া সারিফতে যাত্রা করিল, এবং সেই নগরের দ্বারে উপস্থিত হইলে, সেই স্থানে এক বিধবা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছিল, তাহাতে সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, বিনয় করি, তুমি এক পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আন, আমি পান করিব। তখন সে স্ত্রী তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতি মধ্যে সে আরবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি হস্তে করিয়া আমার জন্যে এক খণ্ড রুটীও আনিও। সে কহিল তোমার প্রভু পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমার গৃহে একটিও নাই, কেবল এক পিপাতে এক মুষ্টি ময়দা ও এক পাত্রে কিঞ্চিৎ তৈল আছে, তাহা যেন আমি ও আমার পুত্র মরণের পূর্ব্বে ভক্ষণ করি, এই জন্যে দেখ তাহা পাক করিতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছি। এলিয় তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, যাহা কহিলা তাহা যাইয়া কর, কিন্তু প্রথমে একটি ক্ষুদ্র পিষ্টক করিয়া আমার জন্যে আন, পরে আপনার ও আপন পুত্রের জন্যে পাক কর। ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি না দেন, তাবৎ পিপাতে ঐ ময়দার ক্ষয় হইবে না, তাহাতে সে স্ত্রীর অন্ন খাদ্য

দ্রব্য থাকিলেও, এলিয়ার কথাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সে যাইয়া তাহার বাক্যানুসারে করিল। অতএব এলিয়, ও সে স্ত্রী, ও তাহার পরিজন অনেক দিন পর্য্যন্ত আহার পাইল। কেননা পরমেশ্বর এলিয়ের প্রমুখাৎ যে কথা কহিলেন, তদনুসারে পিপার ময়দা ক্ষয় পাইল না, ও তৈলের ন্যূনতা হইল না। ইতি মধ্যে ঐ স্ত্রীর অদ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হইলে, সে অতিশয় শোকাকুল হইয়া এলিয়-কে কহিল। হে ঈশ্বরের লোক তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি কি আমার অপরাধ মনে করাইতে ও আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে আইলা? তাহাতে এলিয় তাহাকে কহিল, তোমার পুত্রকে আমাকে দেও, পরে সে তাহার বক্ষঃ হইতে বালককে লইয়া ছাতের উপরিস্থ আপন বাস স্থানে আনিয়া আপন শয্যাতে শয়ন করাইল. এবং সে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল; হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি যে বিধবার সহিত বাস করি, তাহার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া তুমি কি তাহাকে ও বিপদ্ গ্রস্ত করিবা? পরে সে বালকের উপরে তিনবার আপন শরীর বিস্তার করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে প্রর্থনা করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো পরমেশ্বর আমি বিনয় করি, এই বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রাণ সংস্থান হউক। তাহাতে পরমেশ্বর এলিয়ের প্রার্থনা শুনিলে ঐ বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রাণ সংস্থান হইল ,তাহাতে সে সজীব হইল। তখন এলিয় সেই বালককে লইয়া তাহার মাতার কাছে সমর্পণ করিয়া কহিল, এই দেখ তোমার পুত্র সজীব হইল। তাহাতে

সে স্ত্রী এলিয়কে কহিল, তুমি ঈশ্বরের লোক, এবং পরমেশ্বর তোমার প্রমুখাৎ যে কথা কহেন সেই সত্য, ইহাতে আমি তাহা জানিলাম। অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ সাড়ে তিন বৎসর হইলে পরে, পরমেশ্বরের এই বাক্য এলিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। তুমি যাইয়া আহাবের নিকটে দর্শন দেও, কেননা আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি করিব, তাহাতে এলিয় প্রস্থান করিল, তখন শমিরোণে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, আহাব রাজা আপন বিশ্বস্ত দাস ওবদীয়কে জল ও তৃণ আদি অন্বেষণ করিতে প্রেরণ করিল, অপর ওবদিয় পথে উপস্থিত হইলে, এলিয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে সে তাহাকে চিনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিল, তুমি কি আমার প্রভু এলিয়, তাহাতে সে কহিল, আমি বটি, তুমি যাইয়া আপন প্রভুকে কহ, দেখ এলিয় উপস্থিত আছে। সে উত্তর করিল, আমি কি দোষ করিলাম, যে তুমি আপন দাস আমাকে বধ করণার্থে আহাবের হস্তে সমর্পণ করিতেছ? আমার প্রভু রাজা তোমার অন্বেষণে যে স্থানে দূত প্রেরণ করে নাই এমত দেশ ও রাজ্য নাই, কিন্তু তুমি কহিতেছ দেখ এলিয় উপস্থিত আছে, তুমি যাইয়া আপন প্রভুকে এই কথা কহ, তাহাতে আমি তোমার নিকট হইতে গেলে, পরমেশ্বরের আত্মা আমার কোন অজ্ঞাত স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবেন, এবং আমি যাইয়া আহাবকে কহিলে, সে তোমাকে না পাইয়া আমাকে বধ করিবে, কিন্তু তোমার দাস আমি বাল্যকালাবধি পরমেশ্বরকে ভয় করি। যে সময়ে ইষেবল পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্-

গণকে বধ করিল, তখন আমি পরমেশ্বরের এক শত ভবিষ্যদ্বক্তাকে পঞ্চাশ ২ করিয়া গহ্বরে গোপনে রাখিয়া তাহাদিগকে অন্ন জল ভোজন পান করাইয়াছিলাম, আমার কৃত এই কর্ম্মের কথা কি কেহ আমার প্রভুর নিকটে কহে নাই? এলিয় কহিল, আমি অদ্য অবশ্য আহাবের কাছে দর্শন দিব। তৎপরে ওবদিয় এই কথা আহাবকে কহিলে, এলিয় আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করিল, পরে আহাব এলিয়কে দেখিয়া কহিল, ইস্রায়েলের দুঃখদায়ক যে তুমি, সেই তুমি কি এই? এলিয় কহিল, আমি ইস্রায়েলকে দুঃখ দি নাই, কিন্তু তুমি ও তোমার পিতৃবংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন ও বালের অনুগমন করণেতে দুঃখ দিলা। এখন তুমি লোক প্রেরণ করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে ও ইষেবলের ভোজনাসনে ভোজন কারি বালের চারিশত পঞ্চাশৎজন ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও চৈত্যবৃক্ষের ভবিষ্যদ্বক্তা চারিশত লোককে কর্ম্মিল পর্ব্বতে আমার নিকটে একত্র কর। ঐ দুর্ব্বল এলিয়ের এইরূপ কঠিন বাক্যেতে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে তাহার কথানুসারে ইস্রায়েল বংশ ও তাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্র আসিতে অনুমতি করিল। পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে যাইয়া কহিল, তোমরা কতকাল দুই মতাবলম্বী হইয়া সন্দিগ্ধ থাকিবা, যদি পরমেশ্বর প্রভু হন তবে তাঁহার পশ্চাৎ গমন কর, আর যদি বাল প্রভু হন তবে তাহার পশ্চাৎ গমন কর। তাহাতে লোকেরা

এক কথায় উত্তর করিল না, তাহাতে এলিয় লোকদি-
গকে কহিল, পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে কেবল
আমিই অবশিষ্ট থাকিলাম, কিন্তু বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ
চারিশত পঞ্চাশৎ সংখ্যক আছে, তাহারা দুই বলদ
আনুক, এবং আপনাদের জন্যে এক বলদ মনোনীত
করুক, ও তাহাকে ছেদন করিয়া কাষ্ঠের উপরে রা-
খুক, কিন্তু তাহাতে অগ্নি দিবে না, এবং আমি অন্য
বলদ প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিব, কিন্তু তাহাতে
অগ্নি দিব না। পরে তোমরা আপনাদের দেবতার
নামে প্রার্থনা করিও, আমি পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা
করিব, তাহাতে যিনি অগ্নিদ্বারা উত্তর দিবেন, তিনিই
প্রভু হইবেন, তখন সকল লোক উত্তর করিল, এই
কথাই উত্তম। পরে বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এক বলদ
লইয়া সেই মত প্রস্তুত করিল, এবং হে বাল আমা-
দিগকে উত্তর দেও, ইহা কহিয়া প্রাতঃকাল অবধি
মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বালের নামে প্রার্থনা করিল, কিন্তু
কোন আকাশবাণী কি উত্তর দাতা উপস্থিত হইল না।
পরে মধ্যাহ্নকালে এলিয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া
কহিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক, সে দেবতা বটে, ধ্যান করি-
তেছে, কিম্বা ধাবমান হইতেছে, অথবা কোন স্থানেইবা
যাইতেছে; বা এমনও হইতে পারে, যে সে নিদ্রিত আছে
তাহাকে জাগাইতে হয়। এই বিদ্রূপ বাক্যে যাজকগণ
নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, ও বেদির
উপরে লাফ দিতেং আপনাদের ব্যবহারানুসারে রক্ত
স্রোতঃ বহন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে আপনারা ছুরিকা

প্রভৃতি অস্ত্রাঘাত করিল, তত্রাচ সন্ধ্যাকালের বলিদানের সময় পর্য্যন্ত কোন দৈববাণী কি উত্তরদায়ী কিম্বা মনোযোগকারী উপস্থিত হইল না। পরে এলিয় তাবৎ লোককে কহিল, আমার নিকটে আইস, ইহাতে সে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র বেদি প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে এক পারিখা খাত করিল। পরে সে কাষ্ঠ সাজাইয়া সেই বলদ ছেদন করিয়া তাহার উপরে রাখিল, এবং ইহাতে কোন ছল আছে কি না, এই রূপ লোকের সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থে সে আপন লোকদিগকে অনুমতি করিল, তোমরা উপরে জল ঢালিয়া দেও, ইহাতে তাহারা সেই রূপ করিলে ঐ সমুদয় বলদের মাংস শুদ্ধ জলের দ্বারা ঐ পরিখা পরিপূর্ণ হইল, এবং সন্ধ্যাকালের বলিদান সময়ে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে গিয়া কহিল, হে অব্রাহমের ও ইস্হাকের ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তুমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ও আমি তোমার দাস, তোমার বাক্যদ্বারা এই সকল কর্ম্ম করিতেছি, ইহা অদ্য সকলে জ্ঞাত হউক। হে পরমেশ্বর আমার কথা শুন, তুমি পরমেশ্বর যে প্রভু ইহা এই লোকেরা জ্ঞাত হউক, ও তাহাদের মনঃ পরিবর্ত্তন কর, তখন পরমেশ্বরহইতে অগ্নি পতিত হইয়া হব্য ও কাষ্ঠ ও প্রস্তর ও ধূলি দগ্ধ করিল, ও পরিখাস্থিত জলও শুষ্ক করিল। তখন ইহা দেখিয়া তাবৎ লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং পরমেশ্বর যিনি তিনিই প্রভু, লোকে এই কথা কহিল। পরে এলিয় তাহাদিগকে আজ্ঞা করিল, বালদেবের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে ধরিয়া আন, তাহাদের মধ্যে এক জনকে

ছাড়িও না, ইহাতে তাহারা তাহাদিগকে আনিলে, এলিয় মূসার ব্যবস্থানুসারে সকলকে নষ্ট করিল, পরে এলিয় আহাবকে কহিল, বৃষ্টিদ্বারা যেন তুমি বাধা প্রাপ্ত না হও. এই জন্যে অশ্বযোগ করিয়া গমন কর। ইতি মধ্যে মেঘ ও বায়ুদ্বারা আকাশ অন্ধকারময় হইলে, অতিশয় বৃষ্টি হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৯০৬ বৎসর।

পরে আহাব এলিয়ের কৃত ঐ কর্ম্ম অর্থাৎ খড়্গদ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তৃদের বধকরণের বিবরণ প্রভৃতি ঈষেবলকে জ্ঞাত করিল। তাহাতে ঈষেবল্ এলিয়ের নিকটে এক জন দূত পাঠাইয়া এই কথা কহিল, যদি তাহাদের মধ্যে একের প্রাণের ন্যায় তোমার প্রাণকে না করি, তবে দেবগণ আমার প্রতি তদ্রূপ ও ততোধিক করুন। ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যদ্যপি পরমেশ্বরের নিতান্ত প্রিয় পাত্র ছিল, তথাপি সামান্য লোকের ন্যায় স্বভাবতো শঙ্কাকুল হইয়া আপনার চিন্তানুসারে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল, এবং যদ্যপি পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে সে এক অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল, এবং তাহার প্রার্থনা মতে পরমেশ্বর জল বর্ষণ করিলেন, তথাপি ঐ দেবপূজিকা রাণীর তিরস্কার বাক্য কথনের সংবাদ পাইয়া ভয়প্রযুক্ত প্রান্তরে পলাইল। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্তি ও মনো দুঃখে নিতান্ত ক্লান্ত ও দুঃখী হইয়া রোতম বৃক্ষমূলে বসিয়া আপনার মৃত্যু পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই প্রচুর, হে পরমেশ্বর, এখন আমার প্রাণ লও, কেননা আমি আপন পূর্ব্বপুরুষদের হইতে উত্তম নহি, পরে সে রোতম বৃক্ষের তলে শয়ন

করিয়া নিদ্রিত হইলে, এক দূত আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, উঠিয়া ভোজন কর। তাহাতে সে দৃষ্টি করিলে, আপন শিয়রে অঙ্গারের উপরে এক পিষ্টক ও এক পাত্র জল আছে ইহা দেখিল, তাহাতে উঠিয়া ভোজন ও পান করিলে, সেই খাদ্যের শক্তিতে চল্লিশ দিবা রাত্রিতে ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেব পর্য্যন্ত গমন করিল। পরে পরমেশ্বরের অগ্রগামি প্রবল প্রচণ্ড বায়ু-দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল, ও পাষাণ খণ্ডং হইয়া ভগ্ন হইল, বায়ুতে পরমেশ্বর ছিলেন না, বায়ুর পরে ভূমি কম্প হইল, পরমেশ্বর ভূমিকম্পেতেও ছিলেন না। এবং ভূমিকম্পের পরে অগ্নি হইল, পরমেশ্বর অগ্নিতেও ছি-লেন না, ও অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারি ক্ষুদ্র একস্বর হইল। তখন এলিয় তাহা শ্রবণ করিয়া বস্ত্রেতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে গিয়া গহ্বরের মুখে দণ্ডায়-মান হইল, তাহাতে তাহার প্রতি এই বাণী উপস্থিত হইল, হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? সে কহিল আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের জন্যে অতিশয় উদ্যোগী হইলাম, কেননা ইস্রায়েল বংশ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল, ও তোমার যজ্ঞবেদি ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল। তাহাদের মধ্যে কেবল আমি অবশিষ্ট থাকিলাম, এবং তাহারা আমারও প্রাণ লইতে চেষ্টা করিল। পরমেশ্বর কহিলেন যাও, তুমি দম্মে-ষকের প্রান্তরের পথ দিয়া ফিরিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া হসায়েলকে অরাম দেশের রাজা হইবার জন্যে অভি-ষিক্ত কর, এবং যেহুকে ইস্রায়েলের রাজত্বে অভিষিক্ত

কর, এবং আবেল মিহোলা নিবাসি সাফটের পুত্র ইলি-শায়কে আপনার ভবিষ্যদ্বক্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত কর, যে জন হসায়েলের খড়্গহইতে রক্ষা পায়, যেহূ তাহাকে বধ করিবে, ও যে জন যেহূর খড়্গহইতে রক্ষা পায়, এলিসায় তাহাকে বধ করিবে।

পরে এলিয় তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া হালবহন করাইতেছিল যে ইলিশায় তাহার দেখা পাইল, তখন এলিয় তাহার নিকটে যাইয়া আপন উত্তরীয় বস্ত্র তাহার গাত্রে ফেলিয়া দিল, তাহাতে সে বলদগণকে ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাৎগমন করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, আমাকে আপন পিতা মাতাকে চুম্বন করিয়া আসিতে দেও, পরে আমি তোমার পশ্চাদ্গামী হইব। তাহাতে সে তাহাকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম, তুমি যাইয়া ফিরিয়া আইস, পরে সে তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া গেল, এবং এক যোড়া বলদ লইয়া মারিয়া তাহাদের যোঁয়ালি কাষ্ঠদ্বারা তাহাদের মাংস পাক করণপূর্ব্বক লোকদিগকে দিলে, তাহারা ভোজন করিল। পরে সে উঠিয়া এলিয়ের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহার সেবা করিল।

পরে অরামের রাজা বিনহদদ আপন তাবৎ সৈন্য একত্র করিয়া ৩২ রাজা ও অশ্ব ও রথ সঙ্গে লইয়া যাইয়া শোমিরোণনগর অবরোধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল।

পরে ইস্রায়েলের আহাব রাজার নিকটে এক ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন তুমি

কি এই সমূহ লোককে দেখিলা? আমি অদ্য তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে অরামীয় লোক সকলকে পরাজয় করিলে, তাহারা ও তাহাদের রাজা বিনহদদ অশ্বারূঢ় সৈন্য সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। পরে অরামের রাজার দাসবর্গ তাহাকে কহিল, ইস্রায়েলের দেবতা পর্ব্বতীয় দেবতা এই জন্যে আমাদের হইতে তাহারা বলবান্, কিন্তু আমরা যদি তাহাদের সহিত সমভূমিতে যুদ্ধ করি, তবে অবশ্য তাহাদের হইতে বলবান্ হইব। তদনন্তর বিনহদদ বহু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া ইস্রায়েল দেশ আক্রমণ করিতে পুনর্ব্বার আইল।

পরে ঈশ্বরের এক লোক আসিয়া ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আরামীয়েরা কহিল, পরমেশ্বর পর্ব্বতীয়ের প্রভু, কিন্তু সমভূমিস্থের প্রভু নন, এই হেতু আমি সেই মহাজনতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমিই পরমেশ্বর ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। অপর তাহারা সপ্তাহ সম্মুখাসম্মুখী হইয়া শিবিরে থাকিয়া সপ্তমদিনে যুদ্ধ করিতে গেল, তাহাতে ইস্রায়েলের লোকেরা এক দিনে অরামীয়দের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য বিনষ্ট করিল। বিনহদদের দাসবর্গ তাহাকে কহিল, শুনিয়াছি ইস্রায়েলবংশীয় রাজারা দয়ালু, অতএব বিনয় করি, আমরা কটিদেশে চট [illegible]-য়া ও মস্তকে রজ্জু দিয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে

যাই; তাহাতে হইতে পারে তিনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিবেন। পরে তাহারা কটিদেশে চট্ পরিয়া ও মস্তকে রজ্জু দিয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে আসিয়া কহিল, আপনকার দাস বিনহদদ্ কহিতেছে, আমি বিনয় করি আমাকে রক্ষা কর, তাহাতে সে কহিল, সে কি এখনও জীবৎ আছে? সে আমার ভ্রাতা, তোমরা যাইয়া তাহাকে আন, তাহাতে বিনহদদ্ বাহির হইয়া তাহার নিকটে আইলে, সে আপন রথে তাহাকে বসাইয়া কুশলে বিদায় করিল। অপর এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা রাজার নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিবেদন করিয়া কহিল, তোমার দাস আমি যুদ্ধে গেলে, দেখ এক জন পার্শ্বে ফিরিয়া আমার নিকটে এক জনকে আনিয়া কহিল, এই মানুষকে রাখ, ইহাকে যদি কোনরূপে না পাওয়া যায়, তবে ইহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, নতুবা তুমি এক কিঙ্কর পরিমিত রূপা দিবা, কিন্তু তোমার দাস আমি ইতস্ততো ব্যস্ত হইলে, সে পলাইয়া গেল। পরে ইস্রায়েলের রাজা তাহাকে কহিল, তুমি আপন দণ্ড নিশ্চয় করিলা। পরে সে রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে জনকে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করিতে নিরূপণ করিয়াছিলাম, তাহাকে তুমি আপন হস্তহইতে মুক্ত করিলা, এই জন্যে তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, ও তাহার লোকদের পরিবর্ত্তে তোমার লোক যাইবে। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হইয়া শোমীরোণ রাজ্যে আপন গৃহে গেল।

আহাবের অট্টালিকার নিকটে যিস্রিলিয়ো নাবোথের

এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, রাজা ঐ দ্রাক্ষাক্ষেত্র ক্রয় করিয়া আপনার বাগান করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু আপনার অধিকৃত ভূমি বিক্রয় করিলে, পৈতৃক ধর্ম্ম লোপ করা হইবেক ইহা নাবোট নিশ্চয় বোধ করিয়া তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল না। তজ্জন্য আহাব বালকের ন্যায় কাতরতাতে শয্যাগত হইয়া কোন আহারাদিতে সমর্থ ছিল না। তখন তাহার স্ত্রী ইষেবল রাজাকে এতাদৃশ দুঃখ সাগরে মগ্ন ও তাহার বিশেষ কারণ দেখিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক কহিল, তুমি এখন ইস্রায়েল দেশের রাজত্ব কর, উঠ ভোজন কর, তোমার মনঃ হৃষ্ট হউক, আমি নাবোটের দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব। পরে সে দুষ্টা ও সকল কুকর্ম্মনিপুণা স্ত্রী আহাবের নামে এমৎ এক আজ্ঞা পত্র লিখিয়া যিষ্রিয়েল নগরে প্রধান লোকের নিকটে পাঠাইল, যে তোমরা নাবোটকে ধরিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা দোষারোপ করিয়া যাবজ্জীবন প্রস্তরাঘাত কর, ইহাতে ঐ রাণীর অনুগামী ঐ লোকেরা ঐ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল, তখন তাহাদের দ্বারা নাবোট রাজবিদ্রোহ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যে দোষীকৃত হইয়া তদ্দিনে সপরিবারে প্রস্তরাঘাতে হত হইল।

ইষেবল তাহা শুনিবামাত্রে, পরমাহ্লাদে রাজার নিকটে গিয়া কহিল, উঠ, নাবোট প্রচুর অর্থ পাইয়া যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা এখন অধিকার কর, কেননা নাবোট এক্ষণে জীবৎ নাই মৃত আছে। আহাব এতাদৃশ সোপাধিক বিচারে যথার্থ খুনবোধ করিয়াও নির্ভয়ে অগ্রে সেই বাগান অধিকার করিতে

চলিল। পরে পরমেশ্বর এলিয়কে এই কথা কহিলেন, তুমি উঠিয়া ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, দেখ সে নাবোটের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গিয়া সেই ক্ষেত্রে আছে। ইহাতে এলিয় সে খানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, আহাব তাঁহাকে কহিল, হে আমার শত্রু তুমি কি আমাকে পাইলা. তাহাতে সে কহিল হাঁ পাইলাম, কেননা তুমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করণার্থে আপনাকে বিক্রয় করিলা, অতএব তিনি কহেন, দেখ আমি তোমার প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব, ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশকে উচ্ছিন্ন করিব। আমি তোমার বংশকে যারবিয়ামের ও বাশার বংশের ন্যায় করিব। এবং কুক্কুরগণ যে স্থানে নাবোটের রক্ত চাটিয়া পান করিয়াছে,সেই স্থানে তোমার রক্তও তাহারা চাটিয়া পান করিবে, আর কুক্কুরেরা যিস্রিয়েলের প্রাচীরের কাছে, ইষেবলকে ভক্ষণ করিবে, তখন আহাব এই কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িল,এবং গাত্রে চট পরিধান ও উপবাস ও চটে শয়ন করিল, এবং নম্রতাচরণ করিল। অপর এলিয়ের কাছে পরমেশ্বরের এই কথা উপস্থিত হইল। আহাব আমার সাক্ষাতে আপনাকে নত করিতেছে, তুমি কি তাহা দেখিতেছ; আমার সাক্ষাতে তাহার নম্রতা প্রযুক্ত আমি তাহার যাবজ্জীবন অমঙ্গল ঘটাইব না, কিন্তু তাহার পুত্রের জীবন সময়ে তাহার বংশের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব।

যে সময়ে আহাব ও তাহার দুষ্টা স্ত্রী ইষেবল এতা-

দৃশ কদাচার করিতে লাগিল, তৎকালে আসার উত্তরাধিকারী যিহসাফট যিহূদাদেশের রাজা হইল, সে রাজা পরমধার্ম্মিক ও নিপুণ হওয়াতে প্রজারা অতিশয় সুখ ভোগ করিতে লাগিল। যিহসাফট তাহার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদ রাজার সৎপথাবলম্বী হইল, এবং বালদেবের সেবা ত্যাগ করিয়া, ও ইস্রায়েল লোকদিগের কুৎসিতাচরণ অনুসারে গমন না করিয়া তাহার পিতৃপুরুষের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করতঃ কালযাপন করিতে লাগিল। ইহাতে পরমেশ্বর তাহার রাজ্যের দৃঢ়তা স্থাপন করিলে, তাহার ধন ও প্রশংসা বৃদ্ধি পাইল, অজ্ঞানের ফল মিথ্যাধর্ম্ম, ইহা জানিয়া সে চৈত্যবৃক্ষ ও দেবপূজার্থ নির্ম্মিত যজ্ঞবেদি প্রভৃতি অন্যান্য স্থান নষ্ট করিয়া বালদেবের সেবা এক কালে রাজ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া দূর করিল। সে কেবল যে এই কর্ম্ম মাত্রই করিয়াছিল এমত নহে, কিন্তু অধ্যক্ষ ও যাজক এবং লেবিগণকে প্রজাবর্গের সুশিক্ষা দানার্থে নিযুক্ত করিয়াছিল, পরে তাহারা পরমেশ্বরের ব্যবস্থা পুস্তক লইয়া যিহূদাদেশের নানা স্থানে প্রজা বর্গকে উপদেশ দিতে লাগিল, এবং সে দেশের চতুর্দ্দিকস্থ জাতি পরমেশ্বরের ভয়ে যিহসাফটের সহিত আর যুদ্ধ করিল না। ইস্রায়েল ও যিহূদা এই দুই রাজ্যের পরস্পর মেলন করণার্থে যিহসাফট অজ্ঞানরূপে নিজ পুত্র যিহরামের সহিত আহাব ও ইষেবলের কন্যা আথালিয়াকে বিবাহ দিল। এইরূপ কৌশলেও কোন সুঘটনা হইল না, তদ্দ্বারা যিহসাফটের বহু ক্লেশ হওয়াতে, অবশেষে

তাহার প্রজা সকল প্রায় বিনষ্ট হইল। তৎপরে আহাব অরামীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া যিহসাফটকে প্রবোধ জনক বাক্যের পরামর্শ দিয়া সঙ্গী করিল।

কিন্তু ঐ ধার্ম্মিক রাজা যিহস্যাফট পরমেশ্বরের অনুমতি না লইয়া এই প্রকার বৃহৎ কর্ম্ম করিতে কদাচ স্বীকৃত হইল না, একারণ সে আহাবকে পরমেশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে বিনতি করিল, তখন ইস্রায়েলের রাজা আহাব প্রায় ৪০০ জন আপন মতাবলম্বী ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। গিলিয়াদ দেশস্থ রামত নগর আমাদের অধিকৃত কিন্তু এরামীয় লোক তাহা আক্রমণ করিয়াছে, আমি এখন রামত গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে যাইব কি ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া কহিল, যাও পরমেশ্বর রাজার হস্তে তাহা সমর্পণ করিবেন। কিন্তু যিহসাফট তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহাদের ভিন্ন আর যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমেশ্বরের এতাদৃশ ভবিষ্যদ্বক্তা কি আর কেহ নাই? তখন আহাব কহিল, আরও এক জন আছে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা সে আমার বিষয়ে কখন মঙ্গলের কথা কহে না। পরে মীখায় নামক ভবিষ্যদ্বক্তা আহূত হইয়া সাহস পূর্ব্বক কহিল, আমি ইস্রায়েলের সকল লোককে পালকহীন মেষের ন্যায় পর্ব্বতের উপরে ছিন্ন ভিন্ন দেখিলাম, এবং পরমেশ্বর কহিলেন, ইহাদের পালকরূপ স্বামী নাই, প্রত্যেক জন আপন ২ বাটীতে কুশলে ফিরিয়া যাউক। পরে ইস্রায়েলের

রাজা যিহশাফটকে কহিল, সে আমার বিষয়ে মঙ্গ-
লের কথা কহিবে না, কেবল অমঙ্গলের কথাই কহিবে,
এই কথা কি আমি অগ্রে তোমাকে কহি নাই? তখন রাজা
তাহার লোককে কহিল মীখায়কে কারাগারে বন্ধ কর,
এবং যে পর্য্যন্ত আমি কুশলে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ
ইহাকে দুঃখ রূপ অন্নজল ভোজন পান করিতে দেও,
তখন মীখায় কহিল, যদি কুশলে ফিরিয়া আইস, তবে
পরমেশ্বর যে আমার প্রমুখাৎ বলেন সে মিথ্যা। তদ-
নন্তর সেই দুই রাজা আরামীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
প্রস্থান করিল, এবং আহাব মীখায়ের ভবিষ্যদ্বাক্যে নি-
তান্ত সশঙ্ক হইয়া রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য
লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপনাকে গোপন
করিবার নিমিত্তে ছদ্মবেশী হইল। ইহাতে যিহশাফট
রণভূমিতে প্রথমতঃ শঙ্কটে পড়িল, কেননা আরামীয়
লোক ইস্রায়েলের রাজাকে অন্বেষণ করিতেছিল, ইতি
মধ্যে যিহশাফটের রাজবেশ দেখিয়া প্রায় তাহারা তা-
হাকে মারিয়া ফেলিল, পরে উনি আহাব নহেন ইহা
জানিতে পারিয়া তাহারা স্থানান্তরে গেল। তদনন্তর
এক জন সন্ধান ব্যতিরেকে ধনুর গুণ টানিয়া ইস্রায়ে-
লের রাজার সাজোয়ার সন্ধি স্থানে বাণাঘাত করিল,
ইহাতে তাহার শরীরের ক্ষতহইতে রক্ত সকল রথের
মধ্যে অনবরত পড়িলে, সে সায়ংকালে প্রাণত্যাগ করিল।
পরে প্রত্যেক জন আপন ২ নগর ও দেশে প্রস্থান করুক
এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র সৈন্যসমূহের মধ্যে ঘোষণা করিল, পরে
রাজা মরিলে, লোকেরা শোমিরোণের পুষ্করিণীতে তা-

হার রথ ধৌত করিল, এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞাবাক্যানুসারে কুক্কুরগণ তাহার রক্ত চাটিয়া পান করিল, খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৯৭ বৎসর।
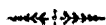
নবম।

ইস্রায়েল দেশের রাজা অহসিয় ও যিহোরামের, ও এলিয়ের স্বর্গগমনের, ও এলিশায়ের অদ্ভুত কার্য্যের, এবং যিহূদা দেশের রাজা যিহসাফটের ধর্ম্ম ও সদ্বিচার করণের বিবরণ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৯৭ অবধি ৮৮৯ বৎসর পর্য্যন্ত।

অহসিয় পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে, তাহার দুর্ভাগ্যেতে ভীত হইয়া স্বপিতা মাতার কদাচারানুসারে দেব দেবীর পূজা করিতে লাগিল, এবং আপন গৃহের উপরিস্থ কুঠরির বাতায়নহইতে পড়িলে, সে দূতগণকে এই কথা কহিল, তোমরা যাইয়া আমি এই পীড়াহইতে মুক্ত হইব কি না; ইক্রোণের বাল্‌সিবূব দেবতাকে জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু পরমেশ্বরের দূত এলিয়কে কহিল, তুমি উঠিয়া শোমীরোণের রাজার দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহ, ইস্রায়েল দেশে কি ঈশ্বর নাই, এই জন্যে তোমরা ইক্রোণের দেবতা বালসিবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে শয্যাগত হইয়াছ তাহাহইতে তুমি উঠিতে পারিবা না অবশ্য মরিবা। পরে তাহার মরণানন্তর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিহরাম

তাহার পরিবর্ত্তে রাজত্ব করিতে লাগিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৯৬ বৎসর।

এলিয় নামক ভবিষ্যদ্বক্তার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে শেষ কার্য্য এই বোধ হয়, কেননা ইহার পরে সে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিল। সে ইলীশাকে সঙ্গে লইয়া যর্দ্দন নদীর পরপারে উপস্থিত হইল; পরে আপন গাত্রীয় বস্ত্র দিয়া জলকে প্রহার করিলে, ঐ জল এদিকে ওদিকে বিভিন্ন হইল, তাহাতে তন্মধ্যস্থিত শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইল, পার হইলে পর এলিয় ইলীশাকে কহিল, আমি তোমার নিকট হইতে নীত হওনের পূর্ব্বে তোমার নিমিত্তে কি করিব? তাহা প্রার্থনা কর, তাহাতে ইলীশা প্রার্থনা করিল, তোমার আত্মার দুই অংশ আমাতে বর্ত্তুক, এই আমার প্রার্থনা। তাহারা যাইতেং এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্ব আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণা বায়ুদ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিল। তখন ইলীশা তাহা দেখিয়া, হে আমার পিতঃ২ ইস্রায়েলের রথ ও তাহার অশ্ব ইহা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না; পরে সে আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিয়া দুইখান করিল। এবং এলিয় হইতে যে গাত্রীয় বস্ত্র পতিত হইল, তাহা সে লইল, এবং ফিরিয়া যর্দ্দনের তীরে দাঁড়াইল। পরে সে ঐ বস্ত্র লইয়া জল প্রহার করিল, তাহাতে ঐ জল এদিগে ওদিগে বিভিন্ন হইলে, সে পার হইয়া গেল। তখন যিরীহো নিবাসি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের শিষ্যেরা সম্মুখে তাহা দেখিয়া কহিল, এলি-

য়ের আত্মা ইলীশাতে বর্ত্তিতেছে, পরে তাহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইল।

পরে যিরিহ নগরস্থ লোকেরা ইলীশাকে কহিল, বিনয় করি দেখ এই নগরের স্থান রম্য বটে, ইহা আমাদের প্রভু দেখিতেছে, কিন্তু ইহার জল মন্দ ও ভূমি ফলনাশক। তাহাতে সে কহিল, আমার কাছে নূতন এক পাত্র আনিয়া তাহাতে লবণ দেও, পরে তাহা নিকটে আনীত হইলে, সে জলের উনুইতে যাইয়া তাহাতে লবণ ফেলিয়া কহিল, পরমেশ্বর কহেন আমি জল ভাল করিলাম অদ্য অবধি ইহা অমৃত তুল্য ও অবিনাশক হইবে। তদবধি সে জল ভাল হইল, তদনন্তর সে তথাহইতে বৈথেলে গেল, তাহাতে পথের মধ্যে গমন কালে কতক গুলিন ক্ষুদ্র দুষ্ট বালকেরা আসিয়া তাহাকে নিন্দা করিল, তখন সে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বরের সেবকের নিন্দা করাতে তাহাদিগকে অভিশাপ দিল। পরে বনহইতে দুই ভল্লূক আসিয়া তাহাদের মধ্যে ৪২ জন বালককে বিদীর্ণ করিল। আহাবের মরণের পরে মোয়াবীয় লোক সকল ইস্রায়েলের রাজা যিহোরামকে রাজস্ব দিতে সম্মত না হওয়াতে, তিনি যিহুদা দেশের রাজা যিহসাফটকে আপনার সহকারী করিয়া ঐ লোকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সে দুই রাজা সসৈন্য হইয়া এদম নামক প্রান্তরে ৭ দিন পর্য্যন্ত গমন করতঃ জলাভাবপ্রযুক্ত মহা ক্লেশ সহিতে লাগিল, এই দুর্দশাতে যিহসাফট জিজ্ঞাসা করিল, যাহার প্রমুখাৎ পরমেশ্বরের আজ্ঞা শুনিতে পাওয়া যায়, এমৎ কোন

ভবিষ্যদ্বক্তা এখানে আছে কি না? ইলীশা নামক ভবিষ্যদ্বক্তা সেই স্থানে আছে ইহা রাজা শুনিতে পাইবা মাত্রে, লোকদ্বারা তাহাকে আহ্বান করিল, তখন ইলীশা দেবপূজক রাজা যিহোরামকে কহিল, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি আপন পিতা মাতার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের নিকটে যাও, যিহূদার যিহসাফট রাজার কাছে আমার সমাদর না থাকিত, তবে আমি কখন তোমাকে দেখিতাম না, তাহাতে সে কহিল পরমেশ্বর এই রূপ কথা কহেন, এই উপত্যকা খাতময় কর। পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা বায়ু দেখিবা না ও বৃষ্টি দেখিবা না, কিন্তু তোমাদের ও তোমাদিগের পশু ও জন্তুদের পানার্থে এই উপত্যকা জলেতে পরিপূর্ণ হইবে। ইহা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র কথা; তিনি মোয়াবীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। পরে প্রাতঃকালে বলি উৎসর্গ করিবার সময়ে ইদোম দেশের পথ দিয়া জল আসিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিল। অপর প্রত্যূষে মোয়াবীয়েরা উঠিলে, সূর্য্য জলের উপরে চকমক করিল। তাহাতে অন্য পারে রক্তের ন্যায় রাঙ্গা জল দেখিল। তাহাতে তাহারা কহিল ইহা রক্ত, অবশ্য রাজগণ হত হইয়াছে, তাহারা মারা মারি করিয়া মরিয়াছে, অতএব হে মোয়াবীয়েরা, তোমরা এখন লুঠ করিতে যাও। মোয়াবীয়েরা হঠাৎ লুঠ করিতে ধাবমান হইলে, ইস্রায়েল লোকে ঐ সকল ছিন্ন ভিন্ন দলকে আক্রমণ পূর্ব্বক দেশত্যাগী করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৯৫ বৎসর।

ইলীশা রাজগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষকে যে কেবল আশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করিল এমৎ নহে, কিন্তু দীন হীন ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণও করিয়াছিল।

কোন সময়ে ঋণদাতা মহাজনেরা নিজ ঋণ পরিশোধ করণের নিমিত্তে এক অনাথার দুই বালককে ধরিতে উদ্যত হইলে পরে, সে বিধবা ইলীশার নিকটে আপনার দুঃখ জানাইলে, ইলীশা তাহাকে জিজ্ঞাসিল। আমি তোমার নিমিত্তে কি করিব তাহা কহ, তোমার গৃহে কি আছে? সে কহিল এক পাত্র তৈল ব্যতিরেকে তোমার দাসীর গৃহে কিছুই নাই। তখন সে কহিল গৃহে যাও, আপন তাবৎ প্রতিবাসির নিকটহইতে শূন্যপাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না, এবং গৃহের ভিতরে যাইয়া তোমার ও তোমার পুত্রদের পশ্চাৎ দ্বার রুদ্ধ কর, এবং তৈল সেই সকল পাত্রে ঢাল, তাহাতে যেং পাত্র পূর্ণ হয় তাহা এক দিগে রাখ।

পরে সে যাইয়া ঈশ্বরের লোককে সমাচার দিল, তাহাতে সে কহিল তুমি যাইয়া তৈল বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ কর, এবং অবশিষ্টেতে তুমি ও তোমার পুত্রগণ প্রাণ ধারণ কর।

ইলীশা দেশ ভ্রমণকালে অনেকবার শূনেম নগর দিয়া গমন করিত, সেই নগর নিবাসিনী এক ধার্ম্মিকা স্ত্রী নিজ পতির অভিমতানুসারে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার সেবার নিমিত্তে স্বগৃহে একটি কুঠরি শোভিত করিয়া বারম্বার তাহাকে বিশ্রামার্থে আতিথ্য করিত, এই রূপ শ্রদ্ধা দেখিয়া তাহার পুরস্কারার্থে সে তাহার দাস গিহসির দ্বারা জিজ্ঞাসিল,

এখন তোমার নিমিত্তে কি কর্ত্তব্য ? তোমার জন্যে রাজার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে হইবে ? সে উত্তর করিল, আমি সন্তোষ পূর্ব্বক আপন লোকদের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছি, একারণ আমার কোন প্রার্থনা নাই। পশ্চাৎ ইলীশা গিহসি নামা দাসকে কহিল, ইহার নিমিত্তে কি করা উচিত, তাহাতে গিহসি কহিল, তাহার পুত্র মাত্র নাই, এবং স্বামীও বৃদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে ইলীশা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি পুত্রকে ক্রোড়ে করিবা, এমৎ অসম্ভব বর যে সে পাইবে, তাহা কদাচ সাহস পূর্ব্বক প্রত্যয় করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য অনুসারে তাহাও সময় অনুক্রমে ঘটিল, এবং সে স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিল, কিন্তু হায়২ ঐহিক যাবদীয় সুখ অচিরস্থায়ি, কারণ যাহা হইতে সুখ হয়, তাহা হইতেও পুনর্ব্বার অসহ্য দুঃখ জন্মে। পরে তাহার পুত্র পীড়িত হইয়া মাতৃ ক্রোড়ে বসিয়া মরিল, তখন সে তাহাকে লইয়া যাইয়া ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তার নিমিত্তে সংস্থাপিত খট্টাতে শয়ন করাইল, অপর সে যাইয়া ইলীশার বাস স্থানে কর্ম্মিল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, ইলীশা দূর হইতে, তাহাকে দেখিয়া আপন দাস গিহসিকে কহিল, ঐ দেখ শূনেমীয়, এখন তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শীঘ্র যাও, এবং তোমার ও তোমার স্বামির এবং তোমার বালকের মঙ্গল আছে ইহা জিজ্ঞাসা কর। সেই স্ত্রী নম্রভাবে তাহার জিজ্ঞাসাতে ঈশ্বরের বলে বিশ্বাস করিয়া উত্তর করিল, হাঁ সমস্ত মঙ্গল আছে, এবং তাহার নিকটে আসিয়া তাহার সমুদয় দুঃ-

খের কারণ কহিল। তৎক্ষণাৎ সে তৎসঙ্গে তাহার গৃহে গিয়া যে কুঠরিতে মৃত বালক ছিল; তাহাতে প্রবিষ্ট হ-ইয়া দ্বার রোধ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং যাইয়া বালকের উপরে আপনি লম্বমান হইল। তাহাতে বালকের গাত্রে তাপ পাইতে লাগিল, তাহাতে বালক চক্ষুঃ উন্মীলন করিল, তখন ইলীশা তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আপন পু-ত্রকে লও। তখন সে ভিতরে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তা-হার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিল। এবং আপন পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেল। এতদ্ভিন্ন ইলীশা নানা প্রকার সুখজনক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিল। ইলী-শা দেবপূজকগণের মধ্যে, ভবিষ্যদ্বক্তৃদের পাঠশালার নির্ব্বাহক ছিল, এবং তাহার ছাত্রগণ অনেক বার আহারাভাবে অতিশয় দুঃখ পাইত।

ইতিমধ্যে কোন দিন যখন বিষযুক্তশাক পাক করিয়া আহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের অধিক ক্লেশ হওয়াতে, ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল। অন্য এক সময়ে তিনি এক শত ব্যক্তিকে অত্যল্প রুটি ও কিঞ্চিৎ শস্যের মঞ্জরী আহার করাইয়া তৃপ্ত করিল; আর এক সময়ে তাহার ছাত্রগণের মধ্যে এক জন এক লৌহময় কুঠার দৈবাৎ জলের মধ্যে হারাইল, ইহা-তে সে কেবল আজ্ঞা দ্বারা জল হইতে তাহা ভাসা-ইল। অরামীয় দেশের রাজার নামান নামক অতি প্রিয় সেনাপতির উৎকট ব্যাধি হইলে, দৈবক্রমে এক জন যিহুদা দেশের কুমারী দাসী তাহার গৃহে ছিল,

সে আপন কর্ত্রীকে কহিল, আহা আমার প্রভু যদি শোমীরোণস্থ ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গী হইত, তবে সে তাহাদ্বারা কুষ্ঠব্যাধিহইতে মুক্ত হইত। এ বিষয়ে নামান অনুসন্ধান করিতে মনস্থ করিয়া আপনার রাজা, যিহোরামের নিকটে এই প্রকার পত্র লিখিল, আমার দাসকে সুস্থ কর, সেই পত্র লইয়া সে শোমীরোণেতে যিহোরামের নিকটে গমন করিল। পরে যিহোরাম এই পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল, আমি কি ঈশ্বর যে মারিতে ও বাঁচাইতে পারি, ইহাতে এ ব্যক্তি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এক জনকে ব্যাধিহইতে মুক্ত হইবার জন্যে আমার নিকটে পাঠায়।

পরে ইলীশা এ বিষয়ের সংবাদ পাইয়া ইস্রায়েলের রাজার নিকটে এইকথা কহিয়া পাঠাইল, সে আমার কাছে আসুক, তাহাতে ইস্রায়েলের মধ্যে এক ভবিষ্যদ্বক্তা আছে ইহা জ্ঞাত হইবেক। পরে নামান অশ্ব ও রথ সঙ্গে করিয়া তাহার নিকটে গেল।

তাহাতে ইলীশা এক দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া যর্দ্দন নদীতে সাতবার স্নান কর, তাহাতে তোমার গাত্রে পুনর্ব্বার নূতন মাংস হইবে, ইহাতে তুমি শুচি হইবা। কিন্তু নামান ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল, এবং কহিল, আমি ভাবিলাম, সে বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিয়া অবশ্য দাঁড়াইবে, ও আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিয়া কুষ্ঠ স্থানে হস্ত বুলাইয়া কুষ্ঠ ভাল করিবে। দম্মেশকের অবানা ও পর্পর নদী কি ইস্রায়েলের সকল নদী হইতে ভাল নয়? আমি কি তা-

হাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে পারিতাম না, এই রূপে ক্রোধ করিয়া ফিরিয়া গেল।

পরে তাহার দাসেরা নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, হে আমাদের পিতঃ ভবিষ্যদ্বক্তা যদি কোন মহৎ কর্ম্ম করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিত, তবে তুমি কি তাহা করিতা না? কিন্তু স্নান করিয়া শুচি হও এই আজ্ঞা দিলে, তুমি কি করিবা না? তখন সে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে যর্দ্দন নদীতে সাতবার অবগাহন করিল, তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাহার নূতন মাংস হইলে, সে শুচি হইল।

নামান এই রোগহইতে মুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক ইলীশার নিকটে আসিয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করতঃ কহিল, দেখ ইস্রায়েলের মধ্যব্যতিরেকে পৃথিবীতে সত্য ঈশ্বর নাই, ইহা এখন আমি জ্ঞাত হইলাম, অতএব বিনয় করি, আপন দাসের কিছু উপঢৌকন গ্রহণ কর। কিন্তু সে ভবিষ্যদ্বক্তা কহিল, আমি কিছু গ্রহণ করিব না, তাহাতে নামান তাহা গ্রহণ করিতে তাহাকে অনেক বিনয় করিলেও, সে অস্বীকার করিল। পরে নামান স্বদেশে প্রস্থান করিল, কিন্তু গিহসি আপনার প্রভু যে রূপ নির্লোভী ও সত্য পরমেশ্বরের উপাসক ভক্ত ছিল, তাদৃশ স্বভাব যুক্ত না হইয়া নামানের পশ্চাদ্গামী হইল, এবং নানা প্রকার মিথ্যাবাক্য দ্বারা প্রতারণা করিয়া তাহার নিকটহইতে অনেক রূপার দ্রব্য ও বস্ত্রাদি সামগ্রী উপঢৌকন পাইল, পরে সে প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রাপ্তধন গোপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আপনার প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইল, তাহাতে ইলীশার

তাহাকে কহিল, হে গিহসি তুমি কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, তোমার দাস কোন স্থানে যায় নাই, এই লোভী ও প্রতারক দাসের মিথ্যা প্রবঞ্চনার নিমিত্তে তাহাকে যন্ত্রণা ও শাস্তি পাইতে হইল। কারণ ইলীশা তাহাকে কহিল, তুমি লোভে প্রবঞ্চনা করিলা, এই হেতুক নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও তোমার বংশেতে যাবজ্জীবন থাকুক, তাহাতে গেহসি বরফের ন্যায় শ্বেত কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল।

পরে ইস্রায়েল ও অমরীর রাজ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হইল, ইহাতে অমরীয়েরা আপনাদিগকে বলাপেক্ষা ছলেতে সাহসপূর্ব্বক নির্ভর করিয়া, বারম্বার গোপনে ইস্রায়েল দেশকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু ইলীশা তদ্বিষয়ে তাহা ইস্রায়েলদিগকে পূর্ব্বে সচেতন করিয়াছিল, অমরীর রাজা আপনাদিগের ছলস্বভাব এই প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত কাতরতাপূর্ব্বক ব্যগ্র হইয়া ইলীশাকে দোথন নামক নগরে ধরিতে সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল। পরে ভবিষ্যদ্বক্তার দাস বাহিরে যাইয়া বহু সৈন্য সামন্তের সহিত ঐ নগর বেষ্টন করিয়া আছে, ইহা দেখিয়া অত্যন্তভয়ে ভীত হইয়া কহিল, হায় হায় প্রভু আমরা কি করিব? তাহাতে ইলীশা কহিল ভয় করিও না, তাহাদের সঙ্গিলোকহইতে আমাদের সঙ্গিলোকেরা অধিক আছে। তখন ইলীশা প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর আমি বিনয় করি, সে যেন দেখিতে পায়, তাহার চক্ষুঃ প্রকাশ করুন, তাহাতে পরমেশ্বর সেই যুবার চক্ষুঃ প্রকাশ করিলে, সে আলোচনা করিয়া ইলীশার

চতুর্দ্দিকে পৰ্ব্বতকে অগ্নিময় অশ্ব ও রথেতে পরিপূর্ণ দেখিল। পরে পরমেশ্বর সৈন্যগণকে অন্ধ করিলেন, তাহাতে ইলীশা কহিল, এই পথ নহে, আমার পশ্চাৎ আইস যে মনুষ্যের অন্বেষণ কর, তাহার নিকটে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। এবং সে তাহাদিগকে শোমীরোণে লইয়া গেল, তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের চক্ষুঃ প্রকাশ করিলে, শোমীরোণের মধ্যে আছি, ইহা তাহারা দেখিতে পাইল, অপর যিহোরাম রাজা ইলীশাকে কহিল, হে আমার পিতঃ আমি কি তাহাদিগকে মারিব? ইলীশা কহিল, মারিও না, তুমি কি খড়্গধৃত ব্যক্তিকে মারিবা, তাহাদিগকে মারিও না, বরং ইহাদের কাছে রুটী ও জল আন, ইহারা ভোজন করিলে, ইহাদিগকে আপন প্রভুর কাছে যাইতে দেও, তাহাতে রাজা ইলীশার আজ্ঞানুসারে করিল। বিনহদদ ইস্রায়েল রাজার এতাদৃশ অনুগ্রহ ও শীলতা দেখিলেও, তাহার কোপানল শান্ত হইল না, তজ্জন্যে বহু সৈন্য একত্র করণ পূর্ব্বক শোমীরোণ নগর বেষ্টন করিয়া এমৎ দৃঢ়রূপে অবরোধ করিল, যে তন্নগর নিবাসিরা দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত অন্য আহারের দ্রব্যাভাবে মনুষ্যের মাংস খাইতে লাগিল। সেই দুষ্ট ও অহঙ্কারী রাজা যিহরাম, নম্রতা ও শীলতা পূর্ব্বক দেবপূজার ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, ইলীশার বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ করিল, এবং তাহার মস্তক ছেদন করিতে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার গৃহে গেল। তখন ইলীশা কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের কথা শুন, কল্য এই বেলাতে শমীরোণের দ্বারে অনেক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইবে। রাং

আর এক অধ্যক্ষ এই কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল; যদ্যপি পরমেশ্বর আকাশের দ্বার করেন, তথাপি তাহা কি হইতে পারিবে? তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তা কহিল, তুমি আপন চক্ষুতে তাহা দেখিবা, কিন্তু কিছুই ভক্ষণ করিতে পারিবা না। পরে সেই রাত্রিতে আরামীয়দের সৈন্যগণকে রথের ও অশ্বের শব্দ, অর্থাৎ মহা সৈন্যগণের শব্দ শ্রবণ করাইয়াছিল। তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া, মনে করিল, যে বোধ হয় শোমীরোণ নগর রক্ষা করিবার নিমিত্তে কোন সহকারী সৈন্য আসিতেছে, অতএব আপনাদের তাম্বু ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিল। প্রত্যূষে চারিজন কুষ্ঠ রোগী নগরের বাহিরে গিয়া শিবির শূন্য দেখিয়া শিহোরাম রাজাকে সমাচার দিল, তাহাতে নগরস্থ লোক সকল বাহিরে গিয়া শিবির মধ্যে আহারাদি ও লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল পাইয়া, সে সকল আপনাদিগের নগরে আনিলে, ইলীশার পূর্ব্বোক্ত নিয়মিত সময়ের মধ্যে নগরদ্বারে অনেক দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতে লাগিল। পরে রাজা ঐ অবিশ্বাসী অধ্যক্ষকে দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলে, লোকেরা তাহাকে দ্বারেতে দলিত করিল, ইহাতে সে অনেক খাদ্য দ্রব্য, কেবল চক্ষুতে দেখিয়া তাহার রসাস্বাদন না করিয়া ঈশ্বরের লোকের কথানুসারে হত হইল। এই রূপে পরমেশ্বরের প্রত্যেক বাক্য সফল হইবে, এক মাত্রও নিষ্ফল হইবে না, খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৯২ বৎসর।

ইস্রায়েলের মধ্যে এই ঘটনার সময়ে যিহোষাফট

রাজা কুশলে যিরূশালম নগরে গেল, তাহাতে যিহূ নামক প্রদর্শক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কহিল, পাপিদের উপকার করা এবং পরমেশ্বরের ঘৃণাকারিদের প্রতি প্রেম করা, কি তোমার কর্ত্তব্য? ইহাতে তোমার প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ নির্গত হইয়াছে, তথাপি তোমার সৎকর্ম্ম হইয়াছে, তুমি দেশ হইতে দেবগণকে দূর করিয়াছ, ও ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে মনঃ সুস্থির করিয়াছ। আহাবের দুরাচার ও দেবপূজক পরিবারের সহিত যিহশাফটের বিবাহ হইল, একারণ তাহার মরণানন্তর, এই কুকর্ম্মের ফল তাহার বংশাবলি, পরমেশ্বরের ক্রোধে ভোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর যিহসাফট্ সর্ব্বত্র পুনর্ব্বার গমন করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের প্রভু, পরমেশ্বরের পক্ষে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিল। এবং সে দেশে অর্থাৎ যিহূদার প্রাচীর বেষ্টিত সকল নগরের সর্ব্বত্র বিচার কর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করিয়া কহিল, তোমরা যাহা কর, তাহাতে সাবধান হও, কেননা তোমরা মনুষ্যদের জন্যে বিচার করিবা না, কিন্তু বিচার করণার্থে, তোমাদের মধ্যে আছেন যে পরমেশ্বর, তাঁহার জন্যে করিবা। অতএব তোমাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ভয় হউক, তোমরা সাবধান হইয়া কর্ম্ম কর, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে অন্যায় ও মুখাপেক্ষা ও উৎকোচ গ্রহণ হয় না। পরে যিহোসাফট্ যিরূশালমে পরমেশ্বরের বিচারার্থে ও বিবাদ ভঞ্জনার্থে লেবীয়দের ও যাজকদের ও ইস্রায়েলের পিতৃ পিতামহাদি প্রধানদের কতক লোককে নিযুক্ত করিল। এবং

যিরূশালমে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা বিশ্বস্ততা রূপে সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের প্রতি ভয় রাখিয়া এই প্রকার কর্ম্ম কর। তাহাতে পরমেশ্বর মঙ্গলের জন্যে তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন। যিহোশাফট্‌ এইরূপে উত্তম রাজকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবামাত্রে এই সংবাদ পাইল, যে মোয়াবীয় ও অমনীয় ও তাহাদের সহকারী অন্যান্য বংশের লোক আপনার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহাতে যিহোশাফট্‌ ভীত হইয়া পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে উদ্যোগ করিল, এবং উপবাস করিতে যিহূদার সর্ব্বত্রে সমাচার দিল। এবং যিহূদার তাবৎ লোক পরমেশ্বরের কাছে উপকার প্রার্থনা করিতে একত্র হইল, অর্থাৎ যিহূদার তাবৎ নগরহইতে লোকেরা পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে আইল। পরে যিহোশাফট্‌ পরমেশ্বরের মন্দিরের নূতন প্রাঙ্গনের সম্মুখে যিহূদার ও যিরূশালমের তাবৎ মণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিল, হে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বর তুমি কি স্বর্গের প্রভু নহ? ও তুমি কি অন্যদেশীয়দের তাবৎ রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব কর না? এবং তোমার হস্তে কি শক্তি ও সকলের অনিবার্য্য পরাক্রম নাই? আমাদের ঈশ্বর যে তুমি তুমি কি আপন ইস্রায়েল লোকদের সম্মুখহইতে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে দূর করিয়া আপন মিত্র অব্রাহমের বংশকে চিরকালের জন্যে এই দেশ দেও নাই? আর তাহারা এই দেশে বাস করিয়া তোমার নামের জন্যে তাহার মধ্যে এক পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, যদি

খড়্গ কিম্বা বিচারদণ্ড কিম্বা মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখ আমাদের প্রতি ঘটে, আর এই মন্দিরে তোমার নামের অবস্থিতি প্রযুক্ত এই মন্দিরের প্রতি অভিমুখ হইয়া তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া দুর্দ্দশাকালে তোমার নিকটে আমরা যদি প্রার্থনা করি, তবে তুমি তাহা শুনিয়া কি উপকার করিবা? দেখ মিসরহইতে আগমন কালে, ইস্রায়েল বংশ তোমাকর্ত্তৃক নিষেধিত হইয়া যাহাদের দেশে প্রবেশপূর্ব্বক বিনাশ না করিয়া অন্য পথে যাত্রা করিল, সেই অম্মোন বংশ ও মোয়াব বংশ ও সেয়ীর পর্ব্বতীয় লোকেরা আমাদিগকে প্রতিফল দিতেছে, এবং দেখ, তুমি যে অধিকার ভোগ করিতে আমাদিগকে দিয়াছিলা, তাহাহইতে আমাদিগকে দূর করিতে আক্রমণ করিতেছে। আমাদের ঈশ্বর তুমি কি তাহাদের প্রতীকার করিবা না? আমাদের প্রতিকূলে যে সমূহলোক আসিতেছে, তাহাদের প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতে আমাদের কিছু ক্ষমতা নাই, এবং কি কর্ত্তব্য তাহা জানি না, কেবল তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। এইরূপে যিহূদার তাবৎ বালক ও স্ত্রী ও বৃদ্ধ প্রভৃতি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইল। পরে যিহোসীয়েল নামক এক লেবির প্রতি পরমেশ্বরের আত্মা আবির্ভূত হইলে, সে কহিল, হে যিহূদা, ও যিরূশালম নিবাসি লোক সকল, ও হে যিহোশাফট্ রাজন্ তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ করহ, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা এই মহাজনতাতে ভীত হইও না, কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের

হয়, অতএব তোমরা কল্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রান্তরে যাও, ঐ সময়ে তোমাদের যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে না, কেবল সসজ্জ হইয়া দণ্ডায়মান হইবা। পরমেশ্বর কেমন উদ্ধার করিবেন, তাহা দেখিবা, কেননা পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী। তাহাতে যিহশাফট ও তাহার সঙ্গিলোক ভূমিতে আপন২ মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রভু পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল, পর দিবসে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া প্রান্তরে গেল, এবং যিহশাফট কহিল, হে যিহূদানিবাসিগণ আমার কথা শুন, তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে তোমরা সুস্থির থাকিবা, ও তাহার ভবিষ্যদ্বক্তার কথাতে প্রত্যয় কর, ইহাতে তোমরা কৃতকার্য্য হইবা, তাহাতে তাহারা অগ্রগামী হইয়া স্তব করিতে২ এই কথা কহিল, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী হয়, পরে তাহারা স্তব ও গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা আসিয়াছিল. পরমেশ্বর তাহাদিগকে আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইল, তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। তদনন্তর যিহূদার লোক সকল ঐ জনতার প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিল, যে তাহাদের মধ্যে সকলেই রণভূমিতে মৃত হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ মাত্র জীবিত নাই। তখন যিহশাফট ও তাহার লোকেরা তাহাদের লুটিত দ্রব্য গ্রহণ করিতে গেলে, তাহারা এত ধন পাইল, যে তাহা লইয়া বাহিরে যাইতে পারিল না, এবং ঐ সকল লুটিত

বস্তু একত্র করিতে তিন দিন লাগিল। চতুর্থ দিবসে তাহারা একত্র হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং তাহারা তবলা ও বীণা এবং তুরী সঙ্গে লইয়া যিরুশালমে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল, কেননা পরমেশ্বর তাহাদিগকে শত্রুদিগের উপরে জয়ী করিলেন, অপর পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, এই কথা অন্য দেশের তাবৎ লোক শুনিল, ইহাতে তাহারা তদবধি পরমেশ্বর-হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিতে লাগিল।

এইরূপে পরমেশ্বর যিহশাফটের সম্বন্ধে কৃপা করিয়া শান্তি দিলে পর, তাহার রাজ্য সুস্থির হইল। পরমেশ্বরের এতাদৃশ অতিরিক্ত দয়া ও প্রচুর পরাক্রম প্রকাশ পাইলে, সে আপন রাজত্বের ২৫ বৎসর সময়ে পরলোকে গমন করিল, এবং তাহার পুত্র যিহোরাম তাহার পরিবর্ত্তে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৮৯ বৎসর।

দশম।

যোরাম অহিয় অগ্ধলিয়া, যোয়াশ, অমৎসীয় উষিয়, এবং যোথম, ইহাদিগের দ্বারা যিহুদাদেশের রাজত্বকরণ বিষয়। যিহোরাম, যিহু, যিহোয়াহস, যোয়াশ এবং দ্বিতীয় যারবিয়াম ইত্যাদি ইস্রায়েল দেশের রাজগণের বৃত্তান্ত।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৮৯ অবধি ৭৪২ বৎসর পর্য্যন্ত।

যোরাম স্বপিতার মরণানন্তর তৎসিংহাসন পাইয়া

ইস্রায়েলের রাজগণের কুপথাবলম্বী হইল, কারণ সে আপনার সোদর ভ্রাতৃগণকে কারাগারে বিনষ্ট করিয়া আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করিল; কিন্তু পরমেশ্বর দায়ূদের প্রতি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে নিত্য এক প্রদীপ দিব, এই নিয়ম প্রযুক্ত তাহার বংশকে তিনি বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না, পরে যিহোরামের অধিকার কালে, ইদোমীয়েরা যিহূদার কর্ত্তৃত্বের অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনাদের উপরে এক জনকে কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিল, এই প্রকারে এষৌর প্রতি ইস্হাক্ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল হইল, পরে ইলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটহইতে যিহোরামের নিকটে কোন বাক্য সম্বলিত এক পত্র আইল, তাহার মর্ম্ম এই, তোমার পিতা দায়ূদের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহশাফটের পথে, ও যিহূদার ও আসা রাজার পথে গমন করিলা না, কিন্তু ইস্রায়েলের রাজগণের সমস্ত পথে গমন করিলা, অতএব দেখ, পরমেশ্বর তোমার লোকদিগকে, ও বালকগণকে, এবং তোমার ভার্য্যাবর্গকে, এবং সমস্ত সম্পত্তি প্রভৃতি, মহামারী প্রভৃতি উপপ্লবদ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট করিবেন, এবং তুমি উদরাময়েতে নিতান্ত পীড়িত হইবা। পরে পরমেশ্বর নিকটস্থ জাতিদিগকে মনে প্রবৃত্তি দিলে, তাহারা যিহূদা দেশে আসিয়া রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজার পুত্র ও ভার্য্যাগণ এবং প্রচুর ধন সম্পত্ত্যাদি সমুদায় লুঠ করিয়া গেল। কেবল অহিয় নামক তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মাত্র রহিল।

পরে পরমেশ্বর তাহাকে অন্তরস্থ এক সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত করিলে, সে দুই বৎসর ক্রমাগত যন্ত্রণা পাইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার জন্যে কেহ শোক ও বিলাপ কিছু মাত্র করিল না। পরে তাহার পুত্র আসা রাজ্য করিতে লাগিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৮৪ বৎসর।

তদনন্তর অহিয়ও তদ্রূপাচরণ করিয়া আহাবের পথে গমন করিল। কেননা তাহার মাতা অথলিয়া আহাব ও ইযেবলের কন্যা ছিল। সুতরাং তাহাদের কুমন্ত্রণানুসারেই কর্ম্ম করিতে লাগিল। পরে অহিয় আপন মাতুল ইস্রায়েল দেশের রাজা যিহোরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিষ্রিয়েল নগরে গেল।

সে সময়ে সূরীয়দেশের রাজা বিনহদদ্ অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ হোসায়েলকে কহিল, তুমি ইলীশায়ের নিকটে গিয়া জান, আমি এই রোগহইতে মুক্ত হইতে পারিব কি না? ইহাতে হোসায়েল সেই রূপ করিল, ইলীশায় তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া বিনহদদ্‌কে বল, তুমি এই রোগহইতে মুক্ত হইতে পার, কিন্তু তথাপি পরমেশ্বর আমাকে জানাইলেন, সে অবশ্য মরিবে। তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায় ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহাতে হোসায়েল জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রভু কেন ক্রন্দন করেন, সে উত্তর করিল, তুমি ইস্রায়েল বংশের প্রতি কিরূপ মন্দ ও অসদাচরণ করিবা, তাহা আমি জানি, তাহাতে হোসায়েল কহিল, তোমার দাস কি কুক্কুর যে এমৎ দারুণ কর্ম্ম করিবে, ইলিশায় কহিল, তুমি আরামের রাজা

হইবা, ইহা পরমেশ্বর আমাকে জানাইলেন, পরে হোসায়েল ইলীশায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া আপনার প্রভুর কাছে গেল, এবং তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়া তৎসিংহাসন অধিকার করিল। ইহাতে আমরা বোধ করি, যে মনুষ্য মাত্রের প্রায় অন্তঃকরণ অতিচঞ্চল ও তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত নহে, কারণ উহারা আপন ২ বিষয় পাইলেই, সর্ব্বদা ভোগ করিতে বাসনা করে। তৎপরে ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে এক যুব ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বলিল, তুমি যাইয়া ইস্রায়েলের রাজা যিহোরামের সেনাপতি যিহুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বল, পরমেশ্বর এই কথা বলেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে নিযুক্ত করিলাম, অতএব ইষেবলের হস্তদ্বারা আমার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাতের ও পরমেশ্বরের সকল দাসের শোণিতপাতের প্রতিফল দিবার জন্যে তুমি আপন প্রভু আহাবের বংশকে উচ্ছিন্ন করিবা, কেননা আহাবের সমুদায় বংশ বিনষ্ট হইবে, এবং তাহার বংশ সকল আমি যারবিয়ামের ও বাশার বংশের ন্যায় করিব। তাহাতে কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ভূমিতে ইষেবলকে খাইবে, ও কেহ তাহাকে কবর দিবে না, পরে যিহু যিহোরাম রাজার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়া যিষ্রিয়েল নগরে গমন করিল। পরে ইস্রায়েলের রাজা যিহোরাম ও যিহুদার রাজা আহিয় যিহুর সৈন্যসামন্ত আসিতে দেখিলে পর, বাহিরে আসিয়া নাবটের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তদনন্তর যিহু ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া যিহরামের হৃদয় বাণাঘাতে বিদীর্ণ

করিল। তাহাতে সে আপন রথে নত হইয়া পড়িল, তখন যিহূ আপন সেনাপতিকে কহিল, তুমি ইহাকে তুলিয়া লইয়া নাবোটের ক্ষেত্রেতে ফেল, কেননা যখন তুমি এবং আমি এই উভয়ে অশ্বারূঢ় হইয়া তাহার পিতা আহাবের পশ্চাৎ গেলাম, তখন পরমেশ্বর তাহাকে যে শাপ দিলেন, তাহা মনে কর, পরমেশ্বর কহেন, আমি কল্য অবশ্য নাবোটের ও তৎপুত্রগণের রক্ত দর্শন করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একাংশে তোমাকে ইহার প্রতিফল দিব। অতএব এখন পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাকে লইয়া ঐ ক্ষেত্রাংশে ফেল। তখন যিহূদার রাজা তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে যিহূ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে অনেক আঘাত করিলে, সে প্রাণত্যাগ করিল। পরে তাহার দাসবর্গ যিরূশালম নগরে তাহাকে লইয়া গিয়া কবর দিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৮৪ বৎসর।

অপর যিহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হইলে, ঈষেবল আপন চক্ষুতে রঙ্গ দিয়া ও কেশ বেশ বিন্যাস করিয়া যিহূর নগরপ্রবেশ কালে বাতায়ন দিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, আপন প্রভুকে বধ করিয়াছিল যে সিম্রি তাহার কি মঙ্গল হইল। ইহাতে যিহূ তাহার দাসকে বাতায়ন হইতে উহাকে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করিল, তাহাতে তাহারা উহাকে নীচে নিক্ষেপ করিলে, ভিত্তিতে লাগিয়া অশ্বদের গাত্রে তাহার রক্তের ছিটা লাগিল। এবং সে অশ্বের পদতলে দলিত হইল। পরে যিহূ ও অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, তোমরা যাই-

য়া ঐ শাপগ্রস্তা স্ত্রীকে কবর দেও, কেননা সে রাজকন্যা, ইহাতে লোকেরা তাহাকে কবর দিতে গেল, কিন্তু তাহার মস্তকের খুলি ও পদ, ও হস্তুতল ব্যতিরেকে আর কিছু পাইল না। তাহাতে যিহু কহিল, পরমেশ্বর আপন দাস এলিয়ের প্রমুখাৎ এই কথা কহিলেন. কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রাংশে ইষেবলের মাংস খাইবে, সে কথা এখন সফল হইল।

যিষ্রিয়েলের নগরেতে আহাবের ৭০ জন পুত্র ছিল, তজ্জন্য যিহু সেই নগরের প্রধান লোকের নিকটে পত্র পাঠাইয়া সে বালকগণকে নষ্ট করিতে আজ্ঞা করিল। এই সকল দুরাত্মা লোক যাহারা পূর্ব্বে নির্দ্দোষি নাবোৎকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে ঐ সকল শরণাগত রাজকুমারগণকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া চুপড়ি পূরিয়া যিহুর নিকটে পাঠাইয়া দিল। যিহুও তাহা পাইয়া প্রজাগণকে দেখাইয়া কহিল, পরমেশ্বর আহাবের পরিবার বিষয়ে যে২ কথা কহিয়াছেন, তাহার কোন কথা বিফল হইবে না, ইহা জ্ঞাত হও, কেননা পরমেশ্বর আপন দাস এলিয়ের প্রমুখাৎ যাহা২ কহিয়াছেন, তাহা সিদ্ধও করিলেন। এই প্রকারে যিহু আহাবের পরিবার ও অধ্যক্ষগণ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং যাজকগণ সকলকে এককালে বিনষ্ট করিয়াছিল, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই।

যিহু এইরূপে আহাবের সমুদয় বংশ নষ্ট করিলে পরে, তদ্রূপ বালদেবতার আরাধনা উচ্ছিন্ন করিতে মনস্থ করিল, সে কোন পর্ব্বাহে উৎসবের ছলে সকল দেব-

পূজকগণকে আহ্বান করিয়া সৈন্য দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিল, পরে সে দেব প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া বালদেবের মন্দির উচ্ছিন্ন করিল। এই রূপে ঈশ্বরের কথানুসারে দুষ্ট লোককে উত্তমরূপে শাস্তি দিলে, পরমেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে তাহার পুত্রাদি অধস্তন চারি পুরুষ ইস্রায়েল দেশে রাজত্ব করিবে। ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া যিহূ মরিলে, তাহার পুত্র যিহোয়াহস তাহার রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৫৬ বৎসর।

যিহোয়াহস রাজা তাহার পূর্ব্বাধিকারিগণের মত দেব পূজা করিতে লাগিল, তজ্জন্য পরমেশ্বর অমরীয় রাজা হোসায়েল দ্বারা ইস্রায়েল বংশকে শাস্তি দিলেন। পরে সে দুরাত্মা রাজা ইস্রায়েল দেশ আক্রমণ করিতে আসিয়া তাহাকে এমৎ উচ্ছিন্ন করিল, যে যারবিয়ামের লক্ষ২ পশ্চাদ্গামি সঙ্গি লোকের মধ্যহইতে কেবল দশ হাজার পদাতিক ও পঞ্চাশৎ অশ্বারূঢ় সৈন্য অবশিষ্ট থাকিল। ইহাতে ইলিশায়ের পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সফলা হইল। তাহার মরণান্তর তৎপুত্র যোয়াশ তৎসিংহাসন পাইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৩৯ বৎসর।

যোয়াশের পিতা, মরণের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে, পরমেশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার পুত্র দ্বারা ইস্রায়েল বংশকে অমরীয়দের হস্তহইতে উদ্ধার করিলেন। পরে ইলিশায় ভবিষ্যদ্বক্তা অত্যন্ত পীড়িত হইলে, যোয়াশ রাজা তাহার নিকটে যাইয়া তাহার মুখের উপরে ক্রন্দন করিয়া কহিল, হে আমার পিতঃ২,

হে ইস্রায়েলের রথ ও অশ্বারূঢ় রূপিন্, তাহাতে ঐ ম্রিয়মান ভবিষ্যদ্বক্তা রাজাকে কহিল, তুমি অমরীয় লোকের উপরে জয়ী হইবা। পরে রাজা অমরীয়দিগকে তিনবার পরাভব করিয়া যে সকল নগর তাহারা পূর্ব্বে আক্রমণ করিয়া অধীন করিয়াছিল, সে সকল তাহাদের হস্তহইতে পুনর্ব্বার উদ্ধার করিল, এতদ্ভিন্ন সে যিহূদা দেশের রাজা অমৎসিয়কেও পরাজয় করিল। তাহার মরণানন্তর তৎপুত্র দ্বিতীয় যারবিয়াম রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইল। এবং সে কুআচরণ করিয়া ইস্রায়েল দেশের প্রথম রাজা যারবিয়ামের সম্মত কুপথাবলম্বী হইলেও, পরমেশ্বর আপন প্রাচীন ইস্রায়েল লোকের দুঃখ ও যন্ত্রণা দেখিয়া কৃপাবলোকন পূর্ব্বক যারবিয়ামকে বহুকাল পর্য্যন্ত কুশলে রাজত্ব করিতে ক্ষমতা দিলেন।

যখন যিহূদা দেশের রাজা অহিয় যিহূদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, এবিষয় তাহার মাতা আথালিয়া সংবাদ পাইল, তখন সেই অভিমানিনী স্ত্রী আপন জননী ইষেবলের মত সর্ব্বদা কুকর্ম্মরতা হইয়া অহিয়ের শিশু সন্তান যোহাশ ব্যতিরেকে রাজার সমুদয় সন্তান সন্ততি বিনষ্ট করিল, এবং যিহোয়েদা সে দেশের রাজা ও তাহার স্ত্রী যোয়াশকে গোপনে রাখিয়া রক্ষা করিল। এই প্রকার তাহার পৌত্রের বিনাশেতে রাজসিংহাসন প্রাপ্তির পথ অতিসুলভ করিয়া ক্রমাগত ছয় বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। পরে যিহোয়াদা যোয়াশকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আথালিয়াকে বিনষ্ট করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৭৮ বৎসর।

যিহোয়াদা নামক যাজক এই নিয়ম স্থাপন করিল, যে রাজা ও প্রজা পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার ভয়ে তাহারা পরস্পর আপন ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে। ইহাতে লোক সকল পরমাহ্লাদে বালদেবের মন্দির ভাঙ্গিলে, সমুদয় দেশ স্বাস্থ্য পাইল। পরে ঐ বিশ্বস্তব্যক্তি যিহোয়াদার মরণকাল পর্য্যন্ত যোয়াশ রাজা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচার করিল। এবং তাহার অধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষদিগকে অবহেলা পূর্ব্বক অনবধানতাতে পরমেশ্বরের যে মন্দির ক্রমশঃ বিনষ্ট হইবার যোগ্য হইয়াছিল, তাহা সে এক্ষণে উত্তমরূপে সারাইয়া রাখিল,। যিহোয়াদা রাজা ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, পরলোক গত হইল, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তন্মন্দিরের এবং দায়ূদের বংশের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, একারণ তাহার মৃত্ত শরীর লইয়া লোকেরা যিহূদাদেশের রাজগণের মধ্যে কবর দিল। তদনন্তর অধ্যক্ষগণ যোয়াশ রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। পরে তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চৈত্যবৃক্ষ ও দেবপ্রতিমাদি পূজা করিতে লাগিল, এই অপরাধে যিহূদা ও যিরূশালমের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ উপস্থিত হইল।

তথাপি পরমেশ্বর তাহাদিগকে আপন পক্ষে পক্ষপাতী করিবার জন্যে তাহাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা ইহাতে মনোযোগ করিল না। পরে পরমেশ্বরের আত্মা যিহোয়াদা যাজকের পুত্র সিখরিয়ের প্রতি আবির্ভূত হইলে, সে রাজা ও লোক-

দিগকে কহিল, ঈশ্বর এই কথা কহেন তোমরা কেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ, ইহাতে ভাগ্যবান্ হইতে পারিবা না, এবং তোমরা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করাতে তিনি তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। যোয়াশ রাজা তাহার কথাতে কেবল বিরক্ত হইয়া, এবং ধার্ম্মিক যিহোয়াদার পুত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া মরণ পর্য্যন্ত প্রস্তরদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে তাহার সমীপস্থ অধ্যক্ষগণ মন্দিরের মধ্যে পবিত্র স্থানে ও রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে হঠাৎ বিনষ্ট করিল। কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল সে অতি ত্বরাতেই প্রাপ্ত হইল, কেননা এই কৃতঘ্ন রাজার রাজত্বের আরম্ভেই সুখের যত অধিক ভাগ ছিল, এই রূপ ঐ দুরাত্মার রাজ্যশেষে দুঃখের অংশ তাহাহইতেও অধিক হইল। তদনন্তর এক বৎসরের মধ্যে অল্পসংখ্যক অমরীয় সৈন্য যোয়াশ রাজার অসংখ্যেয় সৈন্য সামন্তকে পরাভব করিয়া যিরূশালম নগর ও তত্রস্থ সভাসদ্বর্গকে আক্রমণ করিয়া লুঠিতদ্রব্য সকল দম্মেশক নগরে লইয়া গেল, তৎকালে যোয়াশ রাজা অতিশয় রোগের যাতনায় পতিত হইয়াছিল, কিছুকাল বিলম্বে এই রূপ যাতনাতে কালযাপন করিতে২ সে আপন শয্যাতে নিজ দাসবর্গ কর্তৃক হত হইল। পরে তাহার পুত্র অমৎসিয় তাহার পরিবর্ত্তে রাজত্ব করিতে লাগিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮৩৯ বৎসর।

ঐ যুবরাজ সিংহাসনাভিষিক্ত হইলে ও, তাহার পিতৃহত্যাকারি সমুদয় দাসবর্গকে বিনষ্ট করিয়া ইদোম

দেশকে আক্রমণ করিবার মানসে বহু সৈন্য একত্র করিল, এই কারণ একশত সংখ্যক কিক্কর নামক রূপা দিয়া ইস্রায়েল দেশহইতে এক লক্ষ মহাবীর লোক আনিল, কিন্তু ঈশ্বরের এক লোক তাহার নিকটে আ-সিয়া কহিল, হে রাজন্ ইস্রায়েলের সেনাগণ তোমার সঙ্গে না যাউক। কেননা পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের সহিত আর নাই, তাহাতে অমৎসিয় তাহাকে কহিল, আমরা ইস্রায়েলের দলকে যে একশত রূপা দিয়াছি, তাহার নিমিত্তে কি করিব; সে উত্তর করিল, পরমেশ্বর তদপেক্ষা তোমাকে প্রচুর দিতে পারেন, তাহাতে অমৎসিয় ইস্রায়েলের সৈন্যকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিল, তাহারা মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া প্রত্যাগমন কালে তা-হারা পথের মধ্যে যিহুদা দেশের নগর সকল লূট করিল, পরে অমৎসিয় আপন লোকদিগকে বাহির করিয়া লইয়া ইদোমীয় বংশের দশসহস্র লোককে প্রাণে নষ্ট করিল, এবং লূট করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি পাইল, পরে সে অনুচিত রূপে ইদোমীয় দেবগণকে আ-নিয়া তাহাদিগকে ইষ্টদেব করণার্থে স্থাপন করিয়া তাহাদের সম্মুখে প্রণাম করিল, ও তাহাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইল, তাহাতে অমৎসিয়ের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে, তিনি তাহার নিকটে এক ভবি-ষ্যদ্বক্তাকে পাঠাইলেন, তাহাতে সে গিয়া কহিল এই লো-কদের যে দেবগণ তোমার হস্তহইতে সেই সকল আপন লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না তাহাদের নিকটে কেন তুমি ফলের অন্বেষণ করিতেছ? সে এই

কথা কহিলে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি কি রাজ-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছ, ক্ষান্ত হও, কেন প্রহারিত হইবা, তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তা ক্ষান্ত হইয়া কহিল, তুমি এই কর্ম্ম করিলা, এবং আমার মন্ত্রণা মানিলা না, ইহাতে ঈশ্বর তোমাকে বিনষ্ট করিতে স্থির করিলেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানিলাম। অমৎসিয় ইদোমীয় লোক সকলকে পরাভব করাতে অতিশয় অহঙ্কারে প্রদীপ্ত হইয়া ইস্রা-য়েলের যোয়াশ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইস্রায়েলের রাজা যিরুশালম নগরে আসিয়া তাহার দুর্গ বিনষ্ট করিয়া তথাকার রাজা ঐ অমৎসিয়কে পরা-জয় করিল। পরে তাহার রাজ্যকরণে ক্রমশঃ অখ্যাতি জন্মিলে, রাজা নিজ প্রজাদ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহাতে তা-হার পুত্র উষীয় তাহার সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৮১০ বৎসর।

উষীয় ১৬ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করি-য়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম আচরণ করিল, এবং সে ভক্তিভাবে পরমেশ্বরের সেবাতে যাবৎ রত ছিল, তাবৎ তাঁহার আশীর্ব্বাদে বিশিষ্ট সৌভাগ্য ভোগ করিতে লাগিল, এবং পরমেশ্বর তাহার সহায় হইয়া তাহার শত্রুগণের উপরে তাহাকে জয়ী করিলেন। কিন্তু সে বল-বান্ হইলে, নিজ মনোবিনাশকগর্ব্বে গর্ব্বিত হইল, কেননা সে আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, অর্থাৎ সে এক দিবস দম্ভপূর্ব্বক হারোণের বংশ-জাত অধিকারি যাজকের পরিবর্ত্তে ধূপবেদির উপরে ধূপ জ্বালাইতে পরমেশ্বরের মন্দিরে গেল, ইহাতে তৎক্ষণ

মাত্রেই পরমেশ্বর তাহাকে আঘাত করাতে কুষ্ঠরোগ তাহার কপালে প্রকাশ করিলে, ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন সেই কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হইয়া রহিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭৫৮ বৎসর।

তাহার মরণানন্তর তাহার পুত্র যোথম রাজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিল, এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইল, কেননা সে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে লোক যাত্রানির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিল, কুশলে ষোল বৎসর রাজত্ব করিলে, তাহার মরণ হইল, তাহাতে তাহার পুত্র আহস তৎসিংহাসন প্রাপ্ত হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭৪২ বৎসর।

একাদশ।

যূনস নামক ভবিষ্যদ্বক্তার বৃত্তান্ত।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে প্রায় ৮৪০ বৎসর।

ঐ সময়ে যূনস নামক ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের এই কথা উপস্থিত হইল, তুমি উঠিয়া নিনিবী নামক বৃহন্নগরে গিয়া তত্রনিবাসিদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রচার কর, কেননা আমার সাক্ষাতে তাহাদিগের দুষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে। পরমেশ্বরের এতাদৃশ আজ্ঞাপালনার্থে তথায় যাত্রা করিলে, নানা ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক, এবং তন্নগরনিবাসি দুষ্ট দেবপূজকদের নিকটে ভাবি অমঙ্গলের বার্ত্তা প্রচার করিলেই, বিশেষ এক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হইবেক, যূনস এই সকল মনেং আন্দোলন করিয়া

তথায় যাইতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইল। এবং এই সকল উৎপাতহইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্তে, ও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে পলাইতে বাসনা করিয়া তার্স নগরে যাত্রাকারি এক জাহাজে আরোহণ করিল। কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের আত্মাহইতে কোথায় যাইব, ও তাঁহার অগোচরে কোথায় পালাইব, যদিও অরুণরূপ পক্ষ ধরিয়া সমুদ্রের দূরস্থ পরপারে গিয়া বাস করি, তথাপি সেখানে ও তাহার হস্ত আমাকে গমন করাইবে, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবেক, যদি ভারি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকি, তথাপি রাত্রিও আমার চতুষ্পার্শ্বে দীপ্তিমতী হইয়া থাকিবেক, এইরূপ দায়ূদের লেখনানুসারে পরমেশ্বরের গোচরহইতে আমরা কখন পলায়ন করিতে সমর্থ নহি। তদনন্তর যূনস ঐ জাহাজে আরোহণ করিবামাত্রেই পরমেশ্বর সমুদ্রে অতিশয় প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করিলে, তথায় এমৎ মহাঝড় উপস্থিত হইল, যে তাহাতে জাহাজ এক কালে ভগ্নপ্রায় বোধ হইয়াছিল, ইহাতে নাবিকগণ ভীত হইয়া প্রত্যেকেই আপন২ ইষ্টদেবের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং ভারলাঘবের নিমিত্তে প্রায় তাবৎ বস্তু জাহাজহইতে সমুদ্র মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল। কিন্তু যূনস জাহাজের নীচস্থানে গিয়া শয়ন করিয়া তৎকালে নিদ্রিত ছিল। তখন জাহাজাধ্যক্ষ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, হে নিদ্রালু লোক কি কর, উঠিয়া আপন ঈশ্বরেরর কাছে প্রার্থনা কর, কি জানি সেই ঈশ্বর আমাদিগকে স্মরণ করিলে আমরা বিনষ্ট হইব না। পরে এক জন অন্য জনকে

কহিল, কাহার অপরাধে আমাদের প্রতি এই বিপদ ঘটিতেছে, তাহা জানিবার জন্যে আইস আমরা গুলিবাঁট করি, পরে গুলিবাঁট করিলে, যূনসের নামে গুলি উঠিল। ইহাতে তাহারা তাহাকে কহিল, আমরা বিনয় করি, কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই বিপদ ঘটিতেছে তাহা আমাদিগকে কহ, তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল আমি ইব্রীয় লোক, যিনি সমুদ্র ও শুষ্কভূমির সৃষ্টিকর্ত্তা সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর যিহোবাকে আমি ভয় করি। তখন তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল, এবং সে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে পলাইতেছে, এ কথা তাহার মুখ হইতে জানিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কেন এমত কর্ম্ম করিলা? তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্রকে স্থির করণার্থে উপায় কি? আমরা তোমাকে কি করিব? কেননা সমুদ্রের তরঙ্গ উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে। তখন সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহাতে ঝড় নিবৃত্ত হইবে, কেননা আমার দোষে তোমাদের উপরে এই মহা ঝড় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি। তথাপি সেই লোকেরা জাহাজ তটে লইয়া যাইবার জন্যে যত্নেতে দণ্ডক্ষেপণ করিল বটে, কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ তাহাদের বিরুদ্ধে, উত্তরোত্তর প্রবল হইলে, তাহারা যাইতে পারিল না। অতএব তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল হে যিহোবাঃ আমরা বিনয় করিয়া প্রার্থনা করি, এই মানুষের প্রাণের নিমিত্তে আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না, কেননা হে যিহোবাঃ তুমি আপন ইচ্ছামতে করিতেছ।

পরে তাহারা যূনসকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে সমুদ্রের তরঙ্গ রহিত হইয়া স্থির হইল, তখন সেই লোকেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল, এবং নানা মানত করিল। তখন যূনস মৎস্যের উদরে থাকিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর তুমি আমার কথা শুনিলা ও আমি পরলোকের মধ্যে থাকিয়া বিনতি করিলে, তুমি আমার নিবেদন গ্রাহ্য করিলা। কেননা তুমি আমাকে সমুদ্রের মধ্যে গভীর জলে নিক্ষেপ করিলা, তাহাতে স্রোতঃ আমাকে আচ্ছন্ন করিল, এবং তোমার তরঙ্গ ও প্রবল ঢেউ সকল আমার উপরদিয়া গেল। তখন আমি তোমার দৃষ্টির বহিষ্কৃত এই পবিত্র মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি করিলাম, আর সমুদ্র প্রায় আমার প্রাণনাশ পর্য্যন্ত আমাকে বেষ্টন করিল, ও গভীর জল আমার চতুর্দিকে থাকিল, ও সমুদ্রের শৈবাল আমার মস্তকে বেষ্টিত হইল: আমি পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত নামিলাম, এবং পৃথিবী আপন অর্গলদ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রুদ্ধ করিল, তথাপি হে আমার প্রভো পরমেশ্বর তুমি বিনাশ হইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার করিলা। হে পরমেশ্বর আমার প্রাণ মূর্চ্ছিত হওন সময়ে আমি তোমার স্মরণ করিলাম, ও আমার সেই প্রার্থনা তোমার পবিত্র মন্দিরে তোমার নিকটে উপস্থিত হইল, কিন্তু আমি ধন্যবাদপূর্ব্বক তোমার নিকটে নিবেদন করিব, এবং যে মানত করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিব, যেন পরমেশ্বরদ্বারা পরিত্রাণ হয়, পরমেশ্বর সেই মৎস্যকে আজ্ঞা করিলে, সে শুষ্কভূমির

উপরে যুনসকে উদ্গীরণ করিল। পরে দ্বিতীয় বার পরমেশ্বরের এই কথা যূনসের নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি উঠিয়া বৃহন্নগর নিনিবীতে গমন করিয়া যে কথা তোমাকে কহি, তাহা তাহার মধ্যে প্রচার কর। পরে যূনস অতিক্লেশ ভোগেতে সুশিক্ষা পাইলে, ঈশ্বরাজ্ঞা আর অবহেলা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই আজ্ঞা পালন করিতে সেই নগরে গেল। নিনিবী নগর অশূরিয়া রাজ্যের রাজধানী, ছিল এবং সে নগর অতি বৃহৎ, ও তিন দিবস গম্য ছিল। দইদরস সিকলস নামক প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তার লিখনানুসারে উহার বেষ্টন ৩০ ক্রোশ পরিমিত ছিল। পরে যূনস ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা প্রচার করিতে লাগিল, যে ৪০ দিন গত হইলে, এই নিনিবী নগর এক কালে উচ্ছিন্ন হইবে। এবং নিনিবীর রাজার নিকটে এই সমাচার আইলে, সে আপন সিংহাসন হইতে উঠিয়া রাজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিল। এবং রাজা আপনার ও অধ্যক্ষগণের নামে নিনিবীর সর্ব্বত্রে এই আজ্ঞা ঘোষণা পূর্ব্বক প্রচার করাইল, মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু কেহ কিছু আস্বাদন ও ভোজন ও পান না করুক, এবং মনুষ্য ও পশু চট পরিধান করিয়া যথা শক্তি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুক, ও প্রত্যেক জন আপন২ কুপথ ও হস্তস্থিত দৌরাত্ম্য হইতে বিমুখ হউক, ইহাতে কি জানি ঈশ্বর অনুকূল হইয়া আপন প্রজ্বলিত ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা বিনষ্ট হইব না। এই প্রকারে নিনিবী নিবাসিগণ পরমেশ্বরেতে

প্রত্যয় করিয়া উপবাসের কথা প্রচার করিল, এবং মহৎ ও ক্ষুদ্র তাবৎ লোক চট পরিধান করিল। অতএব লোকেরা স্বং কুক্রিয়া ত্যাগ করিবাতে পরমেশ্বর তাহাদের এতাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মানস করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া তাহা আর করিলেন না। ক্ষমাবান ও সহনশীল পরমেশ্বরের এতাদৃশ কৃপাতে যূনস অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। কেননা পরমেশ্বরের প্রতিশ্রুত নিনিবীর সর্ব্বনাশ ও তন্নগরবাসিদের পাপ বিষয়ে অনুতাপ পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে, পরমেশ্বর ক্ষমা করিলেন, যূনস ইহা জানিলেও, কেবল ক্রোধপূর্ব্বক ইহাই ভাবিতে লাগিল, লোকে অবশ্যই ইহা কহিবে যে আমি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা। এত সহস্র২ লোক মনঃপরিবর্ত্তনে রক্ষা পাইলেও, যূনস সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের কুশলহইতে আপনার কীর্ত্তি অধিক বোধ করিয়া অভিমান প্রযুক্ত সে পরলোকগামী হইতে নিতান্ত বাসনা করিল। পরে সে নগরের বাহিরে গিয়া এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নগরের কি দশা হইবে, তাহা দেখিতে তাহার ছায়াতে বসিয়া রহিল। তখন প্রভু পরমেশ্বর যূনসকে এ দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে তাহার মস্তকের উপরে যে ছায়া হয়, এই জন্যে এক কুষ্মাণ্ডলতা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বৃদ্ধি করিলেন, অতএব ইহাতে যূনস সে লতাতে বড় সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু পর দিনে অরুণোদয় সময়ে ঈশ্বর এক কীট প্রস্তুত করিয়া ঐ লতা ভক্ষণ করাইলে, তাহা সকলই শুষ্ক হইল। তখন পরমেশ্বর সূর্য্যোদয় সময়ে পূর্ব্বদিকস্থ প্রচণ্ডবায়ু প্রেরণ

করিলে, তাহাতে যুনসের মস্তকে এমৎ রৌদ্র লাগিল, যে সে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া আপন মরণের বাঞ্ছা করিলে পরে, ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি লতার নিমিত্তে ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ, তাহাতে সে কহিল, আমার কোপ ভাল। তখন পরমেশ্বর কহিলেন, যে লতা এক রাত্রিতে উৎপন্না ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্না হইল, ও যাহার জন্যে তুমি কিছু শ্রম করিলা না ও যাহার বৃদ্ধিতে যত্ন করিলা না, তাহার প্রতি তুমি যদি দয়া কর, তবে আপনাদের দক্ষিণ ও বামহস্তের ভেদ করিতে অশক্ত এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক শিশু ও অনেক পশু বিশিষ্ট মহানগর নিনিবীর উপরে আমি কি দয়া করিব না?

দ্বাদশ

যিহূদা দেশের রাজা আহস ও সিখরিয় ও মিনহেম, পিকহিয়, পেকহ এবং হোশেয় ইত্যাদি ইস্রায়েল দেশের রাজগণের বৃত্তান্ত। এই ইস্রায়েল দেশের দশবংশ শূরিয়াদেশের রাজাদ্বারা যুদ্ধে ধৃত হইবার বিবরণ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭৭২ অবধি ৭২১ পর্য্যন্ত।

আহস, আপন পিতা যোথমের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলে পর, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম কর্ম্ম না করিয়া ইস্রায়েলের রাজগণের মনোনীত পথে গমন করিল, সে অন্যদেশীয়গণের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে আপন বালকদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে লাগিল, এবং উচ্চ-

স্থানে ও পর্ব্বতের উপরিভাগে ও প্রত্যেক সতেজঃ বৃক্ষের তলে বলিদান করিল, ও ধূপ জ্বালাইল। ইহাতে প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে আরামের রাজহস্তে সমর্পণ করিলে, আরামীয়ের রাজা তাহাকে প্রহার করিল, এবং তাহার অনেক লোককে বন্দী করিয়া দম্মেসকে লইয়া গেল। অধিকন্তু সে রাজা ইস্রায়েলের রাজা পেকের হস্তে সমর্পিত হইলে, সে এক লক্ষবিংশতি সহস্র বলবান্ লোককে বধ করিল, যেহেতুক তাহারা আপনাদের পিতৃ লোকের সম্মানিত প্রভু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং ইস্রায়েল বংশের সৈন্য সমূহ যিহূদীয় লোক আপনার ভ্রাতৃগণের স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি লক্ষ২ নিজ পরিবার লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের অনেক দ্রব্য লুঠ করিয়া শোমীরোণে লইয়া গেল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭৮৩।

কিন্তু তত্রস্থ পরমেশ্বরের এক ভবিষ্যদ্বক্তা শোমীরোণে আগত সৈন্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, দেখ তোমাদিগের পিতৃ লোকের প্রভু পরমেশ্বর যিহূদার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এই যিহূদা লোকদিগকে দাস দাসী করিয়া রাখিতে মনস্থ করিতেছ, ভাল তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কি তোমাদের তোমাদেরই মধ্যে কোন পাপ নাই? অতএব এখন আমার কথা শুন তোমরা আপনাদিগের লক্ষ২ ভ্রাতৃগণকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিতেছ, তাহাদিগকে মুক্ত কর, কেননা তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত আছে।

তাহাতে কতক প্রধান লোক আসিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যা-
গত লোকদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা বন্দী লোকদিগকে এখানে লইয়া আসিতে
পাইবা না, আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছি
এবং তোমরা আমাদের অপরাধ ও দোষ আর ও
অধিক বাড়াইতে মন্ত্রণা করিতেছ, আমাদের বড় দোষ
হইয়াছে, ও ইস্রায়েলের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত আছে। তাহাতে অস্ত্রধারী লোকেরা সেই সকল
লুটিত বস্তু ও বন্দিগণকে আনিয়া মণ্ডলীর লোকদের
হস্তে তাহাদের ইচ্ছানুসারে উহাদিগের প্রতি ব্যবহার
করিবার নিমিত্তে সমর্পণ করিল। পরে মণ্ডলীর অধ্যক্ষ-
গণ বন্দীগণকে লইয়া তাহাদের সকল অলঙ্গ্য বৃক্ষে
লুটিত বস্তু দ্বারা বস্ত্র পরিহিত ও অলঙ্কার ভূষিত করিল,
ও তাহাদের পদে পাদুকা ছিল, এবং তাহাদিগকে
ভোজন পান করিতে আজ্ঞা করিল, ও তাহাদের যাবদীয়
লোক দুর্ব্বল ছিল, তাহাদিগকে গর্দ্দভারোহণ করাইয়া
তাহাদের ভ্রাতৃগণের নিকটে তালবৃক্ষ নগরে অর্থাৎ
যিরীহ নগরে লইয়া গেল, অমরীয় ও ইস্রায়েল লোক
ব্যতীত আহস ও তাহার রাজ্যস্থ লোকের দেবপূজা
রূপ পাপ বিষয়ে শাস্তি দিবার নিমিত্তে পরমেশ্বর অন্যান্য
শত্রুগণকে পাঠাইলেন; তৎকালে ইদোমীয় লোক সুযোগ
পাইয়া অমৎসিয়ের ক্রূর কর্ম্মের নিমিত্তে যিহূদা রা-
জ্যের লোককে প্রতিফল দিতে লাগিল। এবং আহস
যিহূদা লোককে কুপথে লওয়াইয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে
অতিশয় পাপ করিল, তজ্জন্যে পরমেশ্বর যিহূদার রাজ্য-

কে নত করিতে মনস্থ করিলে, পিলেষ্টীয়েরা ঐ রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশস্থ অনেক ভূমি আক্রমণ করিল। এই দুর্ঘটনার মধ্যে আহস নম্রভাবে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তমাচরণ না করিলে বরং ততোধিক আরো কদাচরণ করিলে, তাহার লোক সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল, কেননা সে আশূরীয় দেশের রাজা টিগনলৎ পিলসের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আপন রাজ্য তাহার নিকট করাধীন করিল, এই নূতন সহায় ইহাতে কোন সাহায্য না করিয়া কেবল তাহাকে দরিদ্র করাইল। এবং আহস অমরীয় লোকের দেবগণের উদ্দেশে বলিদান করিয়া কহিল, অমরীয় দেবগণ তাহাদের উপকার করে, অতএব যেন তাহারা আমাদেরও উপকার করে, এই জন্যে আমি তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিব, কিন্তু তাহারা তাহার ও সমস্ত ইস্রায়েলের বিনাশকারী হইল। আহস এই রূপে ক্রমাগত ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত অতিশয় অসৌভাগ্যে রাজত্ব করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাতে তাহার ধর্ম্মশীল পুত্র হিষ্কিয় তাহার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭২৬ বৎসর। খ্রীষ্ট জন্মের ৭৭১ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় যারবিয়ামের পুত্র ও যিহূয়ের প্রপৌত্র সিখারিয়, ইস্রায়েলের রাজত্ব করিতে লাগিল। কিন্তু সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কুআচরণ করিলে, সেই বৎসরেই সালম তাহাকে হত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিল, এবং সেও এক মাস রাজত্ব করিয়া মিনহেম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। এবং নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক প্রাপ্ত

পরাধিকার এই রাজা দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক আশূরীয় দেশের রাজা পলের নিকটহইতে সাহায্য পাইবার মানসে আপনার প্রজাবর্গকে এক কালে নিধন করিয়া অবশেষে লোকান্তর গমন করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭৬০ বৎসর। তদনন্তর তাহার পুত্র পিকহ অতিশয় কুৎসিত ব্যবহারের সহিত দুই বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে, তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ পেকহ তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭৫৮ বৎসর।

যে ব্যক্তি যিহুদা দেশের রাজার সহিত অতিশয় ক্লেশ জনক যুদ্ধ করিয়াছিল সে এই রাজা। ইহার রাজত্ব কালে, আশূরীয় দেশের রাজা টিগলথ-পিলিসের রাজ্যের উত্তরাংশ আক্রমণ করিয়া তদ্দেশ নিবাসিগণকে বন্দী করিয়া আশূরীয়দেশে লইয়া গেল। পেকহ ইস্রায়েল বংশের রাজা হোশেয় কর্ত্তৃক হত হইল। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৭২৯ বৎসর।

সে হোশেয় নামক ইস্রায়েলের শেষ রাজা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অনদাচরণ করিলে, আশূরীয় দেশের রাজা শল্‌মানসর তাহাকে করাধীন করিল। তৎপরে সে মিসর দেশের রাজার নিকটহইতে সহায়তা লইয়া আশূরীয়াদের অধীনতাহইতে মুক্ত হইতে চাহিল। কিন্তু শল্‌মানসর তাহাকে জয় করিয়া বন্দী করিল, এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত শোমিরোণ নগর বেষ্টন পূর্ব্বক আক্রমণ করিলে পর, সে তন্নগর নিবাসিদিগকে ও ইস্রায়েল বংশকে বন্দী করিয়া আশূরীয়দেশে লইয়া গেল, পরে সে বাবিলন ও নিকটবর্ত্তি দেশস্থ লোক-

দিগকে আনিয়া শোমিরোণদেশে বসতি করাইল। এই প্রকার ইস্রায়েলের যারবিয়াম কর্ত্তৃক স্থাপিত হইবার ২৫৪ বৎসর পরে তাহা এক কালে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কেননা যে প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েল লোককে মিসর দেশহইতে উদ্ধার করিলেন, তাহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়া দেবগণের পূজা করিতে লাগিল। এবং তাহাদের সম্মুখহইতে যে বিদেশিগণকে পরমেশ্বর তাড়াইয়াছিলেন, এখন আবার তাহাদিগেরই কুব্যবহারানুসারে চলিয়া দেবপূজকদিগকে আপনাদিগের উপরে রাজত্ব করাইতে মনস্থ করিল। এবং ইস্রায়েল বংশ গোপনে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কুব্যবহার করিল, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেক স্থানে উচ্চস্থান করিয়াছিল, এবং পর্ব্বতের উপরে চৈত্যবৃক্ষ ও সতেজ বৃক্ষ তলে দেব প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল। এবং তাহারা পরমেশ্বরকে বিরক্ত করিবার নিমিত্তে, দেব পূজকের মতানুসারে ঐ সকল উচ্চস্থানে ধূপ জ্বালিল। যদ্যপি তাহারা এই প্রকার কর্ম্ম করিয়াছিল, তথাপি তোমরা আপনাদের পাপ হইতে ফির, এবং তোমাদিগের পিতৃ পিতা মাতাদি পূর্ব্বপুরুষকে যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছি, ও আমার ভবিষ্যদ্বক্তৃ দাসদের হস্তদ্বারা তোমাদের নিকটে যে সকল নিয়মাদি প্রেরণ করিয়াছি, তদনুসারে আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করহ, এই কথা কহিয়া পরমেশ্বর সকল ভবিষ্যদ্বক্তার ও দর্শকদের দ্বারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা শুনিতে সমর্থ না হইয়া তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরেতে

অপ্রত্যয়কারি পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় আপনাদের গ্রীবা দৃঢ় করিল, এবং তাহারা তাঁহার বিধি এবং তাহাদের পিতৃ লোকদের প্রতি স্থাপিত নিয়ম সকল, এবং তাহাদের প্রতি দত্ত তাঁহার সাক্ষ্য অবজ্ঞা করিয়া অসার প্রতিমার অনুগামী হইল। এবং পরমেশ্বর যে চতুর্দিকস্থ অন্যদেশীয়দের অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহারা হত বুদ্ধি হইয়া তাহাদেরই অনুগামী হইল। তাহারা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, ও আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা দুই বৎস নির্ম্মাণ এবং চৈত্য বৃক্ষ স্থাপন করিল। ও আকাশের জ্যোতির্গণের পূজা ও বালদেবের সেবা করিল। এবং আপনাদের পুত্র ও কন্যাদিগকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইল, এবং গণকতা ও মায়াবিদ্যা করিল, এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করিতে ও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে আপনাদিগকে বিক্রয় করিল। এই জন্যে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, ও তাহাদিগকে আপন সাক্ষাৎ হইতে দূরী কৃত করিলেন, কেবল যিহুদা বংশ ব্যতিরেকে প্রায় আর কেহ থাকিল না, এই শোমিরোণ দেশের নূতন নিবাসিগণ যাহাদিগকে শোমিরোণীয় বলা যায় তাহারা পরমেশ্বরকে না জানিয়া আরাধনা করিল না। তজ্জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে কএক বলবান্ সিংহ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে এক কালে বিনষ্ট করিল, তাহাতে তাহারা আশূরীয় দেশের রাজার নিকটে পত্র প্রেরণ করিয়া কহিল, সকল জাতীয় লোককে আপনি স্বদেশহইতে আনিয়া শোমিরোণের

নানা স্থানে বাস করাইল, তাহারা এই দেশের ঈশ্বরের নিয়ম সকল না জানাতে, তিনি তাহাদিগকে সিংহ দ্বারা নষ্ট করিলেন, তখন রাজা শোমিরোণহইতে আনীত যাজকের মধ্যে এক জনকে ফিরিয়া পাঠাইলে, সে তথায় যাইয়া উহাদিগকে ভয় পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে উপদেশ দিল, তাহাতে লোকেরা পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার সেবাতে রত হইল, কিন্তু তত্রাচ তাহারা আপনাদিগের নিজ জন্ম ভূমির দেব পুজকগণের নিয়মানুসারে দেবাদি পূজা করিতে ত্রুটি করিল না, ইতি।

দ্বিতীয় পুস্তক, সমাপ্ত।